চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার Sister
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 20 February, 2020 ■ আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারী , ২০২০ ইং ■ ৭ ফাল্গুন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ছত্রাক পড়া ও ভেজাল খাবার মিলল হোটেলে ব্যবসা বন্ধ রাখার নির্দেশ অশোকা ও চন্দনাকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারী।। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার পরিবেশিত হচ্ছে আগরতলার বিভিন্ন হোটেলে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযানে নেমেছে সদর মহকুমা প্রশাসন। বুধবার একটি হোটেলে অস্বাস্থ্যকর খাবার এবং নোংরা রান্নাঘর সরেজমিনে পরিদর্শন শেষে সংশ্লিষ্ট হোটেলের লাইসেন্স সাময়িক বাতিল করেছেন সদর মহকুমাশাসক অসীম দাস।

আগরতলায় বিভিন্ন হোটেলে খাবারের গুণমান বজায় রাখা হচ্ছে না। এমন অভিযোগ আগেও উঠেছে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে। তাছাড়া, দু-তিনদিনের বাসি খাবারও মানুষের পাতে পড়ছে, সেই অভিযোগও রয়েছে। কিন্তু কখনও প্রশাসনের তরফে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। শুধু হোটেল নয়, রাস্তার বিভিন্ন মোড়ে স্ট্রিট ফুড-এর এখন দারুণ চাহিদা। কিন্তু ওইসব খাবারে গুণমান কতটা বজায় রাখা হচ্ছে, সে নিয়ে প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে। অভিযোগ, বিভিন্ন মিষ্টি প্রস্তুতকারক সাংঘাতিক অস্বাস্থ্যকর পদ্ধতিতে মিষ্টি তৈরি করছেন। ফলে, ত্রিপুরায় বিশেষ করে আগরতলায় মানুষ পেটের সমস্যায় সবচেয়ে বেশি ভুগছেন।

আজ ডেপুটি ফুড সেফটি কমিশনার এবং মেট্রোলজি বিভাগকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন হোটেল পরিদর্শনে যান সদর মহকুমাশাসক। বহু পুরনো এবং আগরতলায় অন্যতম প্রসিদ্ধ হোটেল চন্দনা হোটেলে গিয়ে মহকুমা প্রশাসনের চোখ চড়ক গাছ হয়ে যায়। সদর মহকুমাশাসক জানিয়েছেন, দু-তিন দিনের বাসি

খাদ্য দপ্তরের আধিকারীকরা বুধবার অভিযান চালায় শহেরর বিভিন্ন হোটেলে। ছবি নিজস্ব।

খাবার বিক্রির জন্য রাখা ছিল। তাছাড়া, ওই হোটেলের রান্নাঘরও ভীষণ নোংরা। এতটা অস্বাস্থ্যকর কোনও খাবারের হোটেল হতে পারে, তা ভাবতে পারছেন না তিনি। তাঁর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পূর্ত ঘোটালা মামলায় প্রাক্তন মুখ্যসচিব ওয়াই পি সিং চারদিনের পুলিশ রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারী।। ত্রিপুরায় পূর্ত ঘোটালায় অন্যতম অভিযুক্ত প্রাক্তন মুখ্যসচিব ওয়াই পি সিংকে ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পুলিশ রিমান্ডে পাঠিয়েছে আদালত। তাঁকে নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানায় রাখা হয়েছে।

বুধবার তাঁকে পশ্চিম জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক এস দত্ত পুরকায়স্থের এজলাসে তোলা হয়েছিল। কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্য দিয়ে তাঁকে আদালতে নেওয়া হয়। সরকারি আইনজীবী জানিয়েছেন, পুলিশ দশ দিনের রিমান্ডের আবেদন জানিয়েছিল। আদালত ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেছে।

প্রসঙ্গত, আজ সকালের বিমানে ওয়াই পি সিং-কে আগরতলায় আনা হয়েছে। তাঁকে সোমবার উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদের ইন্দিরাপুরমে করা হয়েছিল। পুলিশের সাথে টিএসআর বাহিনীও মোতায়েন করা

বুধবার আগরতলায় নিয়ে আসা হয় প্রাক্তন মুখ্যসচিব ওয়াই পি সিংকে। বিমানবন্দরে তোলা নিজস্ব ছবি।

আইআরএস আপার্টমেন্ট থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গতকাল তাঁর ট্রানজিট রিমান্ড মঞ্জুর করে আদালত এবং আজ তাঁকে আগরতলায় আনা হয়েছে। আজ ওয়াই পি সিঙের জন্য আদালতে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা হয়। আদালত চত্বরে পুলিশের ছয়লাপ দেখে সহজেই অনুমান করা গিয়েছে হাইপ্রোফাইল এই মামলায় কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না পুলিশ প্রশাসন। আজ আদালতে ওয়াই পি সিঙের পরিবারও এসেছিল।

কসবা কালীবাড়িতে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় উদ্ধার মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৯ ফেব্রুয়ারি ।। কমলাসাগর মন্দির এলাকায় বুধবার সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ এক গৃহবধূর অজ্ঞান অবস্থায় দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গেছে, ১৮ বছরের এই গৃহবধূর বাড়ি শহরের ইন্দ্রনগরে। তবে এই মহিলা সকালে ইন্দ্রনগর থেকে কসবা কালীবাড়ি এলাকায় কিভাবে আসল তাও বলতে চাইছে না প্রথমদিকে।

মধুপুর হাসপাতালের এক চিকিৎসক নির্বান দাস জানিয়েছেন মধুপুর থানার পুলিশ এই তরুণী গৃহবধূকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর এই গৃহবধূর কোন কিছুই পায়নি। গৃহবধূর জ্ঞান ফেরার পর প্রথম দিকে কিছুই বলতে চাইনি সে। মধুপুর থানার তরফে খবর দেওয়া হয় গৃহবধূর শ্বশুরবাড়িতে। ছুটে আসেন তার স্বামী ও শাশুড়ি।

তার স্বামী কথা বলতে গিয়ে জানিয়েছেন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখতে পায় তার স্ত্রী বাড়িতে নেই। এবং তার স্ত্রীর খুঁজে প্রতাপগড়ের শ্বশুরবাড়িতে যায় স্বামী। এর কিছুক্ষণ পরই নাকি খবর যায় তার স্ত্রী মধুপুর হাসপাতালে রয়েছে। সে কিছুই জানেন না। একবছর আগে তাদের বিয়ে হয়েছিল। তখন সে নাবালিকা ছিল। একটি সূত্র বলছে এই গৃহবধূ নাকি গণধর্ষণের শিকার। কিন্তু মধুপুর থানার ওসি জানিয়েছেন এরকম কোন ঘটনা পুলিশকে জানায়নি। সে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে চলে যায়। এখন পুলিশ ঘটনাটি ভালোভাবে তদন্ত করলেই আসল রহস্য বেরিয়ে আসতে পারে।

ত্রিপুরা ও অসম বাদে নাগাল্যান্ডে বাণিজ্যিক সম্ভাবনা দেখছে ওএনজিসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারী।। ত্রিপুরা ও অসম বাদে উত্তর পূর্বাঞ্চলে নাগাল্যান্ডে বাণিজ্যিক সম্ভাবনা দেখতে পারছে অয়েল এন্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন(ওএনজিসি)। সংস্থার সিএমডি শশী শঙ্কর আজ জানিয়েছেন, নাগাল্যান্ডে ৫০০ মিলিয়ন মেট্রিক টন (এমএমটি) হাইড্রোকার্বোনে পাওয়া যাবে। সে মোতাবেক চুক্তিবদ্ধ হওয়ার জন্য নাগাল্যান্ড সরকারকে খসড়া প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, দেশের অন্যান্য ওএনজিসি এসেটের মোট গ্যাস উত্তোলনের ৩১ শতাংশ শুধু ত্রিপুরায় পাওয়া যাচ্ছে। ত্রিপুরায় প্রায় ১.৫ বিলিয়ন কিউবিক মিটার(বিসিএম) গ্যাস উত্তোলন হচ্ছে।

আজ সাংবাদিক সম্মেলনে ওএনজিসি"র সিএমডি শশী শঙ্কর বলেন, সারা বিশ্বে ৩৯৩৭ বিসিএম গ্যাস উত্তোলন হচ্ছে। তার মধ্যে ভারতে ৩২.৮৭ বিসিএম গ্যাস উত্তোলন হচ্ছে। তিনি বলেন, ভারতে উৎপন্ন মোট গ্যাসের ১.৫ বিসিএম ত্রিপুরায় উত্তোলন হচ্ছে। তিনি জানান, ওএনজিসি"র গ্যাস সবচেয়ে বেশি নিচ্ছে ওটিপিসি।

ওএনজিসি"র সিএমডি শশী শঙ্কর আজ জানিয়েছেন, ত্রিপুরা ও অসম বাদে উত্তর পূর্বাঞ্চলে সবচেয়ে বেশি বাণিজ্যিক সম্ভাবনা রয়েছে নাগাল্যান্ডে। ওই রাজ্যে ৫০০ এমএমটি হাইড্রোকার্বোনে পাওয়া যাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তিনি বলেন, নাগাল্যান্ড সরকারের কাছে খসড়া প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, একাধিকবার ওই বিষয়ে চর্চা হয়েছে। এদিকে, ত্রিপুরায় খুবালে ২ বছরের মধ্যে গ্যাস উত্তোলন শুরু হবে।

২২ তম আইন কমিশন গঠনের অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। কেন্দ্রীয় সরকার ২২ তম আইন কমিশন গঠনের অনুমোদন দিল, যার মেয়াদ হবে তিন বছর। আইন কমিশন এমন একটি অ-বিধিবদ্ধ সংস্থা যা ভারত সরকার সময়ে সময়ে গঠিত করে থাকে। এটি ১৯৫৫ সাল থেকে প্রতি তিন বছর অন্তর গঠিত হয়। পূর্ববর্তী আইন কমিশনের মেয়াদ গত ৩১ আগস্ট ২০১৮ সালে শেষ হয়েছিল। আইন কমিশনের মূল কাজটি হচ্ছে দেশে আইন প্রণয়ন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অটো চুরির দায়ে কৈলাসহরে ধৃত দুই নাবালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৯ ফেব্রুয়ারি ।। ২ নাবালক এর দ্বারা আবারও দুঃসাহসিকভাবে অটো চুরির ঘটনা ঘটলো কৈলাসহরে। যদিও সাধারণ মানুষ ও পুলিশ প্রশাসনের চেষ্টায় দুই নাবালককে আটক করা সম্ভব হয়েছে। কৈলাসহর নুরপুর ২নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আমিন আলি নিজের টিআর০২বি-৩২৭৫ যাত্রীবাহী অটোরিকশা শহর লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন সুলতানপুর এলাকায় ওয়াজ মাহফিলে যায় সেখানে নিজের অটোকে রেখে সে একটি দোকান দেয় আনুমানিক বিকাল ৪ ঘটিকার সময়।

সে লক্ষ্য করে যে দুটি যুবক তার দোকানে বেশ কয়েকবার এসেছে বিভিন্ন কিছু কেনার অজুহাতে। সন্ধ্যা সাতটা থেকে আটটা নাগাদ হঠাৎ কেজন এসে তাকে বলে যে তার অটো নিয়ে দুটি ছেলে চলে যাচ্ছে। এই খবর শুনতে পেয়েছে অটো রাখার স্থানে এসে দেখে অটো গাড়িটি নেই। নিজের অটোকে না পেয়ে মালিক আমিন আলি কৈলাসহর থানায় অভিযোগ করার পাশাপাশি নিজ উদ্যোগে ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুযায়ী খুঁজে শুরু করে।

দীর্ঘ খোঁজাখুঁজির পর রাত আনুমানিক ১১টা নাগাদ সন্ধান পায় যে অটো গাড়িটিকে চুরির এলাকা থেকে প্রায় কুড়ি কিলোমিটার দূরে বিলাসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকায় দেখতে পাওয়া গেছে। খবর পেয়ে আমিন আলি ও কৈলাসহর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অটোটি উদ্ধার করার পাশাপাশি দুই নাবালককেউ অটক করে। বর্তমানে দুই নাবালক কৈলাসহর থানার হেপাজতে রয়েছে।

রাজ্যে অত্যাধুনিক হাসপাতাল গড়তে আগ্রহী লন্ডনের সংস্থার কর্মকর্তাদের বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর সাথে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারী।। রাজ্যে 'সেল্ফ সাসটেইনেবলইউনিভার্সিটি হসপিটাল অ্যান্ড ইন্টিগ্রেটেড হেলথকেয়ার' নামে অত্যাধুনিক হাসপাতাল গড়তে আগ্রহ প্রকাশ করেছে লন্ডনের এইচপি ক্যাপিটাল সংস্থা। বুধবার নয়াদিল্লিতে সংস্থার এক প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের এই ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেছে। সনাতন ধর্মের আদর্শে ঋষি চড়কের নির্দেশিত পথে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পরিষেবাও দিতে চায় তারা।

লন্ডানের একটি সংস্থার কর্মকর্তারা বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রীর সাথে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আয়ুষ্মান ভারত যোজনার আওতায় এইচপি ক্যানপিটেল সারা দেশে ৩৫টি হাসপাতাল গড়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে ত্রিপুরায় একটি হাসপাতাল স্থাপনে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিস্তারিত প্রস্তাব রেখেছেন সংস্থার প্রতিনিধিরা। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রত্যেকটি সেল্ফ সাসটিনেবলইউনিভার্সিটি হসপিটাল অ্যান্ড ইন্টিগ্রেটেড হেলথকেয়ারের অধীনে ১০০টি করে পলিক্লিনিকও থাকবে। সম্পূর্ণ কার্বন দূষণমুক্ত পরিবেশে তাদের এই হাসপাতালে ১২ হাজার যুবক-যুবতী কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবেম বলেও তাঁরা ইঙ্গিত দিয়েছেন। সারা দেশে তাদের ৩৫টি হাসপাতালে এক লক্ষ কর্মীর প্রয়োজন রয়েছে বলে জানান এই সংস্থার কর্মকর্তারা।

আয়ুষ্মান ভারত যোজনার অধীনে কোনও রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে ৫ লক্ষ টাকার যে সীমারেখা রয়েছে তা ছাড়িয়ে গেলেও রোগীর চিকিৎসা চালিয়ে যাবে বলে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তাঁরা। শুধু তা-ই নয়, ২০ শতাংশ রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসার আশ্বাস দিয়েছে সংস্থা। অত্যোধুনিক এই হাসপাতালে থাকবে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের সুবিধাও। এআই প্রযুক্তিতে গ্রামীণ এলাকায়ও স্বাস্থ্য পরিষেবার সুবিধা দিতে চায় লন্ডনের সংস্থাটি।

এদিনের সাক্ষাতালে মুখ্যমন্ত্রী প্রতিনিধিদলকে জানান, বর্তমান ত্রিপুরা সরকার রাজ্যবাসীর স্বাস্থ্য পরিষেবাকে উন্নীত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ত্রিপুরাকে মেডিক্যাল ট্যুরিজম হাব হিসেবে গড়ে তুলে যুবাদের কর্মসংস্থান ও উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। রাজ্যে অত্যাধুনিক হাসপাতাল গড়ার পরিকল্পনা উত্থাপন করায় এইচপি ক্যাপিটাল সংস্থাকে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী।

ত্রিপুরা বার এসোঃ নির্বাচন নিয়ে বৈঠক করে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছেন আরও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা বার এসোসিয়েশনের নির্বাচন নিয়ে বৈঠক করে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছেন রিটার্নিং অফিসার বরিষ্ঠ আইনজীবী সন্দীপ দত্ত চৌধুরী। আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি ওই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সকাল থেকে ভোট শুরু হবে। ভোট পর্ব সম্পন্ন করে দুপুর আড়াইটা নাগাদ গণনা শুরু করার চেষ্টা হবে বলে জানিয়েছেন বার নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার আইনজীবী সন্দীপ দত্ত চৌধুরী।

আজ তিনি জানান, এবছর নির্বাচনে বিশেষ কিছু বিষয়ে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ভোট কেন্দ্রে মোবাইল নিয়ে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হবে না। পাশাপাশি, প্রত্যেক ভোটারের সচিত্র পরিচয়পত্র দেখাতে হবে। তিনি জানান, কাউকেই ভোট কেন্দ্রে কাগজ নিয়ে ঢুকতে হবে না। সমস্ত আয়োজন ভোট কেন্দ্রেই মিলবে।

এদিন তিনি বলেন, আদালত চত্বরে নির্বাচনকে ঘিরে ফ্লেক্স লাগানো হচ্ছে। এখনই তাতে আপত্তি করছি না। শনিবার এ-বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রিটার্নিং অফিসার সন্দীপ দত্ত চৌধুরী জানান, বার ভোটে তিন জন সহকারি রিটার্নিং অফিসার নিযুক্ত করা হয়েছে। পুলক দেবনাথ, ড় বিন্দু পাল এবং তপন সাহা নির্বাচনের পরিচালনায় থাকবেন।

এদিকে, এবছর বার এসোসিয়েশনের নির্বাচন বিজেপি বনাম বাম-কং জোটের মধ্যে হচ্ছে। বাম-কং জোট সংবিধান ও গণতন্ত্র বাঁচাও-র ডাক দিয়েছে। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, প্রদেশ কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি পীযুষ কান্তি বিশ্বাস স্পষ্ট জানিয়েছেন বার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশ কিভাবে গড়ে উঠবে তা ঠিক হবে ক্লাস রুমে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারী।। রাজ্যের বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। এতে ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হচ্ছে। শিক্ষাই পারে মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে। তাই রাজ্য সরকার শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। আজ ধলাই জেলা পলিটেকনিক কলেজে তিন দিনব্যাপী জাতীয় সেবা প্রকল্পের বিশেষ শিবিরে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ।

তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রীদের কেবলমাত্র ডিগ্রী পাওয়ার জন্য বই পড়লে চলবে না। শিক্ষাকে হাতিয়ার করে ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তিনি বলেন, আগামী দিনে ত্রিপুরা বা ভারতবর্ষ কিভাবে গড়ে উঠবে তা ঠিক হবে ক্লাস রুমে। তিনি ছাত্রছাত্রীদের নিঃস্বার্থভাবে সমাজের কাজ করার জন্য আহ্বান জানান। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সবাই মিলে কাজ করলেই এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে উঠবে। এককভাবে কোন কাজ সম্ভব নয়। তিনি এন এস এস -এর প্রেক্ষাপট নিয়েও বিস্তৃত আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানের সম্মানীয় অতিথি ধলাই জেলার জিলা পরিষদের সভাধিপতি রুবি ঘোষ (গোপ) বলেন, সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে এধরণের কর্মসূচির বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ অতিথির ভাষণে আমবাসা পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চন্দন ভৌমিক বলেন, যুব সমাজ যাতে নেশার কবলে না পরে তা খেয়াল রাখতে হবে। তিনি ছাত্রছাত্রীদের কুসংস্কার মুক্ত এবং প্রকৃত মানুষ হওয়ার পরামর্শ দেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কলেজের অধ্যক্ষ সজলকান্তি দাস। তাছাড়া বক্তব্য রাখেন আমবাসার মহকুমা শাসক জংটে ভানলাল দোয়াতি, জেলা শিক্ষা আধিকারিক অর্জুন শর্মা এবং ডি এ আর-এর অ্যাসিস্টেন্ট কমাণ্ডেন্ট নারায়ণ রায় চৌধুরী। শিক্ষামন্ত্রী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে স্বচ্ছ ভারত, জল সংরক্ষণ, বন সংরক্ষণ, প্লাস্টিক বর্জনের উপর পোস্টার প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করেন। এ উপলক্ষে কলেজ চত্বরে বৃক্ষারোপন কর্মসূচি হয়। শিক্ষামন্ত্রী এতে অংশগ্রহণ করেন। তিন দিনের কর্মসূচিতে রয়েছে স্বচ্ছ ভারত অভিযান। এই কর্মসূচিতে আমবাসা রেল স্টেশন, কুলাই হাসপাতাল এবং ডলুবাড়ি বাজার সাফাই করা হবে। তাছাড়া রয়েছে যোগাসন এবং সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান।

তোলার জন্য মাফিয়া আস্ফালন থানায় ডেপুটেশন ঠিকাদারদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি।। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার এডিনগরে সিএনজি স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় মঙ্গলবার রাতে জাতীয় সড়কে কাজ করাতে গিয়ে মাফিয়াদের আক্রমণে রক্তাক্ত হলেন ঠিকেদার। আক্রান্ত ঠিকেদারের নাম জহর পাল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। অল ত্রিপুরা কন্ট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশন ঠিকেদারদের পুর্ননিরাপত্তার দাবি জানিয়েছে। অন্যথায় তারা সারা রাজ্যে সব ধরনের কাজ কর্ম বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবে বলে রীতিমতো হুশিয়ারি দিয়েছে।

বাম আমলের মাফিয়া চক্রের আস্ফালন বর্তমান সরকারের আমলেও ক্রমশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে। ঠিকেদারদের কাছ থেকে জোর করে তোলা আদায়ের চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে ঐসব মাফিয়ারা। মঙ্গলবার রাত সাড়ে

এগরোটা নাগাদ আগরতলা সাব্রুম জাতীয় সড়কের এডিনগর এলাকায় আক্রান্ত হয়েছেন ঠিকেদার ও ম্যানেজার সহ শ্রমিকরা। জানা যায়, একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ও জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারের তত্ত্বাবধানেই সেখানে ৮নং জাতীয় সড়কের কাজ চলছিল। ঐ সময় কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকেদার জহর পালও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কতিপয় দুর্বৃত্ত রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ সেখানে এসে কাজ বন্ধ করে দেয়। তারা গাড়ি চালকের কাছ থেকে চাবি ছিনিয়ে নেয় এবং ম্যানেজারকে মারধোর করে।

ঠিকেদার জহর পালের মাথায় রড দিয়ে আঘাত করে। তাতে ঠিকেদারের মাথা ফেটে যায়। মাথায় চারটি সেলাই লেগেছে। তার কাছ থেকে মোবাইল ফোন ও অন্যান্য কাগজপত্র ছিনিয়ে নিয়ে যায় তারা। ঘটনা সংগঠিত করে তারা সিএনজি স্টেশনের বা দিকের রাস্তা দিয়ে চলে যায়। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাধ্যমিক ও দ্বাদশের পরীক্ষা নিয়ে পর্ষদের পর্যালোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারী।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত ২০২০ সালের উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হতে চলেছে যথাক্রমে আগামী ২ ও ৩ মার্চ থেকে। এই পরীক্ষার আগে প্রস্তুতি নিয়ে বুধবার ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় পর্যালোচনা বৈঠক।

পূর্বে পরীক্ষার প্রশ্ন পত্র থাকত কাস্টডিয়ানের হেপাজতে। তাঁর উপর থাকত অফিসার ইন চার্জ। তিনি সসস্ত বিষয়টির তত্বাবধানে থাকেন। কিন্তু এই কাস্টডিয়ানের দায়িত্বে থাকত সরকারী উচ্চ পদস্থ আধিকারিকেরা। জেলা শাসক পর্যায়ের আধিকারিকেরা এই কাস্টডিয়ানের দায়িত্বে থাকত এতকাল। এই ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা দেয়। যাতে করে প্রশ্নপত্র রাখা নিয়ে সমস্যা হতে পারে। মূলত মার্চ মাসে সরকারী দপ্তর গুলির আর্থিক বছরের শেষ। সেই অনুযায়ী তাদের উপর চাপ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে ওষুধসহ বিভিন্ন দাবীতে কংগ্রেসের ধর্ণা জিবিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ।। রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবিতে আইসিইউ ভাড়া ৫০০ টাকা করার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বুধবার সদর জেলা কংগ্রেস জিবি হাসপাতালের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করেছে। অবিলম্বে শয্যাভাড়া প্রত্যাহার ও রোগীদের বিনামূল্যে ওষুধ প্রদানের দাবি জানিয়েছে কংগ্রেস। অন্যথায় তারা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য সরকার রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবিতে আইসিইউ শয্যাভাড়া ৫০০ টাকা করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। সরকারি এই সিদ্ধান্তে গোটা রাজ্যজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। কংগ্রেস দল সরকারি সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করে বুধবার জিবি হাসপাতালের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠিত করেছে। শয্যাভাড়া প্রত্যাহার ও রোগীদের বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ করার দাবি জানিয়েছে কংগ্রেস।

বুধবার প্রতীকি প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলনে শামিল হয়ে বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক বলেন, বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার রাজ্যের ক্ষমতায় আসার পর থেকেই একটার পর একটা জনবিরোধী সিদ্ধান্ত কার্যকর করে চলেছে। স্বাস্থ্য পরিষেবার উপর কর চাপানোর ফলে রোগীরা বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর মুখে পতিত হচ্ছে। ব্লাড ব্যাঙ্কে ব্লাড নেই, একটার পর একটা কর বসানোর ফলে রোগীরা আজ দিশেহারা। ভারতবর্ষের অধিকাংশ রাজ্যে বিনে পয়সায় চিকিৎসা ও ওষুধপত্র দেওয়া হয় বলে উল্লেখ করেন কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক।

আমাদের রাজ্যে শয্যাভাড়া ৫০০ টাকা করে দিয়েছে। জনবিরোধী সরকার জল্লাদের ভূমিকা পালন করছেন বলেও তিনি মন্তব্য করেন। গরিব রাজ্যের মানুষ স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পাচ্ছে না। সরকার এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করে তাহলে কংগ্রেস বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবে বলে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। হাসপাতালে শয্যাভাড়া কার্যকর করার ঘটনায় রাজ্যের অন্যান্য মহলেও তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। প্রসঙ্গত, রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে রোগীদের বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ প্রক্রিয়া নতুন সরকার আসার পর চালু করার আশ্বাস দিয়েছিল।

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৬ ◻ সংখ্যা ১৩২ ◻ ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ইং ◻ ৭ ফাল্গুন ◻ বৃহস্পতিবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

এডিসি ভোটে শংকা ও সংশয়

এডিসি ভোটের দামামা বোধহয় বাজিয়াই গেল। ধারণা করা হইতেছে যে, এপ্রিল মাসে এই নির্বাচন হইতে পারে। ইতিমধ্যেই এডিসির ২৮টি আসনে ১৬ জন রিটার্নিং অফিসার নিযুক্ত করা হইয়াছে। রাজ্য নির্বাচন কমিশনার এডিসি নির্বাচনের যাবতীয় প্রস্তুতি শুরু করিয়া দিয়াছে। নির্বাচন কতখানি সুষ্ঠু হইবে তাহাই এখন ভাবিবার বিষয় এই কারণে যে, রাজ্যে অস্ত্রের আমদানি ঘটিবার প্রমাণ হাতে নাতে মিলিয়াছে। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যে প্রশ্নের মুখে দাঁড়াইয়া গিয়াছে সে সম্পর্কে বোধহয় দ্বিমত নাই। নেশার বিরুদ্ধে এত অভিযান সত্ত্বেও রাজ্যে তাহার বাড়বাড়ন্ত চলিয়াছে। বহু যুবক যুবতী নেশার কোলে নিমজ্জিত হইয়া অকাল মৃত্যুর দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। এডিসি নির্বাচনের আগেই রাজ্যের পাহাড় যে উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে, অস্ত্রের মজুত বাড়িতেছে তাহার প্রমাণ তো হাতে নাতেই মিলিয়াছে। আর এই ঘটনায় এডিসি নির্বাচনের প্রাক্কালে জনমনে আতঙ্ক বাড়িবার সম্ভাবনাই প্রবল। নেশাকারবারীদের পাশাপাশি আগ্নেয়াস্ত্র চোরাচালানের মতো ঘটনাও বাড়িয়া চলিয়াছে। বহির্রাজ্য হইতে রেলে করিয়া আগ্নেয়াস্ত্র ও নেশা সামগ্রী আমদানির ঘটনা ঘটিয়াই চলিয়াছে। মঙ্গলবার শিলচর-আগরতলা ট্রেনে তল্লাশী চালাইয়া জিরানীয়া স্টেশনে আটক করা হইয়াছে দুই যুবককে। তাহাদের নিকট হইতে তিনটি পিস্তল তিন হাজার ইয়াবা উদ্ধার করা হইয়াছে। পাশাপাশি এনসিসি থানার পুলিশ বিপুল পরিমাণে নেশার ট্যাবলেট সহ তিনজনকে আটক করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে একজন মহিলাও রহিয়াছে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ইতিপূর্বেও আগরতলা রেল স্টেশন হইতে বিস্তর পরিমাণ তাজা কার্তুজ স হ পিস্তল উদ্ধার করা হইতেছিল। ধৃতদের সকলেই দক্ষিণ ত্রিপুরার বাসিন্দা। ধৃতদের সকলেই উপজাতি যুবক। কয়েকদিন পর পরুই এইসব আগ্নেয়াস্ত্র রাজ্যে আনা হইতেছে। কত শতাংশ ধরা পড়িতেছে সেই প্রশ্ন আছে. এইসব ঘটনায় ইহাই স্পষ্ট যে, রাজ্যে প্রতিনিয়ত আগ্নেয়াস্ত্র আসিতেছে। মাঝে মধ্যে পুলিশের জালে ধরা পড়িতেছে মাত্র। এই ঘটনা যে, রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির পক্ষে গভীর উদ্বেগ জনক তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না।

ত্রিপুরার এডিসি নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা এক বিরাট চ্যালেঞ্জ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহাও সন্দেহ নাই যে, রাজ্যে এইবারের এডিসি নির্বাচন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ইতিমধ্যেই পাহাড় উত্তপ্ত হইয়া আছে। শরিক আইপিএফটি তো বিজেপির বিরুদ্ধেই অস্ত্র শান দিয়া চলিয়াছে। পাহাড় চষিয়া বেড়াইতেছেন তিপ্রাহার প্রধান প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ। তিনিও এইবার কি রণকৌশল নিয়া ময়দানে আছেন তাহা স্পষ্ট হইতেছে না। পাহাড়ে সিপিএম তলে তলে তৎপরতা চালাইয়াছে। তাহারা জমি দখলে রাখিতে যে মরিয়া তাহা অন্তত আঁচ পাওয়া যাইতেছে। এখন রাজ্যের সর্বত্র সিপিএম তো ময়দানে নামিয়াছে। মিছিল মিটিং চালু রাখিয়াছে। ক্ষমতাসীন বিজেপির কাছে তো এডিসি নির্বাচনও চ্যালেঞ্জ। কারণ এই নির্বাচনে যদি দল জয়ের তিলক পরিতে না পারে তাহা হইলে রাজ্যে ও রাজ্যের বাইরে অন্য বার্তা যাইবে। সুতরাং বিজেপি চাহিবে যেন তেন প্রকারেণ জয়ের তিলক কপালে পরিতেই হইবে। কিন্তু প্রশ্ন কিভাবে? যদি এডিসি নির্বাচনে আইপিএফটির সঙ্গে জোট না হয় তাহা হইলে কি হইবে? জোটের সম্ভাবনা তো ক্ষীণ। কারণ, পাহাড়ে তো সরাসরি বিজেপির বিরুদ্ধেই আইপিএফটির অভিযান চলিতেছে। এখন দেখিতে হইবে এডিসি নির্বাচনকে ঘিরিয়া রাজনীতি কোন পথে চলে? তবে সব চাইতে বড় কথা, এডিসি নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়াই শংকা ও সংশয় দেখা দিয়াছে।

বিজেপি করার অপরাধে অন্তঃসত্ত্বা মহিলার পেটে লাথি

বসিরহাট, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বিজেপি করার অপরাধে সাদ্দাম গাজী নামে এক বিজেপি কর্মীর বাড়িতে রাতের অন্ধকারে হামলা করে মারধর করে দুষ্কৃতীরা। ওই বিজেপি কর্মীর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর পেটে লাথি মারায় বাচ্চা নষ্ট হয়ে যায় বলে অভিযোগ ওঠে পরিবারের পক্ষ থেকে। এই ঘটনার জন্য অভিযোগের আঙুল উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ অস্বীকার করেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তৃণমূলের লক্ষ্মী দোলুই। হাসনাবাদের পাটলি খানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের টেংরা গ্রামের বাসিন্দা সাদ্দাম গাজী এলাকায় বিজেপি কর্মী হিসেবে পরিচিত। মঙ্গলবার রাতে তার বাড়িতে স্থানীয় কিছু যুবক ঢোকে তাদের উপরে চড়াও হয় বলে অভিযোগ তোলেন সাদ্দাম গাজী। সেখানে তার স্ত্রী বোন সহ বাড়ির সকলকেই মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে।

বিজেপি করার অপরাধে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ তুলে সাদ্দাম গাজী বলেন, ’ আমি বিজেপি করায় আমার উপরে হামলা চালিয়েছে তৃণমূল। আমার স্ত্রী বোন সহ বাড়ির সকলকেই মারধর করা হয়েছে। আমার স্ত্রীর পেটে লাথি মারায় আমার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে টাকি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসলে ডাক্তারবাবুরা বলেন বাচ্চা নষ্ট হয়ে গেছে’। জানা যায় মঙ্গলবার রাতে এলাকায় বিজেপির বুথ কমিটির মিটিংয়ে যোগ দিয়েছিলেন সাদ্দাম গাজী। সেখান থেকে বাড়ি ফেরার পর বিজেপি ছাড়ার হুমকি দিয়ে তার বাড়িতে চড়াও হয় দুষ্কৃতীরা। হামলার পিছনে তৃণমূলের প্রচ্ছন্ন রয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে বিজেপির পক্ষ থেকে। যদিও এই হামলার পিছনে তৃণমূলের কোন হাত নেই বলে দাবি করে হাসনাবাদের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি লক্ষ্মী দোলুই বলেন, ’ আমাদের পঞ্চায়েত প্রধান সাদ্দামকে তৃণমূলের সঙ্গে কাজ করার জন্য বলতে গিয়েছিলেন। ওখানে কোনো মারধর হয়নি। ওই মহিলার বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সমস্যা থাকায় সেই ঘটনাকে আমাদের দিকে অভিযোগ তুলে রাজনীতি করার চেষ্টা করছে বিজেপি’। যদিও এই ঘটনার জন্য তৃণমূলের দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে হাসনাবাদ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন সাদ্দাম গাজী।

মৃতদেহকে সামনে রেখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে মন্তব্য করেছেন তা রাজনৈতিক বিকৃতির লক্ষণ : প্রদীপ

কলকাতা,১৯ ফ্রেবুয়ারি (হি.স.):অভিনেতা তাপস পালের মৃত্যু নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চলছে জোর তরজা ।বুধবার রবীন্দ্র সদনে অভিনেতাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় তাপস পালের মৃত্যুর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিহিংসামূলক রাজনীতিকে দায়ী করেন। মৃতদেহকে সামনে রেখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে মন্তব্য করেছেন তা রাজনৈতিক বিকৃতির লক্ষণ’ বলে খোঁচা দিলেন কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য।

এই প্রসঙ্গে প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন , ‘কারও মৃত্যুতে রাজনীতি নিয়ে কথা বলা উচিত নয়। বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর তা জানা উচিত। মাঠে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক কথা বলুন, অসুবিধে নেই। কিন্তু মৃতদেহকে সামনে রেখে রাজনৈতিক মন্তব্য বিকৃত ভাবনার লক্ষণ’।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার ভোর চারটে নাগাদ মুম্বইয়ের হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে জীবনাবসান হয়েছে প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ তথা অভিনেতা তাপস পালের ।বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি। মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে মুম্বই গিয়েছিলেন তিনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। মঙ্গলবার ভোররাতে বিমান ধরার আগেই বুকে ব্যথা অনুভব করেন। ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। রাখা হয় ভেন্টিলেশনে। মাঝে চিকিতায় সামান্য সাড়া দিলেও, ভোর চারটে নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ।৬১ বছর বয়সে মৃত্যু হল অভিনেতারঊ বুধবার গল্ফগ্রিনের বাড়ি থেকে মরদেহ প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় টেকনিশিয়ান স্টুডিয়োতে । তারপর রবীন্দ্রসদনে শায়িত রাখা হয় তাপস পালের মরদেহ। সেখান থেকে কেওড়াতলা শ্মশানে নিয়ে যাওয়া দেহ। কেওড়াতলা মহাশ্মশানে গান স্যালুটে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হল অভিনেতা তাপস পালের।

অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন চাই

হরিগোপাল দেবনাথ

বাস্তবজীবনে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি, যশ, প্রতিপত্তি, প্রগতি, আধিপত্য, সাম্রাজ্যবিস্তার, গবেষণা, উদ্ভাবন ইত্যাদি যত কিছুই চাই না কেন, যে কোনটারই মূলে চাই আমাদের অস্তিত্বরক্ষা ও সেই অস্তিত্বরক্ষার গ্যারান্টি। মানুষের মানসিক বিকাশ চাই; আত্মিক উন্নতি চাই, হৃদয়বত্তার প্রসারণ টটানো চাই, দেশের নেতৃত্ব চাই, বিশ্বসমাজেও খেতাব চাই, সেই সব কিছুর মূলেও চাই সুস্থভাবে বেঁচে থাকাটা। আর, সেই সুস্থভাবে বেঁচে থাকারও প্রাথমিক শর্ত হিসেবে চাই সুস্থভাবে অস্তিত্বরক্ষার সুনিশ্চিততা। অর্থাৎ, এযুগের প্রতিটি মানুষেরই বাঁচার ও এগিয়ে চলার জন্যে ন্যূনতম পাঁচটে চাহিদার পূর্ণগ্যারান্টি অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে ও উক্ত পাঁচ চাহিদা হল : ১) খাদ্য ২) পোশাক ৩) বাসস্থান ৪) শিক্ষা ও ৫) চিকিৎসা। অথচ, বলাই বাহুল্য কে, এযাবত মানবসমাজের তথা বিশ্বের বুকে হয়তো কোথাও উক্ত পাঁচটে ন্যূনতম চাহিদা পূর্তির পূর্ণ নিশ্চয়তা রয়েছে, এমন কোনই দেশ বা রাষ্ট্র খুঁজে পাওয়া যাবে না।

অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামে এ যাবত মানুষের যা কিছু আবিষ্কার ও যতকিছু উদ্ভাবন রয়েছে, সেসবের সহায়তায় যদিও পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব- লগ্ন থেকে আজকের এই ইন্টারনেট ও মহাকাশ--- পরিক্রমার যুগ অব্দি মানুষ এগিয়ে এসেছে বিপুল বিজয় গৌরবে, তথাপি বলতেই হচ্ছে যে, কোথাও না কোথাও মানুষের অস্তিত্বরক্ষার জন্যে ন্যূনতম চাহিদার যে পূর্তি দরকার, তা আজও গ্যারান্টিযুক্ত হয়ে উতঠে পারেনি। আর, এজন্যে প্রকারান্তরে মানুষ নিজেই দায়ী একথাও অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। কারণ, মানুষের উক্ত ন্যূনতম চাহিদাগুলোর পূরণের জন্যে সর্বাগ্রে অপরিহার্য যুগোপযোগী ও নোতুন এক অর্থনৈতিক থিওরি ও তারই ভিত্তিতে প্রয়োজন সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। বস্তুত এছাড়া বিকল্প কোনো উপায় নেই। বর্তমানে পৃথিবীতে পুঁজিবাদ ও মার্কসবাদ দুটোই মানব সমাজের ক্ষেত্রে বর্জনীয় তত্ত্ব বলে প্রমাণিত হয়ে গেছে। তাই, এ দুই তত্ত্বেরই দিনও ফুরিয়ে গেছে।

প্যারাহবে পুঁজিবাদ তথা ধনতন্ত্র যে মানবতাবিরোধী তত্ত্ব, এর প্রমাণ মানব সমাজেই আমরা প্রত্যক্ষ করে চলেছি সমাজের বুকে ধনী ও দরিদ্রের আকাশচুম্বী বৈষম্য দেখে। আবার, মার্কসবাদও রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদেরই নামান্তরমাত্র। সুতরাং, এ দুয়েরই কোনোটাই মানব সমাজের হিতকর হয়ে উঠতে পারেনি, পারছে না আর পারবেও না। ধনতন্ত্র আর মার্কসবাদ তথা কম্যুনিজম বা সাম্যবাদ সম্পর্কে একালের মহান দার্শনিক ঋষি ও প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ্ শ্রী পি, আর, সরকার বলেছেন স্পষ্টভাষায় আজ থেকে আরো তিন দশক কাল আগেই— “ধনতন্ত্র ও সাম্যবাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। পৃথিবীর বুক থেকে আজ ধনতন্ত্র ও সাম্যবাদ মুছে যেতে বসেছে। মানব প্রগতির সার্বভৌমিক বিকাশের জন্যে ধনতন্ত্র এক অনুকূল দর্শন নয়। ... মার্কসবাদও কখনও সফল হতে পারবে না। মার্কসবাদ সমাজকে এক সর্বগ্রাসী গতিহীনতার স্তরে নিয়ে যেতে পারে মাত্র।....। ধনতন্ত্রে রয়েছে বাহ্যিক গতিহীনতা। কম্যুনিজমেও রয়েছে ব্যাপক ও গভীর পরিমাণে তার অন্তর্নিহিত স্থানুত্ব।...”

আমরা জানি, সারা পৃথিবী জুড়েই এক অর্থনৈতিক মন্দা বিরাজ করছে। দিনে দিনে এর মাত্রা কেবল বাড়ছে বৈ কমার লক্ষণ বোঝা যাচ্ছে না। আর পুঁজিবাদের করাল গ্রাসে গোটা মানব সমাজই তছনছ হয়ে চলেছে। বিশেষ করে পৃথিবীর দরিদ্র ও অনুন্নত আর উন্নয়নশীল তৃতীয় দুনিয়ার দেশ সমূহের ওপর মুষ্টিমেয় বিত্তশালীর দেশগুলোর নির্মম শোষণ ও অন্যায়মূলক জবরদস্তির কারণে মানুষের প্রগতি ও বৃদ্ধি দুই দিকই স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। কারণ, পুঁজিবাদী শোষণে অর্থ, বিত্তবানদের কুক্ষিগত হয়ে থাকে বলে সমাজে বিপুল পরিমাণে অর্থ অচল হয়ে থাকে বলে কর্মহীনতা, উৎপাদন হ্রাস, মুনাফাখোরি, মজুতদারি, কালোবাজারি, প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রীর দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি হতেই থাকে। আর এতে সাধারণ নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাবার ফলে তাদের নাভিশ্বাস প্রকট হতেই থাকে। আমাদের ভারতবর্ষ এর প্রকৃষ্ট নজির।

অপরদিকে, সাম্যবাদ তথা মার্কসবাদ যদি পুঁজিবাদের মত বৈয়ক্তিক উৎপাদন, সঞ্চয়, মুনাফাখোরি স্বীকার করে না, তবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিবর্তে যে রাষ্ট্রীয় মালিকানা মার্কসবাদে সীমিত, তারই ফলে শাসকগোষ্ঠীর হাতে সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকে বলেও ব্যক্তি-মালিকানার স্বীকৃতি বা অধিকার না থাকার ফলে সেক্ষেত্রেও সাধারণস্তরের মানুষ ও শ্রমজীবীরা বঞ্চিত ও শোষিত হয়েই থাকেন। অর্থাৎ, সমাজের যারা বেশীরভাগ মানুষ, গায়ে -গতরে খাটেন, কলে-কারখানায় ও দৈনন্দিন হাজিরার ময়দানে আর যারা নিম্ন আয়ের উপার্জনকারী তারা উভয় সম্প্রদায়ই শোষিত, বঞ্চিত, হতাশাগ্রস্ত, লাঞ্ছিত ও উপেক্ষিতই চিরকাল হয়ে যান। সমাজের, সভ্যতার, উন্নয়নের নির্যাসটুকু বা ক্রীমটুকু দুঃস্থ-দরিদ্র্যের পাতে পড়া তো দূরের কথা--- পুঁজিবাদী ও সাম্যবাদী তথা মার্কসবাদী সমাজব্যবস্থায় লোকসাধারণ তথা সর্বহারাদের (অর্থাৎ বিত্তহীনদের) গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থাটুকুও দিনের পর দিন হারিয়ে যেতে থাকে। বেশী দূর দূরান্তে না খুঁজতে গিয়ে আমাদের এই দেশ ভারত ও আমাদের রাজ্য ত্রিপুরার দিকে তাকালেই তো উপরিউক্ত মন্তব্যের জ্বলন্ত চিত্র আমরা চাক্ষুষ করতে পারি। তাই নয় কি? আর, এজন্যেই হয়তো শ্রদ্ধেয় এম, এন, রায় অশ্রদ্ধাভরে এই মন্তব্যটি করেছিলেন— “ধনতন্ত্র (পুঁজিবাদ) মানুষকে ভিখিরি বানায় আর সাম্যবাদ (মার্কসবাদ) সেই ভিখিরিকে পশুতে পরিণত করে।” সারা পৃথিবীর অর্থনৈতিক মন্দার কবল থেকে মুক্তি পেতে দফায় দফায় অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে বিভিন্ন বিশ্ব বৈঠক, ওয়ার্ল্ড সামিট ইত্যাদি। প্রায়ই অনুষ্ঠিত হতে শোনা যায় জি-৮, জি-৪, জি-জাতীয় আরো নানা প্রকোষ্ঠের আলোচনা- চক্রের বৈঠক আলোচনা ইত্যাদি। কিন্তু, যতদূর জানা গেছে, ওসবই নিষ্ফলা হয়েছে, কারণ কোন সূত্র থেকেই এমন কোন সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসেনি, যার সহায়তা নিয়ে অর্থনৈতিক মন্দা বা অচলাবস্থা থেকে মুশকিল আসান হতে পারে। অবশ্য আলোচনা, বৈঠক ইত্যাদিও নিষ্ফলা হতেই বাধ্য, কেননা ওদের আলোচনা ও মুক্তির উপায় বের করার তো সূত্র পূর্বোক্ত হয় ক্যাপিটালিজম নয়তো মার্কসইজম্ ধরেই এগুতে থাকে। আর উক্ত দুটোই তো এখন ভোঁতা-থিওরি হয়ে গেছে। তাহলে প্রশ্ন, কী উপায়? আপাতত না হয়, আমাদের ভারতের কথা দিয়েই ভাবা যাক। কেননা, ভারতের জন্যে যদি গ্রহণযোগ্য কোন একটা উপায় খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয় তবে আমরা ত্রিপুরাবাসীরাও সহজেই বেঁচে যেতে পারব। তখন না হয়, বিশ্ববাসীকে ডেকেই বলা যাবে যে, যদি অন্য কেউ আমাদের গৃহীত পথ অবলম্বন করে তা করতেও পারে। মহাজনোক্তি রয়েছে “আপনি আচরি...”। আরও বলা হয়ে থাকে— ‘লিভ্ অ্যান্ড লেট্ লিভ্’। তো আগে তো আমরা লিভিং হই, তারপর না হয়—।

মাত্র আজকের (১৩/০২/২০২৯ ইং) দৈনিক খবরের পৃষ্ঠায় কয়েকটি কথা চোখে পড়ল। অবাক হইনি, মোটেই, কেননা এমনটাই হবার কথা— অভাবিত কিছুই হয় নি। খবরে তুলে ধরা হয়েছে, ন্যাশনাল স্টেটে স্টিক্যাল অফিসের একটি রিপোর্ট। সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে—

গত জানুয়ারি মাসে দেশে মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে হয়েছে ৭.৫৯ শতাংশ, যা গত ৬ বছরে সর্বোচ্চ হার। পাঠকবর্গ তাহলে বুঝতেই পারছেন আমাদের দেশপ্রিয় বর্তমান মোদি জমানার ম্যাজিকও ক্যারিশমার বাহাদুরি। দেশে নোটবন্দী নীতি আয়োগ প্রবর্তন ইত্যাদি অনেক কিছুই করেছেন ভারতকে ডিজিটাল ইন্ডিয়া ও স্বচ্ছাভারত বানাতে চেয়ে। স্বচ্ছভারত হয়েই নাকি আচ্ছভারত হবার কথা। তো দেখা যাক, আরও কী কী পরিবর্তন ঘটে চলেছে। অবশ্যএ কথাটিও না বললে পূর্ণতা আসছে না। দেশে মুদ্রারস্ফীতি ঘটলেই তো মুদ্রা ব্যয়ের পথ ও খোলা রাখতে হয়। হয়তো সেজনেই আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই আমাদের রান্নার গ্যাসের দামও একলাফেই বাড়িয়ে দেওয়া হল সিলিগুড়ার প্রতি ১৪৯ টাকা। এতে মধ্যবিত্তদের পকেট কিঞ্চিৎ হাল্কা হবে ওজনে, যদিও নিম্নবিত্তের মাথার খুলিতে এসে আঘাতটি লাগার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। মাত্র কিছুদিন আগে পেঁয়াজ আর আলু নিয়ে যারপরনাই জেরবার হয়েছেন উক্ত নিম্নবিত্ত আর মধ্যবিত্তরা। খবরে আরও বলা হয়েছে দেশে শিল্প বিদ্যুতের চাহিদা হ্রাস পাবার কথা। বিদ্যুতের চাহিদা হ্রাস মানেই তো হচ্ছে শিল্প উৎপাদন সেক্টারে বৃদ্ধি হ্রাস পাচ্ছে। জানা যায় যে গত বছর থেকেই শিল্পক্ষেত্রের অন্ততঃ ৮টি সেক্টরে উৎপাদনহার নিম্নগামী হয়ে আসছে। ম্যানুফেকচারিং ক্ষেত্রেও বৃদ্ধিহার নেগেটিভ মাত্রায় চলে যায়। তাই শিল্পমহলকে ইতিবাচক বার্তা দিতে করপোরেট কর ছাড় ও শুল্কহ্রাসের সিদ্ধান্ত আগেই নেওয়া হয়েছে। দেশের কর্ম সংস্থানের হারও রীতিমত উদ্বেগজনক। এছাড়া দেশের আমদানী রপ্তানী খাতে বাণিজ্য ঘাটতিরও আভাস পাওয়া গেছে। বাণিজ্য মন্ত্রকের এক রিপোর্ট অনুযায়ী নভেম্বর মাসে আমাদানী কমেছে ১২ শতাংশ এর পরও আবার রপ্তানীর ক্ষেত্রেও ৩০টি কোর সেক্টরের মধ্য ১৭টি তেই রপ্তানী কমছে। ইতিমধ্যেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নীতি নির্ধারণ কমিটি বর্তমান আর্থিক বছরের দ্বিতীয়ার্ধের জিডিপির বৃদ্ধিহার কমিয়ে এনে আভাস দিচ্ছে ৫ শতাংশ যে ক্ষেত্রে আশা করা হয়েছিল এই হার হবে ৭ শতাংশ, যাহোক এখনকার এই মুদ্রাস্ফীতির হার কিন্তু অচিরেই দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির হার আরও বেড়ে যাবার সম্ভাবনাই প্রকট করে তুলেছে। এই অবস্থায় প্রশ্ন আসছে —কিংকর্ত্তব্যম্ অতঃপরং?

উল্লেখিত এই প্রশ্ন যতই কঠিন হোক, উত্তরটি কিন্তু অতিসহজ ও বিকল্পহীন একটিমাত্রই উত্তর। অর্থাৎ পুঁজিবাদ ও মার্কাবাদ এই উভয়ের খপ্পর থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতেই হবে—কোন উপায়ন্তর নেই। তাহলে, অর্থনীতির দিক নিয়ে গ্রহণীয় কী হবে? তাও সহজ উত্তরই বটে। দেশের অর্থনীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে “প্রগতিশীল সমাজতন্ত্র” অর্থাৎ গনতন্ত্র ও সাম্যবাদ যে ক্ষেত্রে জড়ে শিকড়েই বর্জন করতেই হবে সেক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে ফর্মুলামতে থিসিস ও এন্টি থিসিসের লব্ধফল সিন্থেসিস তথা সমাজতন্ত্র। আবার সমাজতন্ত্র বলতেও তথাকথিত শেডো থিওরিস্বরূপ বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ বা মার্কসীয় সমাজতন্ত্র বা সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের গলতন্ত্র মার্কা মিশ্র অর্থনীতিও নয়, আর মুক্তবাজার উদার অর্থনীতিও নয়। এসবগুলোই হচ্ছে মুখোসপরা পুঁজিবাদ অর্থাৎ নতুন মোড়কে মোড়কে একই পুঁজিবাদের বিভিন্ন রূপমাত্র তাই, গ্রহণ করতে হবে প্রগতিশীল রকমের সমাজতন্ত্র উল্লেখ্য যে এখানে প্রগতিশীল কথাটির উৎপর্য হচ্ছে যে যুগে যুগে সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সামরস্য বজায় রেখে এই থিওরির মৌলনীতি অপরিবর্তিত রেখে প্রয়োগ কৌশল বা পলিসি সাজিয়ে নিতে হবে।

এবারে প্রগতিশীল সমাজতন্ত্র প্রয়োগ করতে গিয়ে দেশের সমাজ ব্যবস্থারও খোল নলচে সবই আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হবে। তবেই একমাত্র উদ্ভুত মন্দা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় তথা অচলাবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব— নতুবা নয়। এক্ষেত্রে, আমাদের দেশের সঙ্গে এরাজ্যেরও নেতৃবর্গকে, চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান মানুষমাত্রকেই নোতুনভাবে ভাবতে হবে ও চিন্তায় কর্মে, ভাবে-বুদ্ধিতে, মনে-প্রাণে এগিয়ে আসতেই হবে যুগের প্রয়োজনে নোতুনকে বরণ করে নিতে ও পুরাতনকে বিদায় জানাতে।

আজকের এই আলোচনায় প্রগতিশীল সমাজতন্ত্র নিয়ে বিশদ ও বিস্তৃত আলোচনার আর অবকাশ রইল না। তাই, ইচ্ছা রইল পরবর্তী লেখার সংখ্যা সমূহে এ নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করার। তবে ‘‘সমাজতন্ত্র’’ কথাটি এসেছে ‘‘সমাজ’’ থেকে। তাই সমাজ কথাটিরও প্রকৃত তাৎপর্য আমাদের বিচার করে চলতে হবে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে— “সমানম্ এজাতি ইত্যর্থে সমাজ ঃ’। আর, সংস্কৃত এজ্-ধাতুর মানে হল— এগিয়ে চলা। তাই, সমাজ বলতে বোঝায় সবাইকে এক সঙ্গে নিয়ে চরম ও পরম লক্ষ্য তথা শ্রেয়ের পানে এগিয়ে চলা। এক্ষেত্রে কেউ একজনও যাতে বাদ না পড়ে দৃষ্টি রাখতে হবে। তাই, প্রগতিশীল সমাজতন্ত্রে কার্লমার্কসের মতানুসারে বুর্জোয়া--- প্রলেতারিয়েৎ দ্বিভাজন হবে না; আবার, গণতন্ত্রের মতো “বহুজন হিতায় সুখায়চ” না হয়ে হতে হবে “সর্বজন হিতায়, সর্বজন সুখায় লোকল্যাণার্থম্ চ”।

দিল্লীর ‘রাজনৈতিক সংস্কৃতি’ ছড়াবে?

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়

রামলীলা ময়দানে ‘টিম কেজরিওয়াল’ যেদিন শপথ নিল, তার দু’দিন আগে ফাল্গুনের শুরু। ফাল্গুন---অর্থাৎ, বসন্তের নিয়ম মেনেই যেন হাড় কাঁপানো শীত ক’দিন আগেই দিল্লীকে ‘বাই বাই’ করে নিরুদ্দেশ।ঝকঝকে রোদ্দুর উঠছে ফি-দিন। মিহি ও আরামদায়ক মিঠে কড়া তাপ মখমলের মতো মোলায়েম। ঋতু বদলের সেই সন্ধিক্ষণে রামলীলা ময়দান থেকে অন্য এক বাতাস সেদিন বয়ে গেল। দিল্লীবাসী তো বটেই, সারা দেশের মানুষ শুনল অন্য এক রাজনীতির পদধ্বনি। অরবিন্দ কেজরিওয়াল বুঝিয়ে দিলেন, প্রথার বাইরে বেরিয়ে অন্য এক রাজনৈতিক সংস্কৃতি তিনি রচনা করতে চান, যেখানে দেশ থাকবে, দ্বেষ নয়। প্রতিযোগিতা থাকবে, সংঘাত নয়। সবাই কাছে থাকবে, কেউ ব্রাত্য নয়। আন্তরিকভাবে রূপায়ণ করবেন প্রকৃত অর্থে ‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস’। কেজরিওয়ালের ভাষণ শুনতে বড় ভাল লাগছিল।এর একটা কারণ, নির্বাচনী প্রচারের তিক্ততা। দিল্লী ভোটের প্রচার এবারের মতো এত খারাপ আগে কখনও হয়নি। এত কুকথা, হিংসায় এত প্ররোচনা, এত প্রবল বিদ্বেষ এত বিষ আগে ঝরতে দেখিনি। ‘দেশদ্রোহী’দের সবক শেখাতে ‘দেশপ্রেমী’দের এমন উন্মত্ত দাপাদাপিও অগে অদৃশ্য ছিল। কেজরিওয়ালের কথা সেই কারণে মধুর মতো ঠেকছিল। তিন বলছিলেন, ‘ভোট শেষ হয়ে গিয়েছে আপনারা কেউ বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন। কেউ কংগ্রেসকে। কেউ আমাদের। আজ ভোট শেষে আমরা কিন্তু সবাই এক পরিবারের সদস্য। সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছি। প্রচারে কে কী বলেছেন ভুলে গিয়েছি। এখন থেকে আমি সবার মুখ্যমন্ত্রী। সব ধর্মের, সব জাতের, সব দলেব, সব ধনী ও সব দরিদ্রের’

শুনতে শুনতে সারদা মায়ের সেই বাণী মনে পড়ে যাচ্ছিল ‘আমি সতেরও মা, অসতের মা’! ভাবছিলাম, বহুশ্রুত ‘সবাকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস’ স্লোগান এবার সত্যাসত্যের কষ্ঠিপাথরে যাচাই হওয়ার অপেক্ষায় হাজির।

এবার পরীক্ষা কেজরিওয়ালের। সেদিন কেজরিওয়াল বড় মুখ করে রাজনীতির এক ‘নতুন দিগন্ত’ শুরু করার কথা বারবার শোনালেন। সেই রাজনীতি,যা ‘জনমুখী’। তাঁর নিজের কথা যা ‘কেজরিওয়াল মেডেল অফ গভর্ন্যান্স’। এ নিয়ে বহু কথা তাঁকে শুনতে হয়েছে। অর্থনীতিবিদরা বলেছেন, দান-খয়রাতির রাজনীতি হল বাজে অর্থনীতি। তারই ব্যাখ্যায় যেন কেজরিওয়ালের দর্শনে সেদিন উদিত হলেন রবীন্দ্রনাথ। সারা জীবন দিল আলো সূর্য গ্রহ চাঁদ..........’ এর রেশ ধরে কেজরিওয়াল বললেন, ‘‘এই পৃথিবীতে ঈশ্বর আমাদের কত কিছুই বিনা পয়সায় দিয়ে যাচ্ছেন। মায়ের ভালবাসাও তো বিনা মূল্যের দিল্লীবাসীর প্রতি আমার ভালবাসা এবং আমাকে দিল্লীর মানুষ যে ভালবাসা দিচ্ছেন, তাও মূল্যহীন। সরকারি স্কুলের ছাত্রদের কাছ থেকে বেশি ‘ফি’ আমি নিতে পারব না। গরিবদের কাছে বেশি দামে জল বিদ্যুৎ বিক্রি করতে পারব না। নিলে লজ্জার শেষ থাকবে না।”

প্রচারে উন্নয়নের এই রাজনীতিকে কেজরিওয়াল টেনে এনেছেন বেশ ভাবনাচিন্তা করেই। বিজেপির ‘হিন্দু জাতীয়তাবাদী’ রাজনীতির সঙ্গে টক্কর না দিয়ে উন্নয়নের রাজনীতিতে আঠার মতো আটকে থেকে লাভের সবটুকু গুড় তিনি চেটেপুটে খেয়েছেন। এই সঙ্গে ঘটে গিয়েছে তাঁর বোধোদয়। সংঘাতের রাজনীতি ছেড়ে তাই হাঁটতে চাইছেন সহযোগিতার রাস্তায়। তিনি বুঝেছেন, সংঘাত ঝুলি ভরায়নি।

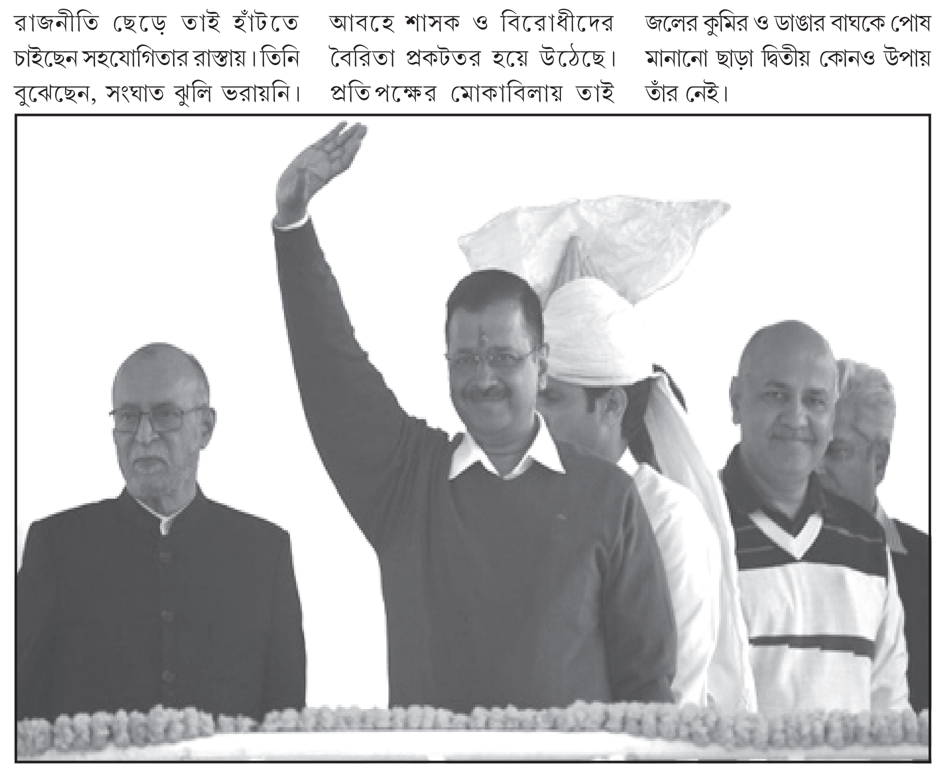

ভরাবেও না। ঝুলি ভরিয়েছে সংহতি ও আন্তরিকতা। দিল্লীর জনবৈচিত্র ও চাহিদা অন্য সব রাজ্যের চেয়ে কেন আলাদ সেই দাবি পূরণের ইতিকার্তব্য কী, এবারের ভোট সেই শিক্ষায় কেজরিওয়ালকে শিক্ষিত করেছে। রামলীলা ময়দান তাই সাক্ষী থাকল নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতির ।

রাজনীতির এই নতুন ধারা,যা কিনা কেজরিওয়ালের কাছে ‘নতুন দিগন্ত’, কতদিন টিকে থাকবে বলা কঠিন। কিন্তু তাই বলে চেষ্টার অবধি রাখেননি। শপথ গ্রহণের সবচেয়ে বড় চমকটা সম্ভবত ছিল বিরোধী দলের একজন মুখ্যমন্ত্রীকেও আমন্ত্রণ না জানানো। বেশ কিছু কাল ধরে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক আবহে শাসক ও বিরোধীদের বৈরিতা প্রকটতর হয়ে উঠেছে। প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় তাই প্রাধান্য পাচ্ছে একতার বিজ্ঞাপন। লোকসভা নির্বাচন থেকে একের পর এক রাজ্য বিধানসভার ভোটে হাত ধরাধরি বিরোধী ঐক্যের যে ফ্রেম চোখ সওয়া হয়ে গিয়েছিল এই প্রথম সেখান থেকে বের হযে এলেন কেজরিওয়াল, সব জল্পনা দূর করে তিনি জানিয়ে দিলেন, কোনও বিরোধী মুখ্যমন্ত্রীকে রামলীলাল ময়দানের নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হচ্ছে না। আমন্ত্রিত শুধু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কেন শুধু ওই দু’জন ? সংঘাতের রাজনীতি ছেড়ে সহযোগিতার রাজনীতিকে আঁকড়ে ধরাই ওই সিদ্ধান্তের উত্তর। তিনি বুঝেছেন, জলে তাঁকে নামতেই হবে। ডাঙাতেও উঠতে হবে। অগত্যা জলের কুমির ও ডাঙার বাঘকে পোষ মানানো ছাড়া দ্বিতীয় কোনও উপায় তাঁর নেই।

এই ‘মেটারপসিস’ বা রূপান্তর কিন্তু আচমকা নয়। এর ইঙ্গিত কেজরিওয়াল ভোটেরবেশকয়েক মাস আগে থেকেই দিতে শুরু করেন। কাশ্মীরের ৩৭০ অনুচ্ছেদ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা তিনি করেননি। ‘সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন’-কেও (সিএএ) সমর্থন করেছেন। ‘সিএএ’ ও ‘এনআরসি’-র বিরুদ্ধে শাহিনবাগের আন্দোলন আন্তরিকভাবে সমর্থন করলেও, সশরীরে হাজির না হয়ে, উন্নয়নের রাজনীতিতে স্থিত থেকেছেন। কুশলী রাজনীতি। বিজেপির উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের মোকাবিলা করা যে চাট্টিখানি কথা নয়, বিভিন্ন নিরিখে ‘হীনবল’ কেজরিওয়াল তা উপলব্ধি করেছিলেন। নিজের শর্ত নিজে ঠিক করে তাই থাঁর আসরে নামা। জেতার পর সেই উপলব্ধিই এখন তাঁর পাথেয়।

দিল্লী ‘রাজ্য’, অথচ সেই অর্থে ‘রাজ্য’ নয়। কেজরিওয়াল ‘মুখ্যমন্ত্রী’ কিন্তু ‘অবলম্বনহীন’ নন।কেন ও কী কারণে---নতুন করে তা বলার প্রয়োজন নেই। ‘রাজধানী রাজ্য’ দিল্লীর বিশেষ চরিত্রের কথা সকলেরই জানা। এই ‘রাজ্য’ মানুষজনের শ্রেণিগত চরিত্র ও চাহিদার নানা ধরনের। কেজরিওয়ালের রাজনীতি সেটা বুঝেই। সাফল্য ও সেই কারণে। কিন্তু রামলীলা ময়দান থেকে ‘নয়া রাজনীতি’র শ্বেতশুভ্র যে ধ্বজা তিনি উড়িয়ে দিলেন, তা অন্যত্র সংক্রমিত হওয়া কঠিন। দেশের রাজনীতি অর্ধ শতক আগের মতো ‘ক্লাসিক্যাল’ থাকলে এরকম ছিল। কিন্তু দিন দিন তা যে রূপ ও আকার নিয়েছে, যেভাবে যেনতেন প্রকারণ ক্ষমতা দখলই হয়ে দাঁড়িয়েছে একমাত্র সত্য, তাতে কেজরিওয়ালের ওড়ানো পতাকার ফর্দাফাঁই হওয়া স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। ভোট রাজনীতি উন্নয়নকেন্দ্রিক হোত, সংঘাতের বদলে সহযোগিতার হোক, বসন্তেরমতো ফুরফুরে হোক, এটুকু চাওয়াও এখন মনে হয় অনেক। (সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

প্রস্তুতি প্রায় শেষ, আগ্রায় ট্রাম্প দম্পতিকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত যোগী সরকার

লখনউ, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): আগামী ২৪-২৫ ফেব্রুয়ারি দু'দিনের জন্য ভারত সফরে আসছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পঊ ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গেই ভারতের আসছেন আমেরিকার ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পঊ ভারত সফরে এসে 'তাজনগরী' আগ্রায় যাওয়ার কথা রয়েছে ট্রাম্প দম্পতিরঊ ট্রাম্প ও মেলানিয়াকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে যোগী আদিত্যনাথ সরকারঊ ট্রাম্প দম্পতি যাতে কোনও দিনও 'তাজনগরী' সফরের কথা ভুলতে না পারেন, সেই প্রচেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছে যোগী আদিত্যনাথ সরকার।

৬ হাজার পুলিশ কর্মীর পাশাপাশি এনএসজি-এটিএস মোতায়েন থাকবে

প্রশাসন সূত্রের খবর, আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সুরক্ষায় কোনও খামতি থাকবে নাঊ ইতিমধ্যেই আগ্রায় ডিউটিতে পাঠানো হয়েছে বরেলি পুলিশ এবং পিএসি বম্ব স্কোয়াডকেঊ নিরাপত্তার জন্য মোতায়েন করা হবে ৬ হাজার পুলিশ কর্মীঊ মোতায়েন থাকবে এনএসজি এবং এটিএস।

স্বাগত জানাবেন যোগী আদিত্যনাথ

আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৪.১৫ মিনিট নাগাদ আগ্রায় আসবেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পঊ ট্রাম্পের সঙ্গেই তাজনগরীতে আসবেন তাঁর স্ত্রী মেলানিয়া ট্রাম্পঊ বিশেষ অতিথিদের স্বাগত জানাবেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

ডায়না সিটকে মজবুত করতে ব্যস্ত এএসআই

এএসআই টিম তাজমহলের মূল গম্বুজের উপর থেকে পাথর সাফাই করার কাজ করছেঊ একইসঙ্গে ডায়না আসন এবং সেন্ট্রাল ট্যাঙ্কে সঙ্গমরমরের মধ্যবর্তী জয়েন্টগুলিতে সাদা সিমেন্ট দেওয়া হচ্ছে। নিরাপত্তা এজেন্সির সঙ্গে সমন্বয় রেখে আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সমস্ত কাজ শেষ করা হবে।

স্বচ্ছ-পরিষ্কার দেখা যাবে যমুনাকে

তাজমহল দর্শনের সময় যমুনার স্বচ্ছ-পরিষ্কার জলও দেখতে পারবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। প্রশাসন সূত্রের খবর, ট্রাম্পের আগ্রা সফরের কথা মাথায় রেখে হরিদ্বার-বুলন্দশহর থেকে ৫০০ কিউসেক গঙ্গা জল ছাড়া হবে।

শিশুদের পাশাপাশি শিল্পীরা স্বাগত জানাবেন

আমেরিকার রাষ্ট্রপতির কনভয় ১২ মিনিটে ১৫ কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে খেরিয়া থেকে তাজমহল পর্যন্ত পৌঁছবে। সেই সময় ২৬ হাজার শিশু ভারত ও আমেরিকার পতাকা হাতে নিয়ে ট্রাম্প দম্পতিকে স্বাগত জানাবেঊ চৌরাস্তায় ৩০০০ নৃত্যশিল্পী নাচের মাধ্যমে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ও ফার্স্ট লেডিকে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করাবেন।

একহাজার জলাভূমিকে সংরক্ষিত করবে কেন্দ্রীয় সরকার

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আগামী পাঁচ বছরে ১০০০ জলাভূমি চিহ্নিত করে সেগুলিকে সংরক্ষিত করবে কেন্দ্রীয় সরকার। দেশের প্রতিটি জেলা থেকে দুইটি জলাভূমি চিহ্নিত করে সেগুলিকে রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় সংরক্ষিত করা হবে।

জাতীয় জলাভূমি প্রকল্পকে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের প্রতিটি জেলায় নিয়ে যেতে চাইছে। এর আগে এই বিষয়ে একশো দিনের কাজের অন্তগর্ত ১৩০টি জলাভূমিকে চিহ্নিত করে পাইলট প্রজেক্ট চালানো হয়েছিল। এবার ১৩০ থেকে সে সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০০০।

উল্লেখ করা যেতে পারে মানবজাতির অস্তিত্বের জন্য জলাভূমি সংরক্ষণ একান্ত জরুরি। স্বচ্ছ পানীয় জলকে পরিষ্কার রাখা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, কার্বন শুষে নেওয়া, ভূগর্ভস্থ জলের মাত্রা বজায় রাখা, জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে জলাভূমিগুলি। শহরে তৈরি হওয়া বর্জ্যকে প্রাকৃতিক ভাবে শোধন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে জলাভূমির।

এখনও পর্যন্ত যা পরিসংখ্যান রয়েছে তাতে সব থেকে বেশি জলাভূমি রয়েছে উত্তরপ্রদেশে। সেখানে জলাভূমির সংখ্যা ১৩, জম্মু ও কাশ্মীরে ১২, গুজরাটে ৮, কর্ণাটকে ৭ এবং পশ্চিমবঙ্গে ৬টি রয়েছে। কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে দেশের মধ্যে থাকা ২ লক্ষ থেকে বেশি জলাভূমিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। যা নিয়ে তৈরি হয়েছে রাষ্ট্রীয় জলভূমি মানচিত্র।

সিএএ-র প্রতিবাদে সরব হচ্ছে কলকাতার যৌনকর্মীরা

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): এবার এনআরসি ও সিএএ-র প্রতিবাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে ১০ হাজার পোস্ট কার্ড পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল যৌনকর্মীরাঊ তাঁদের সই করা প্রায় ১০ হাজার পোস্টকার্ড তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠাতে চায়।

অনেকদিন থেকেই এনআরসি ও সিএএ-র প্রতিবাদে পথে নেমেছে কেন্দ্র বিরোধী দলগুলিঊ এবার এই প্রতিবাদে সামিল হল যৌনকর্মীরাঊএকইসঙ্গে কেন্দ্র সরকারের প্রস্তাবিত ট্রাফিকিং বিলটির প্রতিবাদও জানাবেন তাঁরাঊ সম্প্রতি সোনাগাছিতে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে এনআরসি ও সিএএ নিয়ে আলোচনা হতেই তাঁরা এই চিঠি লেখার সিদ্ধান্ত নেয়ঊ অল ইন্ডিয়া নেটওয়ার্ক অফ সেক্স ওয়ার্কার্স সংগঠনের সভাপতি জানান, "এনআরসি, সিএএ ও ট্রাফিকিং বিল নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমরা এর প্রতিবাদ করছি। যৌনকর্মীদের যাতে এনআরসি ও সিএএ-র আওতার মধ্যে রাখা না হয় তার জন্য আবেদন জানাব।

উল্লেখ্য, ওই সেমিনারে ১৬টি রাজ্যের প্রায় ৮০ টি সংগঠনের যৌনকর্মী, চিকিৎসক ও স্বেচ্ছাসেবীরা অংশগ্রহণ করেন।

জেএনইউ দেশদ্রোহিতা মামলা : এক মাসের মধ্যে দিল্লি পুলিশকে স্ট্যাটাস রিপোর্ট দাখিল করতে নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ)-এ ২০১৬ সালের দেশদ্রোহিতা মামলায় দিল্লি পুলিশকে আগামী এক মাসের মধ্যে স্ট্যাটাস রিপোর্ট দাখিল করতে নির্দেশ দিয়েছে দিল্লির পাটিয়ালা হাউস কোর্টঊ এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে আগামী ৩ এপ্রিলঊ বুধবার শুনানির সময় দিল্লি পুলিশের পক্ষ থেকে আদালতে জানানো হয়, দিল্লি সরকার এখনও পর্যন্ত এই মামলায় কোনও অনুমোদন দেয়নিঊ এরপর দিল্লি পুলিশকে আদালত নির্দেশ দিয়েছে, এ ব্যাপারে যেন দিল্লি সরকারকে পুনরায় অবগত করা হয়।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ১১ ডিসেম্বর এই মামলার শুনানি পিছিয়ে দিয়েছিল আদালতঊ তখন তদন্তকারী অফিসার আদালতে জানিয়েছিলেন, এই মামলা অনুমোদন সংক্রান্ত ফাইল দিল্লি সরকারের কাছে আটকে রয়েছেঊ তার আগে ২৫ অক্টোবর দিল্লি সরকারের আইনজীবী আদালতে বলেছিলেন, এই মামলা এখনও স্থগিত রয়েছেঊ তখন এই মামলার তদন্তকারী অফিসারদের তলব করেছিল আদালতঊ প্রসঙ্গত, ২০১৬-র ৯ ফেব্রুয়ারি দিল্লির জওহরলাল নেহরু (জেএনইউ) চত্বরে সংসদ হামলার দোষী আফজল গুরুর সমর্থনে এক সভার আয়োজন করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ততালীন ছাত্রনেতা কানহাইয়া কুমার, উমর খালিদেরাঊ অভিযোগ ওঠে, ওই সভায় দেশ বিরোধী স্লোগান দেন কানহাইয়া কুমারঊ ওই ঘটনায় দেশ জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে।

বুধবার আগরতলায় রান ফর ইন্ডিয়া টি। চায়ের প্রচারে হাটলেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ সহ অন্যান্য। ছবি- নিজস্ব।

কেওড়াতলা মহাশ্মশানে তারকাদের চোখের জলে, গান স্যালুটে শেষ বিদায় তাপস পালের

কলকাতা, ১৯ ফ্রেবুয়ারি (হি.স.) : চির বিদায় সাহেবেরঊ কেওড়াতলা মহাশ্মশানে গান স্যালুটে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হল অভিনেতা তাপস পালেরঊ টলিউডের কলাকুশলী থকে রাজনৈতিক মহলের চোখের জলে বিদায় নিলেন অভিনেতা ঊ জনজোয়ারে চির বিদায় অভিনেতার।এদিন গল্ফগ্রিনের বাড়ি থেকে মরদেহ প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় টেকনিশিয়ান স্টুডিয়োতে ঊ তারপর রবীন্দ্রসদনে শায়িত রাখা হয় তাপস পালের মরদেহঊ সেখান থেকে কেওড়াতলা শ্মশানে নিয়ে যাওয়া দেহঊ সেখানে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়ঊমুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, মেয়র ফিরহাদ হাকিম সহ কয়েকজন তৃণমূল নেতা উপস্থিত ছিলেন অভিনেতার শেষকৃত্যঊ প্রয়াত অভিনেতাকে শ্রদ্ধা জানাতে রবীন্দ্র সদনে আসেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত বক্সী, নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। কেওড়াতলা মহাশ্মশানে উপস্থিত থাকতে দেখা যায় ফিরহাদ হাকিম, মালা রায়, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, সোহম চক্রবর্তীকে,অভিনেতা ভরত কল, অভিনেত্রী সুদীপ্তা চক্রবর্তী ছাড়াও আরও অনেকে ঊ প্রিয় অভিনেতাকে হারিয়ে শোকস্তব্ধ টলিপাড়াঊ কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা যায় ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়কেঊ প্রিয় অভিনেতাকে শেষবারের মতো একবার চোখের দেখা দেখার জন্য, রবীন্দ্র সদন থেকে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে ভেঙে পড়ে লোক।

গতকাল রাত প্রায় ৯টা নাগাদ মুম্বই থেকে কলকোতা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছায় তাপস পালের কফিনবন্দি দেহঊ বিমানে ছিলেন তাঁর স্ত্রী নন্দিনী পালঊ তাপস পালকে শ্রদ্ধা জানাতে বিমানবন্দরে এসেছিলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। প্রিয় অভিনেতাকে শেষবার দেখতে কলকাতা বিমানবন্দরের বাইরে ভিড় জমেছিল অনুরাগীদের।

মঙ্গলবার ভোর চারটে নাগাদ মুম্বইয়ের হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে জীবনাবসান হয়েছে প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ তথা অভিনেতা তাপস পালের। বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি ঊ মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে মুম্বই গিয়েছিলেন তিনি ঊ মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। মঙ্গলবার ভোররাতে বিমান ধরার আগেই বুকে ব্যথা অনুভব করেনঊ ভর্তি করা হয় হাসপাতালে ঊ রাখা হয় ভেন্টিলেশনেঊ মাঝে চিকিতায় সামান্য সাড়া দিলেও, ভোর চারটে নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেনঊ ৬১ বছর বয়সে মৃত্যু হল অভিনেতার।

১৯৫৮ সালের ২৯ শে সেপ্টেম্বর হুগলির চন্দননগরে জন্ম তাপস পালেরঊ ছোটবেলা থেকেই অভিনয়ের প্রতি আগ্রহ তাঁর ঊ কলেজে পড়াকালীন নজরে পড়েন পরিচালক তরুণ মজুমদারেরঊ বাংলায় তখন নতুন কালের সুচনা। সাল ১৯৮০ ঊ চলচ্চিত্র জগত হারিয়েছে মহানায়ককেঊ মাত্র ২২ বছর বয়সে মুক্তি পায় অভিনেতার প্রথম ছবি 'দাদার কীর্তি' ঊ ছবিতে তাঁর বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন মহুয়া রায় চৌধুরী।সেখান থেকেই পথ চলা শুরু অভিনেতা তাপস পালেরঊ এরপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে।

একের পর এক হিট ছবি উপহার দিয়েছেন দর্শকদেরঊউল্লেখযোগ্য ছবি গুলির মধ্যে সাহেব, যে যার প্রিয়, অনুরাগের ছোঁয়া, পারাবত প্রিয়া, ভালোবাসা ভালোবাসা, গুরুদক্ষিণা, ৮.০৮-এর বনগাঁ লোকাল ছাড়াও আরও অনেক ছবি।

শুধু টলিউড নয় বলিউডেও পা রাখলেন অভিনেতাঊ 'অবোধ' সিনেমা দিয়ে হিন্দি ছবিতে পা তারঊ এই ছবিতে তাপস পালের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন মাধুরী দীক্ষিত। এটি ছিল মাধুরীর প্রথম ছবি।সাহেব ছবির জন্য ফিল্ম ফেয়ার অ্যাওয়ার্ড পান ১৯৮১ সালে অভিনেতা ।

রাকেশ আস্থানা প্রসঙ্গে সিবিআইকে কটাক্ষ আদালতের

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : দিল্লি রাউস অ্যাভিনিউ কোর্ট সিবিআইয়ের প্রাক্তন স্পেশ্যাল ডিরেক্টর রাকেশ আস্থানাকে লাই ডিটেক্টর টেস্ট না করার জন্য সিবিআইকে ভৎর্সনা দিয়েছে। এদিন এই মামলার প্রাক্তন তদন্তকারি আধিকারিক অজয় কুমার বসিকে হাজিরা দেওয়ার দিয়েছে আদালত। ২৮ ফেব্রুয়ারি তাঁকে আদালতে পেশ হতে হবে।

এদিন আদালত জানায় এই মামলর প্রাক্তন তদন্তকারি আধিকারিক অজয় কুমার বসিকে তলব করা হচ্ছে। রাকেশ আস্থানাকে কেন লাই ডিটেক্টর টেস্ট করা হল না, তা নিয়ে সিবিআইকে ভৎসনা করে আদালত। সোমেশ প্রসাদের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত কেন করা হয়নি বলে সিবিআইয়ের কাছে জানতে চায় আদালত। পাশাপাশি তদন্তে সহযোগিতা না করার জন্য কেন এখনও সোমেশ প্রসাদকে গ্রেফতার করা হল না, তাও জানতে চাওয়া হয়েছে। এই মামলায় অভিযুক্ত বড় মাথারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। উল্লেখ করা যেতে পারে গত ১১ ফেব্রুয়ারি আদালতে চার্জশিট পেশ করে সিবিআই। সেই চার্জশিটে রাকেশ আস্থানা এবং ডিএসপি দেবেন্দ্র কুমারকে ক্লিনচিট দেয়।

২০০৪ অমৃতসর গণ আত্মহত্যা মামলা : প্রাক্তন ডিআইজি-সহ ৫ জনকে ৮ বছরের কারাদণ্ড

অমৃতসর, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): অমৃতসর গণ আত্মহত্যা মামলায় (২০০৪) ৮ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল প্রাক্তন ডিআইজি কুলতার সিং এবং আরও ৪ জনকেঊ বুধবার সাজা ঘোষণা করেছেন অতিরিক্ত দায়রা আদালতের বিচারপতি সন্দীপ সিং বাজওয়াঊ প্রাক্তন ডিএসপি হরদেব সিংকে ৪ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে।

২০০৪ সালে অমৃতসরে গণ আত্মহত্যা করেছিলেন একই পরিবারের ৫ জন সদস্যঊ সেই মামলায় বুধবার প্রাক্তন ডিআইডি-সহ ৫ জনকে ৮ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছেঊ প্রাক্তন ডিআইজি কুলতার সিংকে ২৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে এবং প্রাক্তন ডিএসপি হরদেব সিংকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছেঊ ২০০৪ সালের ৩১ অক্টোবর আত্মঘাতী হয়েছিলেন হরদীপ সিং, তাঁর স্ত্রী, মা এবং দম্পতির দুই সন্তানঊ তাঁরা যখন আত্মঘাতী হয়েছিলেন সেই সময় এসএসপি ছিলেন কুলতার সিংঊ সুইসাইড নোটে ওই পরিবার দাবি করেছিল, পুলিশের চাপেই তাঁরা আত্মঘাতী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

অরুণাচলে ভয়ংকর সড়ক দুর্ঘটনা, এক শিশু, দুই মহিলা-সহ হত ছয়, সংকটজনক পাঁচ

নামসাই (অরুণাচল প্রদেশ), ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বিয়ে বাড়িতে রাতের আহার খেয়ে বাড়ি ফেরার পথে এক ভয়ংকর সড়ক দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক শিশু, দুই মহিলা-সহ ছয়জনের। ঘটনা মঙ্গলবার মধ্যরাতে অরুণাচল প্রদেশের নামসাই জেলার জয়পুরে সংঘটিত হয়েছে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, অরুণাচল প্রদেশের নামসাই জেলার জয়পুর এলাকার হাবিগ্রামের এক বিয়েবাড়িতে নৈশভোজের নিমন্ত্রণ পেয়ে এএস ০১ এইচ ৮৫৫৫ নম্বরের স্যান্টো কারে চেচিং উইংক গ্রাম থেকে ঘনিষ্ঠজনদের নিয়ে গিয়েছিলেন বাড়ির কর্তা। রাতের খাবার খেয়ে গাদাগাদি করে মোট ১১ জন কারে চড়ে চেচিং উইংক গ্রামে নিজেদের বাড়ি ফিরছিলেন। কিন্তু জেলার জয়পুর এলাকায় জাতীয় সড়কে রাস্তার পাশে দণ্ডায়মান একটি টাটা ডিআই গাড়িতে সামনে থেকে সজোরে ধাক্কা মারে স্যান্টো গাড়টি। প্রচণ্ড সংঘর্ষে স্যান্টোর শিশু---মহিলা-সহ ছয়জনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। বাকি পাঁচজনকে নিয়ে যাওয়া হয় নামসাই হাসপাতালে। তাদের সকলের অবস্থা সংকটজনক বলে সেখান থেকে সীমান্তবর্তী অসমের ডিব্রুগড়ে আসাম মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালে রেফার করা হয়।

শেষরক্ষা হল না ! মুম্বই শহরতলিতে নর্দমায় পড়ে যায় তরুণীর মৃত্যু

মুম্বই, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শেষরক্ষা হল না, মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন মুম্বই শহরতলিতে নর্দমায় পড়ে যায় তরুণীঊ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উত্তর মুম্বইয়ের শহরতলি আন্ধেরি পশ্চিমের আদর্শ নগরে খোলা মুখ নর্দমায় পড়ে যান বছর ১৯-এর একজন তরুণীঊ সন্ধ্যা ৭.৪৫ মিনিট নাগাদ আদর্শ নগরের (ওশিওয়ারা) মেগা মলের কাছে নর্দমায় পড়ে যান ওই তরুণীঊ ততণাতঊদ্ধারকাজ চালায় দমকল এবং পুলিশঊ কিন্তু, প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয়নি ওই তরুণীকেঊ দীর্ঘ ৭ ঘন্টা উদ্ধারকাজ চালানোর পর বুধবার ভোররাত ৩.২০ মিনিট নাগাদ ওই তরুণীকে খুঁজে পাওয়া যায়।

নর্দমা থেকে বের করার পর তরুণীকে নিয়ে যাওয়া হয় নিকটবর্তী শতাব্দী হাসপাতালেঊ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিতকরা ওই তরুণীকে মৃত বলে ঘোষণা করেনঊ মৃত তরুণীর নাম হল-কোমল জয়রাম মণ্ডল (১৯)ঊ মর্মান্তিক এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশঊ নর্দমার মুখ কেন খোলা ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ফের সাফল্য সুরক্ষা বাহিনীর, দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামায় এনকাউন্টারে খতম ৩ জন সন্ত্রাসবাদী

শ্রীনগর, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গি-দমন অভিযানে পুনরায় সাফল্য পেল সেনাবাহিনী, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিয়ারপিএফ) এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি)ঊ দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার ত্রালে যৌথবাহিনীর সঙ্গে গুলি বিনিময় চলাকালীন খতম হয়েছে ৩ জন সন্ত্রাসবাদীঊ নিহত সন্ত্রাসবাদীদের নাম হল-জাঙ্গির রফিক ওয়ানি, রাজা উমর মকবুল এবং উজাইর আমিন ভাট। নিহত সন্ত্রাসবাদীরা নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন "আনসার গাজওয়া উল হিন্দ"-এর সক্রিয় সদস্য ছিল।

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের ঊর্ধতন এক কর্তা জানিয়েছেন, গোয়েন্দা সূত্রে খবর পাওয়া যায় দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার ত্রাল এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদীঊ গোয়েন্দা সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে মঙ্গলবার গভীর রাতে ত্রাল এলাকায় জঙ্গি নিকেশ অভিযান চালায় সেনাবাহিনী, সিআরপিএফ এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি)।

রাতের অন্ধকারে গোটা এলাকা ঘিরে চিরুনি তল্লাশি চালানো হয়। ত্রাল এলাকায় চিরুনি তল্লাশি চলাকালীন নিরাপত্তা বাহিনী এবং সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে এলোপাথাড়ি গুলির লড়াই শুরু হয়ঊ দীর্ঘক্ষণ গুলির লড়াই শেষে খতম হয়েছে ৩ জন সন্ত্রাসবাদী। গুলির লড়াই থেমে যাওয়ার পর এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ।

করোনা-হানায় হংকংয়ে দ্বিতীয় মৃত্যু, দক্ষিণ কোরিয়ায় সংক্রমিত আরও ১৫ জন

হংকং, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মারণ-করোনাভাইরাসের হানায় হংকংয়ে প্রাণ হারালেন আরও একজন। হংকংয়ে এবার করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ৭০ বছর বয়সী একজন বৃদ্ধ। প্রিন্সেস মার্গারেট হাসপাতালের মুখপাত্র জানিয়েছেন, করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৭০ বছর বয়সী একজন বৃদ্ধের।

দক্ষিণ কোরিয়াতেও হু হু করে ছড়িয়ে পড়ছে করোনাভাইরাস। দক্ষিণ কোরিয়াতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন আরও ১৫ জন। সবমিলিয়ে এখনও পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ায় করোনা-হানায় আক্রান্তের সংখ্যা ৪৬। সিঙ্গাপুরেও করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৮০ ছাড়িয়ে গিয়েছে।

অনুমোদন সরকারের, ফের এনডিএমএ-র সদস্য নিযুক্ত কমল কিশোর

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় সরকারঊ ফের ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি (এনডিএমএ)-র সদস্য নিযুক্ত হলেন কমল কিশোর। ৫ বছরের জন্য নতুন মেয়াদে নিযুক্ত করা হয়েছে কমল কিশোরকে। এনডিএমএ-তে যোগ দেওয়ার প্রাক্কালে রাষ্ট্রপুঞ্জের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি (ইউএনডিপি)-র সঙ্গে দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে দিল্লি, জেনেভা এবং নিউইয়র্কে কাজ করেছিলেন কমল কিশোর।

কমল কিশোর ছাড়াও বুধবার আরও বেশ কয়েকজনকে ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি (এনডিএমএ)-র সদস্য নিযুক্ত করা হয়েছেঊ তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কৃষ্ণা ভাতসা (নীতি উপদেষ্টা, ডিজাস্টার রিকভারি, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, ইউএনডিপি), রাজেন্দ্র সিং (প্রাক্তন ডিজি, উপকূলরক্ষী বাহিনী) এবং লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) সৈয়দ আতা হাসনাইন।

আদর্শ হাসপাতাল, ছয়জন ডাক্তার থাকার কথা নেই একজনও, চিকিৎসা পরিষেবা-বঞ্চিত দুল্লভছড়ার অর্ধলক্ষাধিক মানুষ

দুল্লভছড়া (অসম), ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার রাতাবাড়ি থানার অন্তর্গত দুল্লভছড়া এলাকার অর্ধ লক্ষাধিক জনতার চিকিৎসা পরিষেবার একমাত্র অবলম্বন দুল্লভছড়া মডেল হাসপাতাল। গগনচুম্বি ত্রিতল বিশিষ্ট সুবিশাল ভবনটি এলাকার শোভা বর্ধন করলেও সরকারি অর্থে নির্মিত হাসপাতাল থেকে ন্যূনতম পরিষেবা পাচ্ছেন না দুল্লভছড়ার মানুষ। কাগজেপত্রে ছয় জন ডাক্তার থাকার কথা, অথচ একজনও নেই। অবস্থান ধরনার পর গতকাল একজন ডাক্তার এসেছিলেন, নাম ডা. জমিল আহমেদ বড়ভুইয়াঁ। কিন্তু নানা অজুহাত প্রদর্শন করে সপ্তাহে একদিন এসে দিনে দিনে কর্তব্য সম্পাদন করে এদিনই বিকেলের দিকে দুল্লভছড়ার বাইরে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দূরে কাছাড় জেলার শিলচরে তাঁর বাড়ি চলে যান। বিস্মকরভাবে সপ্তাহে একদিন এসে তাঁর উপস্থিতির খাতায় গোটা সপ্তাহের দস্তখত দেন বলে বিস্তর অভিযোগ।

জাতি ও জনগোষ্ঠীর বাস বৃহত্তর দুল্লভছড়ায়। নানা জাতি-জনগোষ্ঠীর বাসস্থান দুল্লভছড়া এলাকার পরিচয় মিনি ভারতবর্ষ। মিজোরাম সীমান্ত পর্যন্ত পাহাড়ি দুর্গম অঞ্চলে বসবাসরত বিভিন্ন উপজাতি, হিন্দু বাঙালি, মুসলমান বাঙালি, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি, মেইতেই মণিপুরি, চা জনজাতি, হিন্দিভাষী জনগণ-সহ অর্ধ লক্ষাধিক জনতার একমাত্র ভরসাস্থল দুল্লভছড়া মডেল হসপিটাল। গরিব জনগণের উন্নতমানের চিকিৎসা পরিষেবা দিতে সরকার দুল্লভছড়া মিনি হসপিটালটিকে মডেল হসপিটালে উন্নীত করছিল। বিশাল সংখ্যক জনগণের চিকিৎসা পরিষেবার জন্য সরকার এই হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগে ছয় জন চিকিৎসককে নিয়োগ করেছে। কিন্তু বিস্ময়কর এবং এলাকার জনগণের দুর্ভাগ্য হাসপাতালে খাতায় ছয়জন চিকিৎসক নিয়োজিত থাকলেও বাস্তবে একজন চিকিৎসককেও পাওয়া যায় না। দুজন ফার্মাসিস্ট, ছয়জন জিএনএম, চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী রয়েছেন ছয়জন। সরকার কর্তৃক নিয়োজিত এই সকল কর্মচারীরা প্রতি মাসে নিয়মিত মাসোহারা পেলেও, এর বিনিময়ে জনগণকে ন্যূনতম পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে না।

এলাকার সাধারণ জনগণকে প্রতিদিন চিকিৎসা সেবার জন্য হাসপাতালে গিয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে আসতে হয়। দুল্লভছড়ার বিভিন্ন অঞ্চলের মুমূর্ষু রোগীরা বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। গর্ভবতী মহিলারা প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বিনা চিকিৎসায় সন্তান জন্ম দিতে বাধ্য হন। এতে অনেক সময় মা ও নবজাতককে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়। এর অনেক জ্বলন্ত উদাহরণ রয়েছে দুল্লভছড়ায়। এ নিয়ে ধরনা, অবস্থান ধর্মঘট-সহ বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি জেলা প্রশাসনকে বারকয়েক স্মারকপত্রও দিয়েছিলেন এলাকার সচেতন জনতা। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। সমস্যা যে তিমিরে ছিল, সেখানেই রয়ে গিয়েছে।

স্থানীয় ভুক্তভোগী জনতার অভিযোগ, ডা. জমিল আহমেদ বড়ভুইয়াঁ নামের এক চিকিৎসক সপ্তাহে একদিন এসে হাজিরা খাতায় পুরো সপ্তাহের স্বাক্ষর করে যান। এমর্মে ভুক্তভোগী জনগণ বার বার বিভাগীয় উচ্চপদস্থ অধিকারিকদের কাছে নালিশ জানিয়েও কোনও সুফল পাননি। ন্যূনতম প্রাথমিক চিকিৎসাসেবার অভাবে অকালে কত জীবন যে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে, তা গুণে শেষ হবে না। দুল্লভছড়া এলাকার অনেক শিক্ষিত লোক একমাত্র চিকিৎসার অভাবে জেলা তথা বহিঃরাজ্যে গিয়ে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছেন।

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

জলাতঙ্ক (Rabies)

।। ডাঃ সত্যজিৎ চক্রবর্তী।।

অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রোগ, যখন জল বা হাওয়া সহ্য করতে পারে না এবং রোগী মারা যায়। লিস্সাভাইরাস টাইপ ১ থেকে রোগটি আমাদের মস্তিষ্কে আক্রমণ করে। এই রোগটি প্রধানত উষ্ণ রক্তের প্রাণীদের মধ্যেই দেখা যায়। সাধারণ কুকুর, বিড়াল, শেয়াল, এবং নেকড়ে জাতীয় প্রাণীরা এই রোগে ভুগে মারা যায়। মানুষের মধ্যে জলাতঙ্কে ভোগা প্রাণীরা যদি চেটে দেয় বা কামড় দেয়, তবেই মানুষের জলাতঙ্ক হয়। এই রোগে বহুদিন সময় লাগতে পারে হতে, আবার কম সময়েও রোগটি হতে পারে। ব্রেনে ইনফ্ল্যামোশন হয় এবং মৃত্যু হয়। যতই শুশ্রুষা করা হোক না কেন।

কিছু কিছু দেশে এই রোগটা হয় না, যেমন অস্ট্রেলিয়া, চীনদেশ (তাইওয়ান), সাইপ্রাস, আইস্ল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, জাপান, মল্টা, নির্ভজীল্যান্ড, ইউ কে এবং প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমাঞ্চলের দ্বীপগুলি। এদের বলা হয় রেবিস ফ্রি এলাকা, ভৌগোলিক ভাবে যেসব বাধা থাকে তার জন্য এবং জলের কারণেও রোগটা ছড়াতে পারে না ঐসব দেশে। সাইবেরিয়ার খাঁড়ি, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে আর সুইডেন দেশগুলিতেও এই রোগ দেখা যায় না। লাক্ষাদ্বীপ আর আন্দামান নিকোবর দ্বীপগুলিতেও এই রোগ হয় না। যদি দুবছর সমানে কোন জলাতঙ্ক রোগ না হয় তবেই বলা হয় রেবিস ফ্রি এলাকা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা ডব্লিউএইচও বলছে যে যত কিছুই করা হোক না কেন, রোগটা ছড়াচ্ছে খুব।

১৫০ টিরও বেশি দেশে রোগটা দেখা যাচ্ছে। ঐসব মাংস খাওয়া প্রাণীরা এবং বাদুড় এর আশ্রয়, তবু মানুষের মধ্যে শতকরা ৯৯ ভাগই কুকুর থেকে হয়। এই ৩.৩ বিলিয়ন মানুষের কাছে একটা বিরাট আতঙ্ক। বেশিরভাগ দেশেই অল্প বয়সীদের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা কম দেখানো হয়। প্রতি বছর আফ্রিকা আর এশিয়ার গ্রামাঞ্চলে ৫৫,০০০ রোগীর জলাতঙ্ক রোগে মৃত্যু হয়। ভারতবর্ষে প্রতি বছর ২০,০০০ মৃত্যু হয় এই রোগে।

যে কোন বয়সেই এই রোগটা হতে পারে, তবুও জলাতঙ্ক বেশি দেখা যায় ১৫ বছর বয়সের নীচের বাচ্চাদের। ৫-১৪ বছর বয়সের বাচ্চাদের প্রায় শতকরা ৪৪ শতাংশ ক্ষেত্রে পোস্ট এক্সপোসেস টিকা দেওয়া হয়। এর বেশিরভাগই ছেলে। প্রতি বছর এই পৃথিবীতে ১৫ মিলিয়ন লোক এই টিকা নিয়ে থাকেন রোগ থেকে বাঁচতে। টিকা না নিলে আফ্রিকা ও এশিয়াতে প্রতি বছর ৩২৭,০০০ মানুষ মারা যেত। ঐ ভাইরাসটি একটি বন্দুকের গুলির মতো দেখতে আরএনএ ভাইরাস। এই ভাইরাসটি জলাতঙ্ক রোগীর লালার মধ্যে থাকে। এই ভাইরাসটি সমগ্র স্তন্যপায়ীদের আক্রমণ করতে পারে। এই রোগটি হতে ২০-২৬ দিন সময় লাগে। এই ভাইরাসের কোন নেগ্রি বডিস থাকে না এবং এটা নার্ভ কোষ ছাড়া বাঁচে না। জলাতঙ্ক রোগে ভোগা প্রাণীদের লালা থেকে রোগটা মানুষে ছড়ায়। কুকুর ও বেড়ালে এই ভাইরাস লালাতে থাকে ৫-৬ দিন, রোগটা হবার আগে যতদিন না মৃত্যু হচ্ছে। জোরে কামড় দিলে বা আঁচড়ে দিলে কোন জলাতঙ্কে ভোগা প্রাণীতে, এই রোগ স্তন্যপায়ীদের মধ্যে হতে পারে। কুকুরকেই আমাদের দেশে প্রধান প্রাণী বলা হয় এই জলাতঙ্ক রোগ ছড়াতে। বেশিরভাগ মৃত্যুই এশিয়া এবং আফ্রিকাতে এভাবেই জলাতঙ্ক রোগ হয়।

আমেরিকাতে বা কানাডাতে বাদুড় বা বেটকেই বলা হয় এই রোগ ছড়াবার কারণ হিসেবে। মানুষ শেয়াল, ব্ল্যাক, শেয়াল বা বেজি এর এবং অন্যান্য মাংসাশি প্রাণী থেকে খুব কম হয়। মানুষ থেকে মানুষে ছড়াতে পারে তবে তার কোন রিপোর্ট নেই।

রোগটা ছড়াতে ১-৩ মাস সময় লাগতে পারে। অথবা ৭দিন থেকে বহু বছর লাগতে পারে। কোথায় কামড়ালো, কি রকম গভীর কামড়, কতগুলি কামড়, যতটুকু ভাইরাস ঢুকেছে, কোন ধরনের প্রাণী কামড়েছে, কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল কিনা কামড়ের বা আঁচড়ের জায়গা এবং কি ধরনের চিকিৎসা করা হয়েছে, তার উপর নির্ভর করবে কতদিন সময় লাগবে রোগটা হতে। মাংসপেশীতে ভাইরাস ঢুকে সংখ্যায় বাড়ে এবং পরে নার্ভ কোষে চলে যায়।

সমস্যা — এই রেবিসকে আমরা বলি জলাতঙ্ক। মাথাব্যথা, শরীরে ব্যথা, গলায় ব্যথা এবং অল্প জ্বর যা ৩-৪ দিন থাকে। শতকরা ৮০ ভাগ লোক বলে যেখানে কামড় সেখানে চিন চিন করা বা ব্যথা হওয়া। এসবই একমাত্র কতগুলি সমস্যা যা জলাতঙ্কে দেখা যায়।

এরপরেই শুরু হয়ে যায় নার্ভের জন্য অসুবিধে— সেসরি, মোটর এবং সিসপ্যাথেটিক এবং মানসিক সমস্যা।

তখন শব্দ, জোরালো আলো, বা ঠান্ডা হওয়া সহ্য হয় না। হাওয়া থেকে ভয় থাকতে পারে যাকে জলাতঙ্কের প্রধান কারণ বলা হয়। জোরে হাওয়া দিলে রোগীর খাদ্যনালীতে এবং গলার মাংসপেশীতে ভয়ঙ্কর খিঁচুনি হতে পারে। মুখ দিয়ে লালা পড়ে, চোখ থেকে জল পড়ে। মানসিক ভয় মানে মৃত্যুর ভয়, রাগ, উল্টো পাল্টা ব্যবহার বা মানসিক অবসাদ দেখা যায়। ক্রমশ অসুবিধেগুলি বাড়তে থাকে এবং গিলতে সমস্যা হয়। পরবর্তী সময়ে কিছু দেখা, শব্দ শোনা বা জল খেতে গেলেই গলায় খিঁচুনী হয়। জল থেকে ভয় সবচাইতে বড় সমস্যা যা প্রাণীতে দেখা যায় না। ২-৩ দিন সময় লাগে বা ৫-৬ দিনও লাগতে পারে। রোগী হঠাৎ করে মারা যেতে পারে খিঁচুনির সময় বা প্যালাইসিস হয়ে অজ্ঞান হয়েও মরতে পারে।

কোন ধরনের চিকিৎসাই এই রোগীদের সুস্থ করতে পারে না। এখন অব্দি শুধু তিনজন মানুষের খবর পাওয়া গেছে যারা জলাতঙ্ক হয়েও বেঁচে আছে সমস্ত পৃথিবীতে।

রোগীদের আলাদা শান্ত করে রাখতে হবে যেখানে উজ্জ্বল আলো নেই, শব্দ নেই, ঠান্ডা হাওয়া নেই। ঘুমের ওষুধ দিলে শান্ত রাখতে হবে। রোগীর যেন জল শরীরে যায় এবং উপাচার ঠিকমতো হয় তাও দেখতে হবে।

সমস্যা সমাধান --- বেশিরভাগ মালিক নেই কুকুরদের মেরে ফেলতে হবে বা টিকা দিতে হবে। মানুষকে টিকা দিতে হবে যেদিন কামড় দিয়েছে সেদিন থেকে। বেশি কামড়ালে কামড়ের জায়গাতেও ভ্যাকসিন দেওয়া যেতে পারে।

বব-কাট চুলে হাজির দীপিকা, রোমি দেবের চরিত্রে নজর কাড়লেন অভিনেত্রী

দ্য ওয়াল ব্যুরো: ঘাড় পর্যন্ত ছোট করে কাটা ঢেউ খেলানো চুল, পরনে কালো আর ক্রিম রঙয়ের কম্বিনেশনের পোশাক-এমন লুকেই হাজির দীপিকা পাড়ুকোন। নতুন অবতারে অভিনেত্রীকে একেবারে চেনাই দায়। তবে দীপিকার স্বভাবসুলভ চওড়া হাসিই চিনিয়ে দিয়েছে তাঁকে। এবার তিনি কপিল দেবের স্ত্রী রোমি দেবের চরিত্রে পর্দায় আসতে চলেছেন। কপিলের রূপে রণবীর সিংয়ের লুকস প্রকাশ্যে এসেছে বহুদিন আগেই। তখনই জানা গিয়েছিল যে ''৮৩'' ছবিতে রণবীরের স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করবেন দীপিকা। রোমি দেবের চরিত্রে তাঁর নতুন লুক কেমন হয় তা দেখার জন্য আগ্রহী ছিলেন দর্শকরাও। এবার প্রকাশ্যে এল দীপিকার নতুন লুক। দীপিকার পাশে ভারতীয় দলের ব্লেজার পরে দাঁড়িয়েছেন কপিল রূপী রণবীরও। নেট দুনিয়ায় ভাইরাল হয়েছে এই ছবি যাঁর মূল আকর্ষণ দুই তারকার প্রাণখোলা হাসি।২০১৯ সালের ৬ জুলাই কপিল দেবের জন্মদিনে কপিল রূপে নিজের চেহারা প্রকাশ্যে এনেছিলেন রণবীর সিং। সেই মাথা ভর্তি ঠাসা কোঁকড়ানো চুল, সামান্য উঁচু দাঁত, গলায় কালো কার আর চোখে দৃঢ় চাউনি-এক ঝলকে রণবীরকে দেখে অনেকেই অল্প বয়সের কপিল বলে ভুল করেছিলেন। খুঁটিয়ে দেখলে অবশ্য তফাতটা বোঝা গিয়েছিল। রণবীরের

এমন দুরন্ত মেকআপের প্রশংসা করেছিলেন খোদ হরিয়ানা হ্যারিকেনও। তারপর একে একে প্রকাশ্যে এসেছিল ছবির বাকি চরিত্রদের চেহারাও। বাদ ছিলেন কেবল রোমি। এবার সামনে এল তাঁর লুকসও। ১৯৮৩ সালে বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। সেবার অধিনায়ক ছিলেন কপিল দেব। ''৮৩ সালের সেই জয়যাত্রা এবং ভারতীয় দলের নানা খুঁটিনাটি নিয়েই তৈরি হয়েছে ''৮৩''। পরিচালনায় কবীর খান। ছবির যৌথ প্রযোজনায় রয়েছেন দীপিকাও। ''৮৩ সালে ভারতের বিশ্বকাপ জয় দেশবাসীর কাছে এক অন্যরকমের অনুভূতি। ভারতবাসীর সেই আবেগকেই এবার পর্দায় তুলে ধরবেন পরিচালক কবীর খান। তবে ১৯৮৩-র জার্নি নিয়ে সিনেমা হোক এটা একেবারেই চাননি কপিল নিজেই। প্রাথমিক ভাবে তাঁর সাফ জবাব ছিল না। কবীর খানকে অনুমতি দেননি তিনি। তবে রণবীর সিং এবং কবীর খান-সহ গোটা টিমের রিসার্চ ওয়ার্ক আর নিরলস প্রচেষ্টা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন ''৮৩-র দলের সকলেই। তাই অবশেষে মিলেছিল ছবি বানানোর অনুমতি। নিজে হাতে রণবীরকে ক্রিকেটের নানা স্কিল শিখিয়েছেন কপিল দেব। দিনের পর দিন চলেছে প্র্যাকটিস। যাতে রিয়েল লাইফের কপিলের মতো রিল লাইফেও কপিল একদম নিখুঁত শট মারতে পারেন সেই চেষ্টাই চালিয়েছেন সকলে। ইতিমধ্যেই রিলিজ হয়েছে ছবির পোস্টার। আগামী ১০ এপ্রিল মুক্তি পাবে এই ছবি।সিনেমা রিলিজের মাস দেড়েক আগে প্রকাশ্যে এসেছে রোমি দেবের চরিত্রে দীপিকার লুকস। ইনস্টাগ্রাম এবং টুইটারে দীপিকার নয়া লুক শেয়ার করেছেন রণবীরও। নতুন চেহারায় দীপিকাকে দেখে মুগ্ধ নেটিজেনরা। ছবি শেয়ার করে রণবীর লিখেছেন, ''আমার উড়তে চাওয়ার শক্তি, হরিয়ানা হ্যারিকেনের হৃদয়।'' রোমি দেবের চরিত্রে অভিনয় করতে পেরে দারুণ খুশি দীপিকা নিজেও। তিনি লিখেছেন, ''এই চরিত্রে অভিনয় করতে পেরে আমি গর্বিত। খেলার দুনিয়ার সবচেয়ে ঐতিহ্যশালী মুহূর্তগুলো উপভোগ করেছি। নিজের মাকে দেখে শিখেছি একজন মহিলা কীভাবে তাঁর স্বামীর সাফল্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। তাই এই ছবি সেইসব মহিলাদের জন্য যাঁরা নিজেদের স্বপ্নের আগে স্বামীর স্বপ্নকে গুরুত্ব দেন।''

মালাইকার ছেলের সঙ্গে কি করছে ছোট্ট তৈমুর ?

মুম্বই: করিনা কাপুর ও সইফ আলি খানের মিষ্টি ছেলে তৈমুর। তার একটা ডাক নাম আছে টিম টিম। তৈমুর ছোট থেকেই ক্যামেরা ফ্রেন্ডলি। পাপারাতজিরা সব সময় তৈমুরের সব খবর জানতে আগ্রহী। তবে তৈমুরও তার মিষ্টি হাসি নিয়ে সব সময় রেডি ক্যামেরার সামনে আসতে। কখনও সে চলে যাচ্ছে মায়ের শ্যুটিং ফ্লোরে। কখনও চেপে বসছে বাবার কাঁধে।আবার তৈমুর বাড়িতে খেলায় ব্যস্ত মালাইকা আরোরার ছেলে আরহান খানের সঙ্গে। তৈমুরের বাড়িতে গিয়েছিল আরহান। সেখানেই টিমটিমের সঙ্গে খেলায় মজল আরহান। মালাইকা ও করিনা খুব ভাল বন্ধু। প্রায়ই এক সঙ্গে দেখা যায় তাঁদের। করিনা তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে পোস্ট করেছেন একটি ছবি। সেখানেই দেখা যাচ্ছে এক সঙ্গে টিমটিম ও আরহানকে।

মুখের আদোলে হুবহু মিল, বোনের সঙ্গে একই ফ্রেমে রেখা

যে কোনও অনুষ্ঠানে আজও বাজি মাত করে থাকেন রেখা। ছয়ের দশকের এই অভিনেত্রী এক কথায় সকলকে তাক লাগিয়ে দেন তাঁর স্টাইল স্টেটমেন্টে। কোথাও যেন খামতি নেই। শাড়ি থেকে শুরু করে গহণা। যে কোনও আচার অনুষ্ঠানেই পার্ফেক্ট লুকে আজও সকলের নজর কাড়েন রেখা। এবার বি-টাউনে বিয়ের আসরে হাজির অভিনেত্রী। সেই অনুষ্ঠানেই হাজির ছিলেন তাঁর বোন রাধা।একই সঙ্গে অনুষ্ঠানে প্রবেশ করেন রেখা ও রাধা। এই জুটিকে এক সঙ্গে দেখে তাক লেগে যায় সকলের। একজোরা রেখার মতই দেখতে রাধাকে। উচ্চতায় খানিকটা খাটো হলেও রূপের দিক থেকে পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। পরনে ভারী শাড়ি থেকে লুক, পোজ দিয়ে একই সঙ্গে ছবি তুললেন তাঁরা। সেই ভিডিও এবার ছড়িয়ে পড়ল নেট দুনিয়ায়।রেখারা মোট পাঁচ বোন, জয়া শ্রীধর, নারায়নি গণেশন, বিজয়া চামুন্ডেশ্বরী, রেবতী স্বামীনাথন, রাধা ওসমন সইদ, কমলা সেলভারাজ। সম্প্রতি রাধাকে নিয়ে রিকুনাথের মেয়ের বিয়েতে হাজির হন রেখা। সেখানেই উপস্থিত ছিলেন উর্বশী রাউটেলা। অনুষ্ঠানে নেচে সকলকে তাক লাগালেন উর্বশী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বি-টাউনের আরও অনেকে।

দাঁড়িয়ে প্রস্রাব ! অজান্তেই মারণ রোগ বাসা বাঁধছে শরীরে !

এএনএম নিউজ ডেস্ক : দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা অভ্যাস? কিন্তু অজান্তেই নিজের শরীরের মারাত্মক ক্ষতি করছেন আপনি! সেটা জানেন কি? ভাবছেন তো প্রসাবে আবার ক্ষতি কী! তাহলে বিস্তারিত জানুন এবং সতর্ক হোন।দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলে পেটের উপরের অংশে চাপ পড়ে না। ফলে দূষিত বায়ু স্বাভাবিক ভাবে বের হতে না পেরে শরীরের উপরের অংশে উঠে যায়। শরীরের অস্থিরতা, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদস্পন্দনের গতি বৃদ্ধি পাওয়ার মত একাধিক রোগ শরীরে বাসা বাঁধতে শুরু করে।গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যাঁরা দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেন, তাঁদের ডায়াবিটিস, জন্ডিস বা কিডনির অসুখে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি।বসে প্রস্রাব করলে মূত্রথলিতে চাপ পরে, প্রস্রাবের মধ্যে থাকা দূষিত পদার্থ শরীর থেকে সহজে বেরিয়ে যায়। কিন্তু দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলে প্রস্রাবের দূষিত পদার্থগুলি মূত্রথলির নীচে গিয়ে জমা হয়, দেখা দেয় কিডনি-তে ''স্টোন''-এর সম্ভাবনা।রাস্তা-ঘাট, পাবলিক টয়েলেট, অফিস অথবা বাড়ীতে অনেক পরুষই আছেন যারা দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেন। এটা অনেকের আবার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। অনেকের তো চক্ষু লজ্জাটুকুও নেই। কিন্তু লজ্জা থাক কিংবা না থাক এভাবে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা শরীরের জন্য খুবই ক্ষতিকর। আপনার বদ অভ্যাসই ডেকে আনবে আপনার সর্বনাশ। আসুন আজ আমরা জেন নেই কী কী ক্ষতি হতে পারে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলে।১. মূত্রের মাধ্যমে আমাদের শরীরের দূষিত পদার্থ বেরিয়ে যায়। দাঁড়িয়ে এই কাজ করলে দূষিত পদার্থের কিছুটা অংশ মূত্রথলিতেই থেকে যায়, যা সেখানে জমা হতে থাকে। দীর্ঘদিন ধরে এমনটা হতে থাকলে কিডনিতে পাথর হতে পারে।২. দীর্ঘদিন ধরে দাঁড়িয়ে মূত্রত্যাগ করলে মূত্রের বেগ কমে যায়, যা শরীরের জন্য ক্ষতিকারক।৩. বসে মূত্রত্যাগ করলে পেটে চাপ পড়ে। এতে দূষিত পদার্থ শরীরের ওপরের অংশে প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু দাঁড়িয়ে মূত্রত্যাগ করলে দূষিত পদার্থগুলি সহজেই পেটে গিয়ে জমা হতে পারে। এতে শরীরে অস্থিরতা দেখা দিতে পারে। রক্তচাপও বাড়তে পারে।৪. দাঁড়িয়ে মূত্রত্যাগ করা হৃতপিণ্ডের জন্যও খারাপ। এর ফলে হৃদস্পন্দনের গতি বৃদ্ধি পেতে পারে। তাতে শরীরিক অসুস্থতা দেখা দিতে পারে।৫. বিশেষজ্ঞদের দাবি, যারা নিয়মিত দাঁড়িয়ে মূত্রত্যাগ করেন, তারা নানা রোগে আক্রান্ত। শুধু তাই নয়, ডায়াবেটিস ও জন্ডিসের মতো রোগও হতে পারে। এমনকি ভবিষ্যতে কিডনির সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

বিয়ার গ্রিলসের সঙ্গে রজনীকান্তের বন্য অভিযানের বিশেষ ঝলক

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে বিয়ার গ্রিলসের সঙ্গে বন্য অভিযানে গিয়েছেন রজনীকান্ত। বান্দিপুর টাইগার রিজার্ভ ফরেস্টে হয়েছে শুটিং। গ্রিলসের সঙ্গে দক্ষিণী সুপারস্টারের রোমাঞ্চকর সেই বন্য অভিযান কেমন হতে চলেছে, তারই ঝলক দেখালেন বিয়ার গ্রিলস। মুক্তি পেল ''ম্যান ভার্সেস ওয়াইল্ড''-এর সেই পর্বের মোশন পোস্টার।কর্ণাটক থেকে তামিলনাড়ু যাওয়ার পথে পড়ে বান্দিপুরের জঙ্গল। বাঘ-সহ অনেক হিংস্র পশুর আনাগোনা এই জঙ্গলে। এখানেই বিয়ার গ্রিলসের সঙ্গে শুটিং করছেন থালাইভা। ২৭ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছিল

''ম্যান ভার্সেস ওয়াইল্ড''-এর শুটিং। এর আগে ''ম্যান ভার্সেস ওয়াইল্ড''-এর জন্য রজনীকান্তের শুটিংয়ের প্রস্তুতির একটি ফুটেজও প্রকাশ পেয়েছে নেটদুনিয়ায়। এর জন্য বান্দিপুর ফরেস্ট অফিস কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদও জানিয়েছেন গ্রিলস। জানা গিয়েছে, প্রতিদিন প্রায় ৬ ঘণ্টা করে জঙ্গলের মধ্যে শুটিং হয়েছে।প্রসঙ্গত, গ্রিলসের সঙ্গে দক্ষিণী সুপারস্টারের রোমাঞ্চকর বন্য অভিযান দেখতে ইতিমধ্যেই মুখিয়ে রয়েছেন ভারতীয় দর্শকরা।

উতসাহ যেমন রয়েছে, বিতর্কও তৈরি হয়েছে রজনী-গ্রিলসের শুটিং পর্ব নিয়ে। রজনীর এই জঙ্গল অভিযান কিন্তু মোটেই ভাল চোখে দেখেননি পরিবেশপ্রেমীরা। তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন, বান্দিপুরের মতো এক জাতীয় উদ্যানে রজনীর মতো একজন বড় মাপের অভিনেতা কিংবা খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব কীভাবে শুটিং করতে পারেন? এমনকী, বেজায় চটে গিয়ে রজনীকান্তকে সোজাসুজি গ্রেপ্তারের দাবিও তু লে ছে ন পরিবেশপ্রেমীরা।পরিবেশপ্রেমীদের কথায়, বান্দিপুরের জঙ্গল ব্যাঘ্র সংরক্ষণ প্রকল্প রয়েছে। বাঘ ছাড়াও সেই জঙ্গলে বিলুপ্ত প্রজাতির প্রাণীও রয়েছে। শুটিংয়ের দরুণ তাদেরও ক্ষতি হতে পারত!

এমনকী, শুটিং টিমের কোনও কার্যকলাপের জন্য জঙ্গলে আগুনও ধরে যেতে পারত! এমনিতেই শীতকাল। শুষ্ক আবহাওয়ার জন্য সহজেই আগুন ছড়িয়ে দাবানলের আকার নিতে পারে। এসব আগুপিছু না ভেবে সেখানে গিয়ে কীভাবে দায়িত্ব-জ্ঞানহীন ব্যক্তির মতো শুটিং করলেন রজনীকান্তের মতো একজন সুপারস্টার? তবে বিতর্ক যাই হোক না কেন, মোশন পোস্টার মুক্তির পর কিন্তু ''ম্যান ভার্সেস ওয়াইল্ড''-এর সেই বিশেষ পর্ব নিয়ে উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছে ভক্তদের মধ্যে।

সলমান একজন পরিশ্রমী অভিনেতা, প্যাক আপের পরেও কাজ করে যান, প্রশংসায় দিশা

মহানগর ওয়েবডেস্ক: সলমান খানের সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছে ছিল তাঁর বহুদিনের। তেমন কোনও সুযোগ হাতে আসছিল না, কিন্তু ''ভারত'' ছবির ''স্লো মোশন'' গানটি দিশা পাটানিকে এনে দিয়েছে সাফল্য। আরও একবার তিনি সলমানের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পান। সাইড রোলে নয়, ''রাধে: দ্য মোস্ট ওয়ান্টেড ভাই''-তে অভিনেতার নায়িকা হয়েছেন দিশা। ''ভারত'' ছবির শ্যুটিংয়ের সময় সলমান কথা দিয়েছিলেন, তিনি দিশার সঙ্গে কাজ করবেন এবং কথাও রাখলেন।সলমানের বিষয়ে দিশাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ''তিনি একজন ভাল মানুষ এবং অসাধারণ অভিনেতা। তাঁর থেকে অনেক কিছু শিখেছি। এত বছর ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করার পরেও সলমানের মধ্যে কোনও পরিবর্তন আসেনি। তিনি সারাক্ষণই পরিশ্রম করে চলেছেন। সবার সঙ্গে ভাল করে কথাও বলেন। তিনি আমাদের কখনই মনে হতে দেন না, যে তিনি একজন সুপারস্টার। তাঁর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমি সত্যি খুব খুশি। শীঘ্রই আমাদের ছবির ট্রেলার সামনে আসবে।''কিছুদিন আগেই মুক্তি পেয়েছে মোহিত সুরি পরিচালিত ''মালাঙ্গ''। মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন দিশা পাটানি, আদিত্য রায় কাপুর, কুণাল খেমু এবং অনিল কাপুরও।

টিজার পোস্ট করে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে পরিণীতি চোপড়া

ডিএনএ বাংলা ডেস্কঃ জার্নিতে বেরিয়েছেন পরিণীতি চোপড়া। আর আপনার নজর যদি সর্বক্ষণ অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলে থাকে তাঁর ডেস্টিনেশনের ক্লু পাওয়ার জন্য, তাহলে অপেক্ষার অবসান হবে এখনই। শেষমেশ পরি তাঁর গন্তব্যের কথা ঘোষণা করেছেন। এটি ''আইল্যান্ড অফ ফিমেলস'', অর্থাত ''মহিলাদের দ্বীপপুঞ্জ''। মার্কোপোলো যে জায়গার নাম দিয়েছিলেন মিনিকয়! ৬৪ঞ্চঞ্চ ক্যামেরার এই মারকাটারি ছথদ্বন্ডদ্রত্ত্বওথনথআ ঞ্চ৩১ কে সঙ্গী করে পরিণীতি তাঁর ডেস্টিনেশনের যে ছবিগুলি শেয়ার করেছিলেন, তার থেকেই আঁচ মিলেছিল ধবধবে সাদা বালির বিচেই বেড়াতে গিয়েছেন অভিনেত্রী।একগুচ্ছ টিজার পোস্টের পর পরিণীতি চোপড়া আমাদের তাক লাগিয়ে দিয়েছেন মায়াবি ছবির ঝলক দেখিয়ে। ছবিগুলোয় জাস্ট এক বার চোখের দেখা দেখার পরই আপনার মিনিকয় ঘুরতে যাওয়ার টিকিটই কাটতে ইচ্ছে করবে। মিনিকয়-- লাক্ষাদ্বীপে স্বপ্নপুরীর মতো এক দ্বীপপুঞ্জ। তবে টিকিট কাটার একটু আগে অপেক্ষা করতে হবে। কাটলেও তা ২৫ ফেব্রুয়ারির পর। কারণ ২৫ ফেব্রুয়ারিই মার্কেট কাঁপাতে আগমণ হবে ছথদ্বন্ডদ্রত্ত্ব ওথনথআ ঞ্চ৩১-এর।আর পরিণীতির ট্যুরের ছবিগুলি এত সুন্দর লাগার কারণই হচ্ছে এই ট্রিপে তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী ীঞ্চত্রস্থঞ্চদ্রদ্রন্ঠত্রন ছথদ্বন্ডদ্রত্ত্ব ওথনথআ ঞ্চ৩১। ৬৪ঞ্চঞ্চ প্রাইমারি সেন্সর, ৮ঞ্চঞ্চ আলট্রা-ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স, একটি ৫ঞ্চঞ্চ ম্যাক্রো লেন্স আর তার সঙ্গে একটি ৫ ঞ্চঞ্চ ডেপ সেন্সরের সহযোগে এই স্মার্টফোনের ক্যামেরা যেন সত্যিই অনবদ্য। আর পরির প্রোফাইলে গিয়ে স্লো-মো আর হাইপারল্যাপ্সই বলে দিচ্ছে, কী উচ্চমানের ক্যামেরা রয়েছে এই স্মার্টফোনে। নতুন ভিডিয়োতে নতুন ক্লু দিয়েছেন পরি। সেখানে দেখা যাচ্ছে, স্থানীয় ফোক ডান্সের ভিডিয়ো। অসাধারণ সেটিং এবং ভিডিয়োর উজ্জ্বল বর্ণ দেখে আমরা যেন গেসিং গেমের কথাটাই বেমালুম ভুলে গিয়েছি।

কেন কেউ বিয়ে করছে না ক্যাটরিনাকে ?

অনুষ্কা শর্মা, বিরাট কোহলি বলিউডি বিয়ের ট্রেন্ড শুরু করেন। তারপরে দীপিকা-রণবীর, প্রিয়ঙ্কা-নিক, সোনম-আনন্দ একে একে গাঁটছড়া বেঁধেছেন। এই মুহূর্তে আলিয়া ভাট ও রণবীর কপুরের বাগদান নিয়েও জোর জল্পনা চলছে। কিন্তু বিয়ে থেকে হাজার মাইল দূরে থাকছে একটা নাম- ক্যাটরিনা কাইফ। সম্প্রতি ক্যাটরিনা বলেন, """সবাই বিয়ে করছে। আর আমি যেন বলছি.. দাঁড়াও। আমাকে পিছনে ফেলে যেও না।""""ক্যাটরিনা কাইফের সঙ্গে সালমন খান ও রণবীর কপূরের সম্পর্ক অজানা নয়। সালমনের সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে যেতে যেতেই রণবীরের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন তিনি। দীর্ঘ সময় একসঙ্গে থাকার পরেও সম্পর্ক ভেঙে দেন রণবীর। সেই ধাক্কা সামলাতে ক্যাটরিনাকে বেশ কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল বলেও জানান তিনি। কিন্তু তারপরে আর কাউকে মনে ধরেনি ক্যাটরিনার।প্রাক্তন প্রেমিক সালমন বন্ধুত্বের হাত বাড়ালেও ক্যাটরিনার রিলেশনশিপ স্টেটাস ''সিঙ্গল''-ই রয়ে গেছে। প্রসঙ্গত, এক সময়ে ক্যাটরিনা ও আলিয়া পরস্পরের প্রিয় বন্ধু হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সেই আলিয়াই ক্যাটরিনার প্রাক্তন প্রেমিক রণবীরের সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন। এবং এই বছরেই হয়তো তাঁরা বাগদান সেরে ফেলবেন বলে বলিউড মহলে শোনা যাচ্ছে।

বুধবার আগরতলা জিবি হাসপাতালের সামনে ধর্ণা প্রদেশ করে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের কর্মীরা। ছবি- নিজস্ব।

ফের সীমান্তে বাংলাদেশি হত্যা বন্ধের প্রতিশ্রুতি দিলো ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ১৯।।আবারও সীমান্তে বাংলাদেশি হত্যা বন্ধের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরী বাহিনী (বিএসএফ)। বুধবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) রাজশাহীর সোনাইকান্দি বিওপির ওপারে পদ্মার চরে সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ের বৈঠক বিএসএফ এই প্রতিশ্রুতি দেয়।

বিএসএফের বহরমপুর সেক্টর এ বৈঠকের আয়োজন করে। বিএসএফের বহরমপুর সেক্টরের ডিআইজি কুনাল মজুমদারের নেতৃত্বে এতে বিএসএফ ৩৫ ব্যাটালিয়নের শীর্ষ কর্মকর্তারা অংশ নেন। ওই বৈঠকে বিজিবির প্রতিনিধিত্ব করেন রাজশাহী সেক্টর কমান্ডার কর্নেল তুহিন মাসুদ।

বৈঠকে অংশ নেয়া এক বিজিবি কর্মকর্তা সাংবাদিকদের জানান, বৈঠকে রাজশাহী অঞ্চলে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়েছে বিজিবি। গেল এক মাসে চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ সীমান্তে অন্তত নয়জন বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। যা অনাকাঙি। কেউ ভুল করে ভারতীয় সীমানায় অনুপ্রবেশ করলে রেওয়াজ অনুযায়ী পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বিজিবির কাছে হস্তান্তরের অনুরোধ জানানো হয়।

বৈঠকে গেল ৩১ জানুয়ারি রাজশাহীর পবা উপজেলার সোনাইকান্দি বিওপি এলাকার পদ্মা থেকে পাঁচ জেলেকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ তোলা হয়। বিএসএফ কমান্ডারকে বিজিবি জানায়, বাংলাদেশের ভেতরে পদ্মা নদীতে স্পিড বোটে করে তেড়ে এসে তাদের তুলে নিয়ে যায় বিএসএফ। ধরে নিয়ে যাওয়ার ঘটনার ফুটেজও দেখানো হয়েছে বিএসএফকে।বিজিবির প থেকে অভিযোগ করা হয়, এ ঘটনার প্রথম দফা পতাকা বৈঠকে বসার প্রতিশ্রুতি দিলেও বিএসএফ হাজির হয়নি। পরে দ্বিতীয় দফায় পতাকা বৈঠক হলেও বাংলাদেশি পাঁচ জেলেকে মুক্তি দেয়া হয়নি। বরং উল্টো ভারতীয় ভূ-খণ্ডে অনুপ্রবেশের অভিযোগ এনে তাদের মুর্শিদাবাদ পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে।

তবে জবাবে সীমান্ত হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে বিএসএফ পাল্টা অভিযোগ করেছে। বিশেষ করে গরু চোরাকারবারীরা বিএসএফের বাধা উপো করে ভারতে ঢুকে পড়ে। অনেক সময় চোরাকারবারীরা হামলাও করে। তখন বাধ্য হয়ে গুলি চালানো হয়।

বরাবরের মতই ওই বৈঠকে সীমান্ত হত্যা-নির্যাতন বন্ধের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিএসএফ। একই সঙ্গে মাদকদ্রব্য পাচার প্রতিরোধ এবং অবৈধ সীমান্ত পারাপার বন্ধে আলোচনা হয়েছে। আলোচনা হয়েছে সীমান্ত সংক্রান্ত দ্বিপাকি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে নিয়ে।এছাড়া অবৈধভাবে গবাদিপশুর প্রবেশ রোধ, অবৈধ অস্ত্র-গোলাবারুদ বিস্ফোরক পাচার প্রতিরোধ, নারী, শিশু ও মানবপাচার প্রতিরোধ, অবৈধ সীমান্ত পারাপার বন্ধ, নিশ্ছিদ্র সীমান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও সমন্বিত টহলসহ সীমান্ত সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সৌহার্দপুর্ণ পরিবেশে অত্যন্ত ফলপ্রসু আলোচনায়।

বৈঠকে সীমান্তে বিরাজমান শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখাতে উভয় প সম্মত হয়। এছাড়াও বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তির আলোকে উদ্ভুত যে কোনো সমস্যা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যে কোনো সময় ব্যাটালিয়ন অথবা কোম্পানি অথবা বিওপি কমান্ডার পর্যায়ে যোগাযোগ ও পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে সমাধানে ঐক্য মতে পৌঁছায় দুই প।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে নেপালের বিদেশমন্ত্রীর সাক্ষাৎ

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ১৯।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে স্যাাৎ করেছেন নেপালের বিদেশমন্ত্রী প্রদীপ কুমার গেওয়ালী।

বুধবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে তিনি সৌজন্য স্যাাৎ করেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ সবসময় প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতাকে অগ্রাধিকার দেয়। বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। বৈঠকে তারা দুই দেশের মধ্যে কানেক্টিভিটি, বিদ্যুৎখাতে সহযোগিতা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপনের ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তার সরকার সৈয়দপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে আঞ্চলিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলছে।নেপাল এবং ভুটান সৈয়দপুর বিমানবন্দর এবং চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্রবন্দরকে পারস্পরিক সুবধার স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে, যোগ করেন তিনি। এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং বিবিআইএন সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি সর্বদা নেপালকে ট্রানজিট দেয়ার পে ছিলেন। বিদ্যুৎখাতে সহযোগিতার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ, ভারত ও নেপালের ত্রিপীয় উদ্যোগে নেপালে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ইতিমধ্যে ভারত থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় করছে। বাংলাদেশ শীতকালে নেপালে তরিতরকারি এবং মাছও রফতানি করতে পারে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। বৈঠকে প্রদীপ কুমার গেওয়ালী বলেন, নেপাল বাংলাদেশের সঙ্গেও দ্বিপাকি সম্পর্ককে একটি নতুন মাত্রা দিতে চায়। নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশের দ্রুত আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃতের ভূয়শী প্রশংসা করেন।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে দুগ্ধ শিল্পের জন্য বরাদ্দ ৪,৫৫৮ কোটি টাকা

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : দুগ্ধ শিল্পকে উৎসাহিত করতে ৪, ৫৫৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা। এতে প্রায় ৯৫ লক্ষ কৃষক উপকৃত হবেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই প্রকল্পের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছিল। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তথ্য দেওয়ার সময় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকার বলেন, এই সিদ্ধান্তের ফলে কৃষকরা উপকৃত হবেন।। জাভড়েকর বলেন, এই সিদ্ধান্তে দেশের দুধ বিপ্লবকে নতুন মাত্রা যোগ করবে। এর সাথে তিনি আরও জানিয়েছেন, মন্ত্রিসভার বৈঠকে সুদের ভর্তুকি প্রকল্পের সুবিধা ২ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২.৩৫ শতাংশ করার প্রস্তাবও অনুমোদন হয়েছে। জাভাদেকর বলে ন, সরকার কৃষক সম্প্রদায়ের সুবিধার জন্য এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটি হোয়াইট বিপ্লবকে পরবর্তী পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনায় সহায়তা করবে।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর আয়োজনে যোগ দিতে মার্চে বাংলাদেশে আসছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ১৯।। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে অংশ নিতে বাংলাদেশে আসছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তার এ সফরে দুদেশের মধ্যে দ্বিপাকি বৈঠকেও অনুষ্ঠিত হবে।

বুধবার রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা শেষে এ তথ্য জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেন। ইসলামী সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) বিস্তৃত সংস্কারের জন্য দ্বিতীয় বুদ্ধিদীপ্ত (ব্রেইনস্টর্মিং) অধিবেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।ড় মোমেন বলেন, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনে ঘোষিত মুজিববর্ষের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঢাকায় আসবেন। ওই সময় দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে দ্বিপাকি বৈঠকের আয়োজন হবে। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী মোদির সফর উপলে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা আগামী ২ মার্চ ঢাকায় আসবেন। তখনই মোদির সফরের সবকিছু ফাইনাল হবে। ইতোমধ্যে কোন কোন ইস্যুতে আলাপ হবে, দুই নেতা যৌথভাবে কী কী উদ্বোধন করবেন তা নিয়ে আলাপ চলছে।

মোদি কবে আসবেন জানতে চাইলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, মুজিববর্ষ উদযাপনের মূল অনুষ্ঠান ১৭ মার্চ। আবার সেদিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টুঙ্গিপাড়াও যাবেন। তিনি (ভারতের প্রধানমন্ত্রী) এর আগের দিন এলে আমাদের জন্য ভালো। প্রধানমন্ত্রী (শেখ হাসিনা) তাকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানাতে পারবেন। অন্যথায় কিছুটা ঝামেলা হবে, আমরা তাকে অভ্যর্থনা জানাবো। এখনো ফাইনাল কিছু হয়নি। দু'দেশের মধ্যে আলোচনা চলছে।

বার্মিজ সুপারি বোঝাই ১২টি ট্রাক আটক ডিমা হাসাওয়ের হারাঙ্গাজাও ও জাটিঙ্গায়

হাফলং (অসম), ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : রাজ্যে কয়লা ও বার্মিজ সুপারির সিন্ডিকেট পুরোদমে চলছে। এবার বার্মিজ সুপারি বাইরে পাচার করতে এবার পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাওয়ের সড়কপথ ব্যবহার করছে সুপারি মাফিয়ারা। এর প্রমাণ মিলেছে মঙ্গলবার রাতে বার্মিজ সুপারি বোঝাই ১২টি ট্রাক আটক করার ঘটনায়।

গতকাল রাতে শিলচর ও হাইলাকান্দি থেকে বার্মিজ সুপারি বোঝাই করে আসা ৭-টি ট্রাক প্রথমে হারাঙ্গাজাওয়ে আটক করে বনবিভাগ। এর কিছুক্ষণ পর জাটিঙ্গায় অনুরূপ বার্মিজ সুপারি বোঝাই ৫-টি ট্রাক আটক করেছিল বন দফতরের কর্তব্যরত কর্মচারীরা। কিন্তু রহস্যজনকভাবে আটক করার কিছু সময়ের মধ্যেই অবৈধ বার্মিজ সুপারি বোঝাই ১২টি ট্রাক ডিমা হাসাও জেলা পুলিশের হাতে সমঝে না দিয়ে বনবিভাগ ট্রাকগুলিকে ছেড়ে দিয়েছে।

বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে কয়লা ও বার্মিজ সুপারির সিন্ডিকেট নিয়ে বহু খবর প্রকাশ হচ্ছে। এমন-কি প্রথমে শিলচর-মেঘালয় জাতীয় সড়ক হয়ে বার্মিজ সুপারি বাইরে পাচার করা হত। তবে সংবাদ মাধ্যমে বার্মিজ সুপারি বাইরে পাচারের ধারাবাহিক খবর প্রকাশ হওয়ার পর এবার ডিমা হাসাও জেলার মধ্য দিয়ে এই সব বার্মিজ সুপারি বাইরে পাঠানো হচ্ছে। এক বিশেষ সূত্রে জানা গেছে, বার্মিজ সুপারি সিন্ডিকেটের সঙ্গে বরাকের বড় বড় রাঘব বোয়ালরা জড়িত। যার দরুন বার্মিজ সুপারি বোঝাই ট্রাকগুলিকে আটক করার পরই রহস্যজনকভাবে কিছুক্ষণ পর বনবিভাগ ছেড়ে দিয়েছে।

সাম্প্রতিককালে শিলচর-সৌরাষ্ট্র ইস্ট-ওয়েস্ট করিডর দিয়ে বার্মিজ সুপারি পাচারের ঘটনা ঘটেছে। রাতের অন্ধকারে বেশ কিছুদিন থেকে এভাবে বার্মিজ সুপারি বোঝাই ট্রাক ডিমা হাসাও জেলার ওপর দিয়ে চলাচল করছে। বিশেষ করে এই জাতীয় মহাসড়কে পুলিশের টহলদারি বা চেকপোস্ট ও নজরদারি না থাকার দরুন সুপারি মাফিয়ারা সুযোগ নিচ্ছে। কারণ এই জাতীয় মহাসড়কে তালাশি ছাড়াই ট্রাকগুলি অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে। জানা গেছে, মঙ্গলবার রাতে বার্মিজ সুপারি বোঝাই যে ১২টি ট্রাক হারাঙ্গাজাও ও জাটিঙ্গায় বন বিভাগ আটক করেছিল সেগুলি শিলচর ও হাইলাকান্দি থেকে পশ্চিমবঙ্গের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। এগুলিকে বরাক উপত্যকার সুপারি দেখিয়ে হাইলাকান্দি থেকে চালান কাটা হয়। এই ট্রাকগুলিতে কাছাড় জেলার বাঘা থেকে বার্মিজ সুপারি লোড করা হয় বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক চালক জানিয়েছেন। তবে এতে বার্মিজ সুপারি না স্থানীয় সুপারি তা আমাদের জানা ছিল না।

এদিকে বনবিভাগ যে ১২টি ট্রাক আটক করেছিল এর মধ্যে দুটি ট্রাকের রেজিস্ট্রেশন অন্ধ্রপ্রদেশের। এগুলি এপি ৩৯ ইউ ৪৫৭৭ এবং এপি ১৬ এইচ ৯৮৭৭।

কাছাড়ের মতিনগরে দুঃসাহসিক ডাকাতি, নগদ অর্থ-সহ সোনাদানা লুট, আহত ২

সোনাই (অসম), ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : অসমের অন্যতম তীর্থ ভুবনপাহাড়ের শিখরে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে ভুবনমেলা। মেলার প্রাকমুহূর্তে মঙ্গলবার রাত দুটো নাগাদ লক্ষ্মীপুর থানা এলাকার মতিনগর বাজারের প্রতিষ্ঠিত বস্ত্র ব্যবসায়ী প্রয়াত অমল পালের ঘরে এক দুর্ধর্ষ ডাকাতির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সশস্ত্র ডাকাতের দল আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে নগদ প্রায় দু লক্ষ টাকা, আট ভরি সোনা লুটে নিয়ে গেছে। এছাড়া ডাকাত দলের আক্রমণে আহত হয়েছেন গৃহকর্তা প্রয়াত অমল পালের ছেলে অরূপ পাল (৪০) ও তাঁর মা বানী পাল (৬২)।

বুধবার ঘটনার বিবরণ দিয়ে অরূপ পালের স্ত্রী জানান, গতকাল রাত প্রায় দুটো নাগাদ তাঁরা যখন ঘরে ঘুমিয়েছিলেন তখন ঘরের ভিতরের দিকের দরজার গ্রিল ভেঙে আট জনের একটি সশস্ত্র ডাকাত দল তাদের ঘরে প্রবেশ করে। তারা তাদের শোয়ার ঘরের দরজা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে তাদের শিশু পুত্রকে ঘুম থেকে তুলে কপালে পিস্তল ঠেকিয়ে প্রাণে মারার হুমকি দেয়। পরক্ষণে তারা আক্রমণ চালায় অরূপ পালের ওপর। এতে তিনি আহত হন। এছাড়া তারা তার বৃদ্ধা শাশুড়ি বানী পালকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে আহত করে। আট জনের এই ডাকাতের দল এভাবে প্রায় ঘণ্টাখানেক তাণ্ডব চালিয়ে দোকানের ক্যাশ বাক্স ও ঘরে মজুত নগদ প্রায় ২ লক্ষ টাকা-সহ ঘরের লকার ভেঙে প্রায় আট ভরি সোনা লুটে নিয়ে যায়। এছাড়া ঘরে ঢুকে ডাকাতের দলটি ঘরে লাগানো সিসি টিভি ক্যামেরা-সহ মনিটার পুকুরের জলে ফেলে দেয় ও মেমোরিকার্ড নিয়ে যায়। তিনি বলেন, আট জনের ডাকাত দলের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়াও ভুজালি ও লাঠি ছিল। তাদের মুখমণ্ডল উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু তারা কাউকে চিনতে পারেননি। এদিকে ডাকাতির ঘটনা সংঘটিত করে ডাকাত দল পালানোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হল্লা চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা জড়ো হন। খবর দেওয়া হয় পুলিশে।

রাত সাড়ে তিনটা নাগাদ শিলচর থেকে ছুটে আসেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জগদীশ দাস-সহ কচুদরম ও লক্ষ্মীপুর থানার পুলিশ। রাতেই স্নিপার ডগ লাগিয়ে অভিযান চালানো হয়। কিন্তু ডাকাত দলের কোনও হদিশ পাওয়া য়ায়নি।

এদিকে গত ছয় মাসের মধ্যে কচুদরম থানা এলাকা-সহ পার্শবর্তী এলাকায় প্রায় পাঁচটির মতো ডাকাতির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। দু-এক ডাকাতকে ধরে জেলে পুরলেও ডাকাতির ঘটনায় কিন্তু যবনিকা পড়েনি। আর এতে কচুদরম পুলিশের ভূমিকা নিয়ে জনমনে সমালোচনা চলছে। উল্লেখ্য, মতিনগর বাজার লক্ষ্মীপুর থানা এলাকায় পড়লেও পার্শবর্তী থানা কিন্তু কচুদরম। এদিকে মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে ভুবনমেলা। মেলার প্রাকমূহূর্তে মতিনগরে এমন ডাকাতির ঘটনায় এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

কেন্দ্র ও দিল্লি সরকারের একসঙ্গে কাজ করা দরকার, একমত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী : কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের ভোট-প্রচারে সর্বাধিক আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছিল অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে।

দেশদ্রোহী, জঙ্গিদের মদতদাতা তকমাও দেওয়া হয়েছিল আম আদমি পার্টি (আপ)-র সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালকেউ দিল্লি-দখলের লড়াইয়ে সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বিজেপিউ কিন্তু, বিজেপির স্বপ্ন-ভঙ্গ হয়েছেউ দিল্লি ফের নিজেদের দখলে রেখেছে আম আদমি পার্টিউ পুনরায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর, বুধবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে 'সৌজন্য' সাক্ষাতকরলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

বুধবার দুপুরে অমিত শাহ ও অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মধ্যে বেশ কিছু সময় ধরে বৈঠক হয়।

তৃতীয়বারের জন্য দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণের পর, বুধবারই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষাতকরলেন কেজরিওয়াল।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতশেষে সাংবাদিক সম্মেলনে অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, 'মনোরম পরিবেশে, অত্যন্ত ভালো বৈঠক হয়েছে।

বিভিন্ন বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছিউ দিল্লির উন্নয়নের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকার এবং দিল্লি সরকারকে একসঙ্গে কাজ করা দরকার, এ ব্যাপারে আমরা উভয়েই একমত হয়েছিউ আমরা একসঙ্গেই কাজ করব।

' কেজরিওয়ালকে এদিন প্রশ্ন করা হয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে শাহিনবাগ নিয়ে কী আলোচনা হয়েছে, উত্তরে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'এ বিষয়ে কোনও আলোচনা হয়নি।

'ক্ষমতায় আসার পরই জোরকদমে কাজ শুরু করতে চাইছেন কেজরিওয়ালউ মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি, সোমবার থেকে তিন-দিনের বিধানসভা অধিবেশন ডাকা হয়েছে।

মন্ত্রিসভা : স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ) দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুমোদন

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ২০২৪-২৫-র জন্য স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ)-র দ্বিতীয় পর্যায়ে অনুমোদন দিল। ২০২০-২১ থেকে ২০২৪-২৫ পর্যন্ত আনুমানিক ব্যয় ৫২,৪৯৭ কোটি টাকা রাখা হয়েছে, এতে কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয়ই অংশ নেবে। এর আওতায় খোলা জায়গায় মলত্যাগ করা অভিযান এবং কঠিন এবং তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এসএলডাব্লুএম) চালিয়ে যাওয়া সহ খোলা জায়গায় মলত্যাগ, পাবলিক টয়লেটে (ওডিএফ প্লাস) উন্নততর সুবিধাগুলির দিকে নজর দেওয়া হবে। বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী প্রকাশ জাভরেকর বলেন, এই কর্মসূচিতে একটিও ব্যক্তি যাতে বঞ্চিত না হয় এবং প্রতি ব্যক্তি টয়লেট ব্যবহার করে তা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করা হবে। এজন্য আনুমানিক ব্যয় রাখা হয়েছে ৫২,৪৯৭ কোটি টাকা। এছাড়াও ১৫ দশ অর্থ কমিশন গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থাগুলি দ্বারা গ্রামীণ জল সরবরাহ এবং স্যানিটেশন বাস্তবায়নের জন্য ৩০,৩৭৫ কোটি টাকা প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

২৮ মার্চ থেকে চলবে রামায়ণ এক্সপ্রেস

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : চলতি বছরে ২৮ মার্চ থেকে চলবে রামায়ণ এক্সপ্রেস। ভারতীয় রেলের আইআরসিটিসি এই ট্রেনটির যাবতীয় তত্ত্বাবধানে রয়েছে।

আইআরসিটিসির মুখপাত্র সিদ্ধার্থ সিং বুধবার জানিয়েছেন এই ধার্মিক যাত্রা ১৬ রাত এবং ১৭ দিনের হতে চলেছে। দেশের তীর্থ পর্যটনকে উৎসাহ দিতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

গত বছর পথ চলা শুরু করেছিল এই এক্সপ্রেস ট্রেন। আগের বারের তুলনায় এবারের ট্রেনটিতে অনেক বেশি সুবিধা যুক্ত করা হয়েছে। আগের বার যেখানে শুধুমাত্র ট্রেনটির মধ্যে স্লিপার ক্লাস ছিল সেখানে এবারের রামায়ণ এক্সপ্রেসে থ্রি-টিয়ার এসির সুবিধাযুক্ত পাঁচটি কোচ রয়েছে। স্লিপাল ক্লাসে ৩৬০টি বার্থ এবং এসি থ্রি টিয়ারে ৩৩০টি বার্থ রয়েছে। স্লিপার ক্লাসের ভাড়া যেখানে জনপ্রতি ১৬০৬৫ টাকা। সেখানে এসি ক্লাসের ভাড়া ২৬৭৭৫ টাকা। দিল্লির সফদরজং স্টেশন থেকে এই ট্রেন যাত্রা শুরু করবে। যাত্রীরা এই ট্রেনে গাজিয়াবাদ, মুরাদাবাদ, বরেলি, লখনউ স্টেশন থেকে উঠতে পারবে।

একমাত্র আলোচনাই সব পথ খুলে দেয় : পঃবঙ্গের রাজ্যপাল

হুগলী, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : একমাত্র আলোচনাই সব পথ খুলে দেয়। সে যে কোনো পরিবারের সমস্যাই হোক বা অন্য কোনো সমস্যা। আলোচনায় বসলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। বুধবার সকালে শ্রীরামপুরে ১২৪ বছরের একটি প্রাচীন মেলা উদ্বোধন করতে এসে এরকম ভাবেই সন্তোষ প্রকাশ করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর।

সোমবার রাজ্যেপালের সাথে রাজভবনে এসে দেখা করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় ।সেই সাক্ষাতকারই যে রাজ্য ও রাজ্যপালের সংঘাত ক্ষতের প্রলেপ হিসেবে কাজ করল এমনটাই মনে করেছে রাজনৈতিক মহল ।এরপরই এই দুই পক্ষের বৈঠক যে ইতিবাচক হয়েছিল তা বারে বারে প্রকাশ করেছেন রাজ্যপাল। ফের এ বিষয় নিয়ে মুখ খুললেন রাজ্যপাল। এবার তিনি বললেন আমি তালি বাজিয়েছি, রাজ্য সরকার সারা দিয়েছেন ।আর এতেই লাভবান হবেন রাজ্যের মানুষ। তিনি আরও বলেন ।সব মিলিয়ে রাজ্যপাল এদিন রাজ্যের বিরুদ্ধে কোনো রকম কথা না বললেও রাজ্যের সাথে তার সংঘাত আপাতত যে নেই তা তিনি বোঝালেন। হুগলীর ক্ষেত্র মোহন সার মেলা বহু যুগ ধরেই শ্রীরামপুর শহরের ঐতিহ্য। কৃষিজ পন্য থেকে মাটির পুতুল দিয়ে রামায়ন মহাভারত ছোটদের মনোরঞ্জনের যাবতীর উপকরন দিয়ে তৈরী মেলা বহুযুগ ধরেই ছোট থেকে বড়, শ্রীরামপুর বাসীর কাছে প্রানের মিলন ক্ষেত্র ছিল। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে কৌলিন্য হারাচ্ছিল ক্ষেত্র সা র মেলা। এবছর রাজ্যপালের আগমনে মেলায় বাড়তি প্রাণশক্তি সঞ্চার হবে বলে মত উদ্যোক্তাদের।

পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে লঞ্চপ্যাডগুলি সক্রিয় রয়েছে, দাবি কাশ্মীরের ডিজিপির

শ্রীনগর, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : শীতকালেও পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের লঞ্চ প্যাডগুলিতে বিপুল পরিমাণে জঙ্গিদের মোতায়ন করা হয়েছে বলে চাঞ্চল্যকর দাবি করলেন জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের ডিজিপি দিলবাগ সিং। সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টায় ছিল এই সকল জঙ্গিরা বলে জানিয়েছেন তিনি।

বুধবার দিলবাগ সিং জানিয়েছেন, মঙ্গলবার জম্মুর কাঠুয়ায় প্রবেশ করে বিএসএফ চৌকির উপর নজরদারি চালায় পাকিস্তানি ড্রোন। প্রায় ১১ মিনিট পর্যন্ত আকাশে চক্কর কাটে ড্রোনটি। বিএসএফ জওয়ানরা গুলি চালাতেই ঘটনাস্থল থেকে পাকিস্তানের দিকে চম্পট দেন ড্রোনটি। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের লঞ্চপ্যাডগুলিতে বিপুল পরিমাণে জঙ্গি সমাগম হয়েছে। ভারতে প্রবেশ করতে প্রস্তুত তারা। তাই সতর্ক রয়েছে নিরাপত্তা বাহিনী। কিরান এবং কারনা সেক্টরে সক্রিয় রয়েছে এই লঞ্চপ্যাডগুলি। সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করে অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করতে চায় পাকিস্তান মদতপুষ্ট এই সকল জঙ্গিরা। পাকিস্তানের সংঘর্ষ বিরতি লঞ্জ্ঘন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, পাকিস্তানের সংঘর্ষ বিরতি লঞ্জ্ঘন আগের তুলনায় বেড়ে গিয়েছে। কয়েক দিন আগে পাকিস্তানের ছোড়া গোলায় রাজৌরি জেলায় এক গ্রামবাসী এবং এক সেনা জওয়ান প্রাণ হারিয়েছে।

দিল্লির হুনার হাট পরিদর্শন করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : দিল্লির ইন্ডিয়া গেটের সামনে অনুষ্ঠিত হুনার হাট মেলা বুধবার পরিদর্শন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পরে নিজের ট্যুইটবার্তায় তিনি লেখেন, ভারতের বৈচিত্রের রঙ সুন্দর ভাবে তুলে ধরা হয়েছে এই মেলার মাধ্যমে। হস্তশিল্প, বস্ত্রশিল্প, এবং রন্ধন শিল্পের অসাধারণ সমাহার তুলে ধরা হয়েছে এই উদ্যোগের মাধ্যমে। হুনার হাটে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা শিল্পীদের জন্য কল্লোলিনী হয়ে উঠেছে। এদিন দুপুরে হুনার হাটে এসে হস্তশিল্প, রন্ধন শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি চেখে দেখেন লিট্টি চোখা। এক কাপ গরম চাও পান করেন তিনি। প্রতিভান হস্তশিল্পীদের সুযোগ করে দিতে এই মেলার আয়োজন করা হয়।

এর আগে মঙ্গলবার সস্ত্রীক হুনার হাট মেলায় আসেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। সেখানে তাকে অভ্যর্থনা জানান কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী মুখতার আব্বাস নকভি। বিড়লা বিভিন্ন স্টলে গিয়ে হস্তশিল্পগুলি দেখেন।

ইলেকট্রিক বাহন মামলায় নীতিন গড়করির বক্তব্য শুনতে চায় আদালত

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : রাস্তায় চলা সবকটি সার্বজনীন বাহনকে ধীরে ধীরে ইলেকট্রিক বাহনে পরিণত করার মামলায় সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গড়করি বক্তব্য শুনতে চেয়েছে।

এদিন শুনানি চলাকালীন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদে সড়ক পরিবহনমন্ত্রী নীতিন গড়করির বক্তব্য শুনতে চেয়েছেন। এই মামলার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বক্তব্যটা শোনা একান্ত জরুরি। আদালত এও জানিয়েছে যে কেন্দ্রীয়মন্ত্রী নিজে না আসতে পারলে কোনও আধিকারিক মারফত নিজের লিখিত বিবৃতি আদালতকে জমা দিতে পারে।

উল্লেখ করা যেতে পারে ১৭ জানুয়ারি এই মামলার শুনানি চলাকালীন সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে নোটিশ জারি করেছিল। পিটিশনকারী কেন্দ্রের কাছে জানতে চেয়েছে ২০১২ সালের নীতি অনুযায়ী সকল সরকারি এবং সর্বজনিন বাহনগুলিকে ইলেকট্রিক বাহনে রূপান্তর করার কথা ছিল। কিন্তু সরকার তা করেনি।

মহা শিবরাত্রিতে উপলক্ষে শোভাযাত্রার আয়োজন বাঁকুড়ায়

বাঁকুড়া, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : মহা শিবরাত্রিতে ঘটা করে হর পার্বতীর বিয়ে, বিয়ে উপলক্ষে বর্ণাঢ্য বরযাত্রীর শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে বাঁকুড়ায়।বরযাত্রীর শোভাযাত্রায় বর বেশী শিব, শিবের অনুচর নন্দী, ভৃঙ্গী, নারদ সহ বিভিন্ন ধর্মীয় চরিত্রের বেশধারীরা অংশগ্রহণ করবে।আকর্ষনীয় ও অভিনব এই শোভাযাত্রার আয়োজক বাঁকুড়ার আর পি এফ ব্যরাকের কর্মীরা। ওই দিন বিকেলের পর বরযাত্রীর শোভাযাত্রা আর পি এফ ব্যরাকের শিব মন্দির থেকে শুরু হবে, ষ্টেশন মোড়, নূতনগঞ্জ, রাসতলা, রানীগঞ্জ মোড়, মাচানতলা, পোদ্দারপাড়া, ইন্দারাগোড়া হয়ে হরেশ্বর মেলা শিবমন্দিরে পৌঁছাবে।হরেশ্বর শিবমন্দিরে হর পার্বতীর বিয়ে সম্পন্ন হবে এবং নাচ গান, ভজন কীর্তন চলবে রাত্রি পর্যন্ত। সাধারন বিয়ে বাড়ির মতো বরযাত্রীদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে।আর পি এফ তরফে জানানো হয়েছে যে বিগত তিন বছর যাবত হর পার্বতীর বিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে।ভক্তদের কাছে এ এক উপরি পাওনা।আর পি এফ ব্যরাকের প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দিরে শিবরাত্রি উপলক্ষে ব্যাপক আয়োজন করা হয়েছে।পরদিন দুপুরে উদর পূর্তি প্রসাদ বিতরণ করা হবে।

পুলওয়ামা এনকাউন্টার : সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে খতম ৩ জন সন্ত্রাসবাদী

শ্রীনগর, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গি-দমন অভিযানে পুনরায় সাফল্য পেল সেনাবাহিনী, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিয়ারপিএফ) এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি)উ দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার ত্রালে যৌথবাহিনীর সঙ্গে গুলি বিনিময় চলাকালীন খতম হয়েছে ৩ জন সন্ত্রাসবাদীউ নিহত সন্ত্রাসবাদীদের নাম হল-জাহাঙ্গির রফিক ওয়ানি, রাজা উমর মকবুল এবং উজাইর আমিন ভাট। নিহত সন্ত্রাসবাদীরা নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন ''আনসার গাজওয়া উল হিন্দ''-এর সক্রিয় সদস্য ছিল।

জম্মু ও কাশ্মীর-এর ডিজিপি দিলবাগ সিং জানিয়েছেন, ত্রালে নিহত ৩ জন সন্ত্রাসবাদীর কাছ থেকে প্রচুর গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত সন্ত্রাসবাদী জাহাঙ্গির রফিক ওয়ানি হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গি সংগঠনের কমান্ডার ছিল। আটটি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে জড়িত ছিল জাহাঙ্গির। ডিজিপি আরও জানিয়েছেন, ২০২০ সালে এ পর্যন্ত ১০টি অভিযান চালানো হয়েছে, দু''টি জম্মুতে এবং আটটি অভিযান কাশ্মীরে। কাশ্মীরে নিরস্ত্র হয়েছে ১৯ জন জঙ্গি এবং জম্মুতে ৪ জন জঙ্গি।

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের ঊর্ধতন এক কর্তা জানিয়েছেন, গোয়েন্দা সূত্রে খবর পাওয়া যায় দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার ত্রাল এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদীউ গোয়েন্দা সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে মঙ্গলবার গভীর রাতে ত্রাল এলাকায় জঙ্গি নিকেশ অভিযান চালায় সেনাবাহিনী, সিআরপিএফ এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি)।

মোবাইল নিয়ে ধরা পড়লেই পরীক্ষা বাতিল করা সিদ্ধান্ত পর্ষদের

কলকাতা,১৯ ফ্রেবুয়ারি (হি.স.):মঙ্গলবার প্রথম ভাষার পরীক্ষার মাধ্যমে শুরু হয়েচে ২০২০ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা ঊ আর পরীক্ষা শুরুর প্রথম দিনই পরপরই সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে প্রশ্নপত্র । পরীক্ষা শেষে দেখা যায়, সেটি আসল প্রশ্নপত্রের সঙ্গে মিলে গেছে ঊ বুধবার ছিল দ্বিতীয় ভাষার পরীক্ষা ঊ এদিনও ঘটে একই ঘটনা সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে প্রশ্নপত্র ।তবে,এদিন আসল প্রশ্নপত্রের সঙ্গে মিল না ছিলনা ঊ তবে, মোবাইল নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে আসা নিয়ে কড়া পদক্ষেপ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের। স্কুল শিক্ষা দফতর সুত্রে খবর, মোবাইল নিয়ে ধরা পড়লেই পরীক্ষা বাতিল করে দেওয়া হবে সেই পরীক্ষার্থীর ঊ পর্ষদের তরফে মোবাইল ফোন নিয়ে কড়াকড়ি করা হলেও কিভাবে পরীক্ষার্থীরা ফোন নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রের ভেতরে ঢুকছেন তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন ঊ পর্ষদের তরফে সোমবারই পরীক্ষা বাতিলের হুঁশিয়ারি দেওয়া হলেও বুধবার অবশ্য পর্ষদ মোবাইল নিয়ে ধরা পড়া পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা বাতিল করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা ইতিমধ্যেই জারি করেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ঊ।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বালিগঞ্জে যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বালিগঞ্জের দেওদার স্ট্রিট এলাকায় যুবকের দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। মঙ্গলবার গভীর রাতে উদ্ধার হয়েছে দেহ। ওই যুবককে খুন করা হয়েছে বলে মৃতের পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে।

জানা গিয়েছে, সুবোধ কুমার যাদব নামে ওই যুবক ৭ বছর ধরে দেওদার স্ট্রিটের একটি বাড়িতে রাঁধুনির কাজ করতেন। মঙ্গলবার রাতে ওই বাড়ির সামনে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় তাঁকে। সূত্রের খবর, এরপর মঙ্গলবার রাতেই ওই যুবকের বাড়িতে ফোন করে জানানো হয় যে, ৭ তলার ছাদ থেকে নিচে পড়ে গিয়েছেন যুবক। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছতেই পরিবারের সদস্যদের জানানো হয় যে, মৃত্যু হয়েছে সুবোধের। ছেলের মৃত্যুর খবর পেয়েই ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। অভিযোগ করেন যে, খুন করা হয়েছে সুবোধকে। তাঁদের কথায়, ৭ তলা থেকে পড়ে মৃত্যু হলে দেহে যে পরিমাণ আঘাত থাকার কথা নেই। গলায় সামান্য ক্ষত চিহ্ন রয়েছে। এতেই খুনের সন্দেহ দানা বাঁধে পরিবারের সদস্যদের মনে। ইতিমধ্যেই দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

ধূপগুড়িতে দুর্ঘটনার কবলে যাত্রীবাহী গাড়ি, আহত কয়েকজন

ধূপগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ির জলঢাকা সেতু সংলগ্ন এলাকায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ল একটি যাত্রীবাহী গাড়ি। এই ঘটনায় জখম হন গাড়িতে থাকা বেশ কয়েকজন যাত্রী। দুর্ঘটনাটি ঘটে বুধবার সকালে।জানা গেছে, একটি বাইককে বাঁচাতে গিয়ে দুর্ঘটনার মুখে পড়ে গাড়িটি। তাঁদের মধ্যে একজনকে জলপাইগুড়ি হাসপাতলে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যদিকে এদিন সকালে ময়নাগুড়ির বিডিও অফিস সংলগ্ন এলাকায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ল আর একটি যাত্রীবাহী গাড়ি। দিনহাটা থেকে ময়নাগুড়ির দিকে আসছিল গাড়িটি। এই ঘটনায় তিনজন আহত হন। ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

বুধবার রাম মন্দির ট্রাস্টের প্রথম বৈঠক, নির্বাচিত হবেন চেয়ারম্যান

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বুধবার, ১৯ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে প্রথমবারের জন্য বৈঠকে বসতে চলেছে অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের জন্য তৈরি হওয়া রাম মন্দির ট্রাস্ট-'রামজন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র'ঊ দিল্লিতে আয়োজিত রামজন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্টের বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন উত্তর প্রদেশের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব এবং প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি (স্বরাষ্ট্র) অবনীশ কুমার অবস্থিঊ রামজন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্রে ট্রাস্টের প্রধান কে পরাসরণের দিল্লির বাসভবনে এই বৈঠক হবেঊ এই বৈঠকেই নির্বাচিত হতে পারেন নরেন্দ্র মোদী সরকার দ্বারা গঠিত ট্রাস্টের চেয়ারম্যান।

বিস্ফোরক বাবুল

আটের পাতার পর

দুঃসময়ে তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাপস পালের পাশে দাঁড়াননি। রবীন্দ্রসদনে মরদেহ শায়িত। সেখানে গিয়েও রাজনীতি করছেন মুখ্যমন্ত্রী। আসলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থান-কাল জ্ঞান নেই। আজকে উনি বিজেপি সরকারকে দুষছেন, এতদিন কোথায় ছিলেন! ভুবনেশ্বরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, তখন তো পাশের ঘরে তাপস পালও ছিলেন। একবারও কি তখন মনে পড়েনি ওঁর সঙ্গে দেখা করার কথা! তাপস পালের সেগুলো খারাপ লাগেনি! নিশ্চয় লেগেছেঊআজ ওঁর মুখে এই কথাগুলো বেনমানান। যেই তৃণমূলে যায়, তারই জীবন শেষ হয়ে যায়। মরে যাওয়ার পর কেন রাজনীতি করছেন মমতা' প্রশ্ন তুলে তোপ বাবুলের।

তিন আরও বলেন , 'শিল্পী তাপস পালকে সবাই মনে রাখবে। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষে আমাদের প্রত্যেকেরই তো কাটাছেঁড়া হয়। ওঁর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। বেশ কিছু কাজের জন্য উনি সমালোচিত হয়েছেন। কিন্তু আজ সেসব কথা বলার সময় নয়'।

মঙ্গলবার ভোর চারটে নাগাদ মুম্বইয়ের হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে জীবনাবসান হয়েছে প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ তথা অভিনেতা তাপস পালেরঊ বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি ঊ মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে মুম্বই গিয়েছিলেন তিনি। মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। মঙ্গলবার ভোররাতে বিমান ধরার আগেই বুকে ব্যথা অনুভব করেন । ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। রাখা হয় ভেন্টিলেশনে ঊ মাঝে চিকিতায় সামান্য সাড়া দিলেও, ভোর চারটে নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ। ৬১ বছর বয়সে মৃত্যু হল অভিনেতারঊবুধবার গল্ফগ্রিনের বাড়ি থেকে মরদেহ প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় টেকনিশিয়ান স্টুডিয়োতে ঊ তারপর রবীন্দ্রসদনে শায়িত রাখা হয় তাপস পালের মরদেহ ঊ সেখান থেকে কেওড়াতলা শ্মশানে নিয়ে যাওয়া দেহ ঊ কেওড়াতলা মহাশ্মশানে গান স্যালুটে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হল অভিনেতা তাপস পালের।

অর্ধলক্ষাধিক মানুষ

তিনের পাতার পর

এর প্রভাব সরাসরি সমাজে পড়ছে। কারণ শিক্ষিত মানুষ নিজের ঘরবাড়ি, নিজের জন্মস্থান ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ায় একসময়ের শিক্ষিত অঞ্চল বলে পরিচিত দুল্লভছড়ার শিক্ষার হারও ধীরে ধীরে নিম্নগামী হচ্ছে। এলাকার ভবিষ্যত প্রজন্ম একদিকে যেমন চিকিৎসা সেবার অভাবে শারীরিকভাবে দুর্বল হচ্ছে, ঠিক তেমনি শিক্ষিতের হার কমে যাওয়ায় সমাজও ধীরে ধীরে দুর্বল হচ্ছে। এলাকার সচেতন নাগরিকরা এর জন্য সরকার এবং স্থানীয় বিভাগীয় উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের দায়ী করছেন।

অনেকে অভিযোগ করে বলেন, সরকার সুবিশাল ভবন ও সরকারি চিকিৎসক নিয়োগ করেই দায়িত্ব সেরে নিয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে এই সুবিশাল ভবন জনগণের কোনও কাজে লাগছে কি না? সরকারি চিকিৎসক ঠিকমতো জনগণকে চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছেন কি না? এ সবের আর কোনও খোঁজ খবর রাখছে না। রাজ্যের প্রভাবশালী বিভাগীয় মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা গ্রামীণ চিকিৎসাসেবার উন্নতিকল্পে যতই বড় বড় কথা বলুন, বাস্তব চিত্র কিন্তু অন্য কথা বলছে। আধুনিক সভ্যতার যুগে মানুষ যখন মঙ্গলগ্রহে বাস করার চিন্তা করছে, তখন দুল্লভছড়া অঞ্চলের প্রাথমিক চিকিৎসা সেবার বাস্তব চিত্র প্রত্যক্ষ করলে মনে হবে, স্বাধীনতার ৭৩ বছর পরও আধুনিক সভ্যযুগের কোনও আলো এখন পর্যন্ত এই অঞ্চলে পৌঁছায়নি।

স্থানীয় ভুক্তভোগী বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর জনগণ স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, তাঁরাও স্বাধীন ভারতের জনতা। প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা ও প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার তাঁদেরও রয়েছে। বেঁচে থাকার জন্য এই ন্যূনতম অধিকার থেকে যেন তাঁদেরকে বঞ্চিত করা না হয়।

জানা গেছে, নিজের এলাকার চিকিৎসা কেন্দ্রগুলির বেহাল অবস্থা নিয়ে গতকাল মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন রাতাবাড়ির বিধায়ক বিজয় মালাকার। রাতাবাড়ি বিধানসভা এলাকার প্রধান দুই চিকিৎসা কেন্দ্র রামকৃষ্ণনগর ও দুল্লভছড়া হাসপাতালের ভেঙে পড়া চিকিৎসা পরিষেবার বাস্তব চিত্র বিভাগীয় মন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার কাছে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন বিধায়ক বিজয়। বিধায়কের কাছ থেকে সবকিছু বিস্তারিতভাবে শুনে মন্ত্রী হিমন্তবশ্ব বিধায়ক মালাকারকে রাষ্ট্রীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের কার্যনির্বাহী অধিকর্তা ডা. অচ্যুতচন্দ্র বৈশ্যের সাথে দেখা করতে বলেন। মন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী বিধায়ক বিজয় মালাকার বিভাগীয় কার্যনির্বাহী অধিকর্তা ডা. অচ্যুতচন্দ্র বৈশ্যের সাথে দেখা করে সবিস্তারে সবকিছু তাঁর কাছেও তুলে ধরেন। বিধায়কের কাছ থেকে সব শুনে জনগণের অসুবিধার কথা অনুধাবন করতে পেরে মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে রামকৃষ্ণনগর হাসপাতালে ২ জন ও দুল্লভছড়া মডেল হাসপাতালে ২ জন চিকিৎসককে স্থায়ীভাবে পাঠানো হবে বলে বিধায়ককে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বিভাগীয় কার্যনির্বাহী অধিকর্তা ডা. অচ্যুতচন্দ্র বৈশ্য। রামকৃষ্ণনগর ও দুল্লভছড়াবাসী জনগণের ভাগ্যে শেষপর্যন্ত চিকিৎসা সেবা জুটবে কি না তা একমাত্র সময়ই বলতে পারবে।

যানবাহন আইন লঙ্ঘন : একদিনে তিন লক্ষ টাকা জরিমানা-সহ ১৭টি গাড়ি বাজেয়াপ্ত অসমে

ছয়গাঁও (অসম), ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : যানবাহন আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে এক দিনে তিন লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করেছেন পরিবহণ পরিবহণ দফতর ও সাধারণ প্রশাসনের আধিকারিকরা। কামরূপ জেলা পরিবহণ আধিকারিক (ডিটিও) গৌতম দাস বুধবার এই খবর দিয়েছেন।

তিনি জানান, কামরূপ জেলার ছয়গাঁও এবং ছয়গাঁওয়ের বিভিন্ন এলাকায় জেলার সাধারণ প্রশাসন, কামরূপ জেলা পরিবহণ দফতর এবং পুলিশ কর্মীরা মঙ্গলবার যানবাহন আইন লঙ্ঘনকারী গাড়িঘোড়ার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিলেন। এদিন সকাল ১১.৩০ মিনিট থেকে ছয়গাঁও থানার সামনে যৌথ অভিযান শুরু করেছিল পরিবহণ দফতর। অভিযানে বহু যানবাহন নির্দিষ্ট আইন না মানছে না দেখে সেই সব গাড়ি থেকে জরিমানা আদায় করেছেন। ডিটিও দাস জানান, ছয়গাঁও থানার সামনে অভিযান চালিয়ে তাঁরা জারাবাড়ি, ঠাকুরপাড়া, গুমি, মাজগুমি ইত্যাদি বিভিন্ন এলাকায় তালাশি চালিয়ে মোট ৩ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করতে সক্ষম হয়েছেন।

ডিটিও গৌতম দাস বলেন, রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্য বেঁধে দিয়েছে সরকার। তাই সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে চেষ্টা চালাচ্ছেন তাঁরা। তিনি বলেন, যানবাহন আইন ভঙ্গকারীরা নির্দিষ্ট বিধি মানছেন না। নিয়ম হল, পারমিট রাখা, ফিটনেস সার্টিফিকেট রাখা, বিমা থাকা, প্রদূষণের প্রমাণপত্র ইত্যাদি গাড়িগুলিতে মজুত রাখতে হবে। এই সব নিয়ম মানা হচ্ছে কিনা তা যাচাই করতে জেলার সাধারণ প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালানো হয়েছিল। ডিটিও আরও বলেন, ঈশ্বর না করুন, আইন ভঙ্গকারী গাড়িঘোড়া যদি কখনও দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়, তা-হলে কোনও যাত্রী বা চালক বিমার সুবিধা বা ক্ষতিপূরণ পাবেন না।

যানবাহনগুলিতে ওঠার আগে যাত্রীদের এ সব নথিপত্র পরীক্ষা করে উঠতে বলেছেন ডিটিও গৌতম দাস। মালিক, চালক এবং সংশ্লিষ্ট মটর সংগঠনগুলোকে এ-ব্যাপারে সজাগ হতে আহ্বান জানান তিনি। গৌতমবাবু আরও বলেন, যানবাহনগুলো যদি কর না দেয়, তা-হলে সরকার রাস্তাঘাট কী করে বানাবে। মঙ্গলবারের অভিযানে গাড়ির আরসি, চালকের লাইসেন্স, প্রদূষণের প্রমাণপত্র ছাড়াও অ্যাল্টো, ডিআই, ডাম্পার, পণ্যবাহী ট্রাক, যাত্রীবাস, ম্যাজিক-সহ মোট ১৭টি গাড়ি তাঁরা বাজেয়াপ্ত করেছেন। অভিযানে ছিলেন, পরিবহণ দফতরের আধিকারিক রঞ্জিত গগৈ, রমাকান্ত পাসি, জয়ন্ত পাটগিরি, জেলা প্রশাসনের অফিসার, পুলিশ অফিসার-কর্মী। গৌতম দাস বলেন, এই শেষ নয়, এ ধরনের অভিযান আরও চালানো হবে।

বাস না পাওয়ায় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে গাড়ি পাঠিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌছাল কলকাতা পুলিশ

কলকাতা,১৯ ফ্রেবুয়ারি (হি.স.):ফের মানবিকতার নজির গড়ল কলকাতা পুলিশ ঊ বিপদের আঁচ বুঝেই সাহায্যের হাত বাড়াল পুলিশ ঊ মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে ২০২০ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা ঊ বুধবার মাধ্যমিক পরীক্ষার দ্বিতীয় ভাষার পরীক্ষা ঊ দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পরও বাস না-পাওয়া এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে গাড়ি পাঠিয়ে সেন্টারে পৌছে দিল কলকাতা পুলিশ ঊ

বাগবাজার মালটিপারপাস স্কুলের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী অন্তরা বাকুলির সেন্টার পড়েছে হোলি চাইল্ড স্কুলে ঊ সকালে বাবা-মায়ের সঙ্গে বেরনোর পর দীর্ঘক্ষণ বাসের জন্য অপেক্ষা করলেও সে বাস পায়নি ঊ আর কিছুক্ষণের অপেক্ষাতেই সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে কলকাতা পুলিশঊ শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় থেকে ওই পরীক্ষার্থীর জন্য একটি পুলিশের গাড়ি পাঠায় বড়তলা থানা। সেই গাড়িতেই তুলে নেওয়া হয় অন্তরা ও তার বাবা-মাকেঊপরীক্ষা শুরুর আগে পরীক্ষা দিতে পারে সে ঊ

মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে ১৮ ফ্রেবুয়ারি (মঙ্গলবার) প্রথম ভাষা-র পরীক্ষার মাধ্যমে ঊ বুধবার ১৯ ফ্রেবুয়ারি দ্বিতীয় ভাষার পরীক্ষা হল ঊ ২০ ফ্রেবুয়ারি (বৃহস্পতিবার) ভূগোল ঊ ২২ ফেবুয়ারি (শনিবার) ইতিহাসঊ ২৪ ফ্রেবুয়ারি (সোমবার) অঙ্ক ঊ ২৫ ফ্রেবুয়ারি (মঙ্গলবার) ভৌত বিজ্ঞান ঊ ২৬ ফ্রেবুয়ারি (বুধবার) জীবন বিজ্ঞান ঊ ২৭ ফ্রেবুয়ারি (বৃহস্পতিবার) ঐচ্ছিক বিষয়ের মাধ্যমে শেষ হবে ২০২০-র মাধ্যমিক পরীক্ষা

মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্র ফাঁসে পরীক্ষার্থী আটক

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি. স.): মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্র ফাঁসে পুলিশ এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে আটক করেছে।

রতুয়া থানার সামসী এলাকা থেকে তাকে ধরা হয়। আজ ইংরেজী প্রশ্নপত্র টিকটক সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে ২০ মিনিটেই ছড়িয়ে পড়ে। সেই ভিডিও দেখে পুলিশ তদন্ত করে একজনকে আটক করে। সূত্রের খবর, শেখ ওসমান নামে বাহারাল স্কুলের এক ছাত্রকে (রোল নম্বর ০০৭৭) আরএ (রিপোর্টেড এগেন্সট) করা হয়েছে। অভিযোগ, বৈদ্যনাথপুর হাই স্কুলের ৩১ নম্বর ঘর থেকে সে তার মোবাইল ফোনের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র বাইরে পাঠিয়ে দেয়। তাকে জেরা করা হচ্ছে

নির্বাচন কমিশন

আটের পাতার পর

এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণে নির্বাচন আধিকারিকরাও।

নির্বাচন আধিকারিকরা এদিন প্রকাশ্যে কিছু না বললেও নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, জেলাশাসকদের পুরভোটের জন্য তৈরি থাকতে বলেছে নির্বাচন আধিকারিক। এমনকি কোথায় কত ভোট কেন্দ্র, বুথ ও ভোটকর্মী রয়েছে সবকিছুর সাথে সমন্বয় রেখে কাজ করতে বলা হয়েছে জেলাশাসকদের। এদিন পুরভোটের প্রাথমিক আলোচনার পর জানা গেছে যেহেতু অন্তত ২৫ দিনের অন্তর রেখে ভোটের দিন ঘোষণা করতে হয় তাই মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ নাগাদ বিজ্ঞপ্তি জারি করবে কমিশন কর্তৃপক্ষ।

কমিশন সূত্রে আরও খবর, অনলাইনের মাধ্যমেই পুরভোট সংক্রান্ত অভিযোগ জানানো যাবে, এজন্য নতুন পদ্ধতি চালু করতে চলেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। প্রার্থীর সম্পূর্ণ হলফনামা আনলাইনে আপলোড করতে হবে।

আগামী ১২ এপ্রিল কলকাতা ও হাওড়া পুরসভায় ভোট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নবান্নের তরফে চিঠি দিয়ে নির্বাচন কমিশনকে এমনটাই জানানো হবে বলে সূত্রের খবর। এরপর এপ্রিলের ২৬ ও ২৭ তারিখে বাকি পুরসভাগুলিতে ভোট করানোর কথা ভাবছে রাজ্য। সল্টলেক ও আসানসোল পুরসভার মেয়াদ শেষ হবে ১৬ অক্টোবরঊ তাই ওই দুই পুরসভার ভোট হবে পুজোর পর। অন্যদিকে, ব্যারাকপুরে মোট আটটি পুরসভা যোগ হবে। অর্থাৎ ব্যারাকপুর এখন কর্পোরেশন হয়ে যাবে। তাই সেখানেও এপ্রিলে ভোট হচ্ছে না। সে কারণে মোট ১০২টি পৌরসভায় ভোট এপ্রিলে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।

মৃত মহিলা

আটের পাতার পর

ওই মহিলার। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় ব্যবসায়ীরা আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে তাঁর আঘাত গুরুতর না হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ ও দমকল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘাতক গাড়িটিকে চালক সহ আটক করা হয়েছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতাল পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

ত্রিপুরা

● **প্রথম পাতার পর**

নির্বাচনে কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে না। তাই, কংগ্রেস কোন প্রার্থী দেয়নি।

করোনা সংক্রমণে চিনে প্রাণ হারালেন ২,০০৪ জন

বেজিং, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। পরিস্থিতি দিন দিন ক্রমশই ভয়াবহ হয়ে উঠছে! চিনে করোনাভাইরাস সংক্রমণে মৃত্যু থামার কোনও লক্ষণই নেই। বিগত ২৪ ঘন্টায় চিনে করোনা-হানায় প্রাণ হারালেন আরও ১৩৬ জন। নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৭৪৯ জন। আরও ১৩৬ জনের মৃত্যুর পর চিনে করোনা-হানায় মৃত্যুর সংখ্যা পৌঁছেছে ২,০০৪ -এ। মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত সমগ্র চিনে আক্রান্তের সংখ্যা ৭৪,১৮৫ জন।

বুধবার সকালে চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন জানিয়েছে, করোনাভাইরাসের হানায় মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে আরও ১৩৬ জনের। ১৩৬ জনের মধ্যে ১৩২ জনেরই মৃত্যু হয়েছে হুবেই প্রদেশে। সবমিলিয়ে এখনও পর্যন্ত চিনে মৃতের সংখ্যা ২,০০৪। হুবেই-সহ চিনের অন্যান্য প্রদেশে আক্রান্তের সংখ্যা ৭৪,১৮৫ জন। হুবেই প্রদেশে আরও ১৩২ জনের মৃত্যু, নতুন করে আক্রান্ত ১,৬৯৩ করোনাভাইরাসের উৎপত্তিস্থল চিনের হুবেই প্রদেশে বিগত ২৪ ঘন্টায় প্রাণ হারালেন আরও ১৩২ জন।

হুবেই প্রদেশেই নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৬৯৩ জন। হুবেই প্রাদেশিক স্বাস্থ্য কমিটি জানিয়েছে, মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত হুবেই প্রদেশে আরও ১৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে। নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৬৯৩ জন। হুবেই প্রদেশে এখনও পর্যন্ত মোট ১,৯২১ জনের মৃত্যু হয়েছে, সংক্রমিত ৬১,৬৮২ জন। এখনও পর্যন্ত হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ৯,১২৮ জনকে।

কদমতলার ভূগর্ভে গ্যাসের সন্ধান পেয়েছে ওএনজিসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারী।। উত্তর ত্রিপুরার কদমতলা ব্লকের অন্তর্গত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বড়গুল গ্রামে জনৈক কৃষকের জমির নীচে গ্যাসের সন্ধান পেয়েছে ওএনজিসি।

গ্যাসের সন্ধানে ওএনজিসি-র এক বিশেষ দল গত মাস-তিনেক ধরে কদমতলা ব্লকের ভারত-বাংলা সীমান্তবর্তী রানিবাড়ি থেকে প্রেমতলা পর্যন্ত সম্ভাব্য জায়গায় বোরিং করে গ্যাসের সন্ধান করছিল। লাগাতার প্রচেষ্টার পর তিনদিন আগে স্থানীয় বড়গুল গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা গৌরাঙ্গ নমশূদ্রের কৃষিজমিতে গ্যাসের সন্ধানে অত্যাধুনিক যন্ত্র দিয়ে খনন শুরু করেন ওএনজিসি-র কর্মীরা। কৃষিজমিতে খননের সময় সিআরপিএফ জওয়ানরা এলাকাকে নিরাপত্তার খাতিরে ঘিরে ফেলেন।

ওএনজিসি-র কর্মী এবং সিআরপিএফ জওয়ান ছাড়া সাধারণ জনগণকে বোরিংস্থান থেকে প্রায় দুশো মিটার দূরত্বে রাখা হয়। দুদিন বোরিঙের পর আজ বুধবার গৌরাঙ্গ নমশূদ্রের কৃষি জমির ১৮০ ফুট গভীরে পর্যায়ক্রমে ৫০টি হাইপাওয়ার ডিনামাইট ব্লাস্ট করিয়ে গ্যাস বের করা হয়। এর পর গ্যাসের নমুনা সংগ্রহ করে তা পরীক্ষার জন্য নিয়ে যান ওএনজিসির আধিকারিকরা।

এদিকে ওএনজিসি-র বিশেষ টিমের জনৈক আধিকারিক জানান, তাঁরা গত তিন মাস যাবৎ এই এলাকায় গ্যাসের সন্ধানে সার্ভে চালাচ্ছেন। অবশেষে তিন দিন আগে বড়গুল এলাকায় জনৈক গৌরাঙ্গ নমশূদ্রের কৃষি জমিতে ড্রিলিং করে তাঁরা আশার আলো দেখছেন, বলেন আধিকারিকটি। এই কৃষিজমিতে গ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি।

অপরদিকে কৃষি জমির মালিক গৌরাঙ্গ নমশূদ্র জানান, তিন দিন আগে ওএনজিসি-র একটি দল অনুমতি নিয়েই তার কৃষি জমিতে গ্যাসের সন্ধানে বোরিঙের কাজ শুরু করেছিলেন। আজ ভূগর্ভ থেকে গ্যাসের নমুনা তুলে নিয়ে গেছেন তাঁরা। তিনিও আশা প্রকাশ করে বলেছেন, তাঁর জমিতে গ্যাস পাওয়া যেতে পারে।

উল্লেখ্য, এর আগেও উত্তর ত্রিপুরার কদমতলা ব্লকের অন্তর্গত পিয়াড়িছড়া এলাকায় গ্যাসের অবস্থান পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু সে সময় উন্নতমানের প্রযুক্তি না থাকায় সেখান থেকে গ্যাস না তুলে অদৃশ্য কারণে ফের মাটি চাপা দিয়ে দেন ওএনজিসি কর্তৃপক্ষ। এবার যাতে সে ধরনের কিছু না ঘটে তার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবদার জানিয়েছেন গ্রামের মানুষ। এদিকে গ্যাসের সন্ধানে ওএনজিসি সফল হয়েছে খবরে গোটা কদমতলা-সহ উত্তর ত্রিপুরাজুড়ে খুশির আবহ তৈরি হয়েছে। উচ্ছসিত কৃষি জমির মালিক গৌরাঙ্গ নমশূদ্র ও তাঁর পরিবারবর্গ।

ছত্রাক

● **প্রথম পাতার পর**

কথায়, খাবারের গুণমান এবং মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিয়ে কোন আপস করা হবে না। তাই, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ এবং স্বাস্থ্যকর খাবার পরিবেশন না করা পর্যন্ত অশোকা ও চন্দনা হোটেলের লাইসেন্স সাময়িক স্থগিত করা হয়েছে। তিনি বলেন, আগরতলায় সমস্ত হোটেলে অভিযানে যাবে মহকুমা প্রশাসন। কোনও অব্যবস্থা ধরা পড়লেই কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে, কড়া বার্তা দিলেন তিনি।

মাধ্যমিকে

● **প্রথম পাতার পর**

থাকে। অন্যদিকে সরকারী অধিকারীকদের বদলী হচ্ছে দ্রুত। যে কারণে কাস্টডিয়ান নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়। এখন থেকে কাস্টিডিয়ানের দায়িত্ব দেওয়া হবে প্রধান শিক্ষক ও বিদ্যালয় পরিদর্শকদের। সর্ব সম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগরতলা কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকে বোর্ড। কিন্তু আগরতলার বাইরে সারা রাজ্যে কেন্দ্র রয়েছে ৫২টি। সেই ক্ষেত্রে এবার কাস্টডিয়ানরা সকলেই নতুন। পরীক্ষার বিভিন্ন ধাপ কিভাবে পরিচালনা করতে হবে সেই সম্পর্কে সচেতন করতেই এই পর্যালোচনা বৈঠক বলে জানান ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ডঃ ভবতোস সাহা। তিনি জানান, এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার এবং উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ২৭ হাজার। উচ্চ মাধ্যমিকে পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে ৬০ টি এবং মাধ্যমিকে প্রায় ৭৬ টি।

তোলার

● **প্রথম পাতার পর**

অভিজিৎ পাল নামে এক ব্যক্তি এই ঘটনার মূল চক্রী বলে জানান আক্রান্ত ঠিকেদার জহর পাল। ঐ ব্যক্তি টেলিফোনে তার কাছে নাকি ১০ লক্ষ টাকা দাবি করেছিল বলেও তিনি জানান। তার নেতৃত্বেই এই হামলা সংগঠিত হয়েছে বলে অভিযোগ।

এব্যাপারে এডি নগর থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তারের সংবাদ নেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভে ফুঁসছেন ঠিকেদাররা। অল ত্রিপুরা কন্ট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশন বিষয়টি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বুধবার বৈঠকে মিলিত হয়। তারা ঠিকেদারদের পুর্ননিরাপত্তার দাবি জানিয়েছে। এমর্মে ঠিকাদাররা একজোট হয়ে এডি নগর থানায় ডেপুটেশন দেন এবং হামলাকারীকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করার দাবী জানিয়েছেন।

মন্ত্রিসভা

● **প্রথম পাতার পর**

ও তার বিকাশে সরকারকে সহায়তা করা। এখনও অবধি কমিশন ২৭৭ টি রিপোর্ট দিয়েছে। পূর্ণ মেয়াদের জন্য আইন কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য সচিবসহ পুরো মেয়াদের জন্য ৪ জন সদস্য নিয়োগ করা হয়েছে।

সাংবাদিকদের আবাসানের ভূমি পরিবদর্শন সরকারী ও প্রেসক্লাবের প্রতিনিধিদের

আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যে কর্মরত সাংবাদিকদের জন্য বরাদ্ধ আবাসনের ভূমি আজ পরিদর্শন করে আগরতলা প্রেসক্লাব ও সরকারী আধিকারিকদের এক প্রতিনিধি দল। আগরতলা হাইকোর্ট সংলগ্ন এলাকা প্রায় এক একর জমি রাজ্য সরকার বরাদ্ধ করেছে কর্মরত সাংবাদিকদের আবাসানের জন্য। এই জমি পরিদর্শনকালে যত দ্রুত সম্ভব আবাসন নির্মাণের কাজ শুরু করার জন্য দাবী জানায় প্রেসক্লাবের প্রতিনিধিরা। প্রতিনিধি দলে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর ওএসডি সঞ্জয় মিশ্র, তথ্য অধিকর্তা রতন বিশ্বাস, সদরের এসডিএম অসীম সাহা, আগরতলা প্রেসক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকার, সহ- সম্পাদক দীপন্ত মজুমদার, সদস্য অভিষেক দে প্রমুখ। প্রেসক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকার এই সংবাদ জানান।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অ্যাটলেটিকোর কাছে নতিস্বীকার লিভারপুলের

মাদ্রিদ: টুর্নামেন্টের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন তারা। তার উপর চলতি মরশুমে প্রিমিয়র লিগে দুর্বার গতিতে ছুটছে তাদের বিজয়রথ। তাই এগিয়ে থেকেই মঙ্গলবার মেট্রোপলিটানো স্টেডিয়ামে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের মুখোমুখি হয়েছিল জুর্গেন ক্লপের ছেলেরা। কিন্তু খানিকটা অবাক করে রাউন্ড ১৬-র প্রথম লেগে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের কাছে হেরে বসল ''দ্য রেডস''। স্বল্প সুযোগে বাজিমাত দিয়েগো সিমোনের ছেলেদের।

ম্যাচের বিশ্লেষণে বসলে দেখা যাবে গোটা ম্যাচে ৭৩ শতাংশ বল নিজেদের দখলে রাখলেও একটিও শট এদিন অন টার্গেট রাখতে ব্যর্থ সালাহ-ফিরমিনোরা। ম্যাচের ফলাফল এদিন নির্ধারিত হয়ে যায় ম্যাচের চতুর্থ মিনিটেই। কোকের কার্লিং কর্নার লিভারপুল বক্সে এসে পড়লে তা ঠিকঠাক প্রতিহত করতে ব্যর্থ হন ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার ফ্যাবিনহো। জটলার মধ্যে থেকে বল গিয়ে জমা পড়ে ফাঁকায় দাঁড়িয়ে থাকা সাউল নিগুয়েজের পায়ে। গোলরক্ষক অ্যালিসন বেকারকে পরাস্ত করে আলতো প্লেসিংয়ে বল জালে জড়িয়ে দিতে ভুল করেননি স্প্যানিশ মিডফিল্ডার।ভার্জিল ভ্যান ডাইকের ভুলের সুযোগ নিয়ে দ্বিতীয়বার ম্যাচে গোলের খুব কাছে পৌঁছে যায় লাল-সাদা ব্রিগেড। কিন্তু এক্ষেত্রে আলভেরো মোরাতা ও গোলের মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ান অ্যালিসন। ২৬ মিনিটে পালটা তিনকাঠিতে বল রেখে দলকে সমতায় ফেরালেও ফিরমিনো অফসাইডে থাকায় বাতিল হয় লিভারপুলের গোল। ঘরের মাঠে এগিয়ে থেকেই প্রথমার্ধে লকাররুমে যায় অ্যাটলেটিকো।দ্বিতীয়ার্ধে গোল তুলে নিতে আরও তেড়েফুঁড়ে শুরু করে লিভারপুল। মানেকে তুলে ডিভোক ওরিগিকে মাঠে নামিয়ে দেন ক্লপ। অ্যাটলেটিকো রক্ষণে আক্রমণের চাপ বাড়ান সালাহরা। ৫৩ মিনিটে সালাহর ফ্রি-হেডার বাইরে যায়। রক্ষণ সংগঠিত করে লিভারপুলের আক্রমণের চাপ দুর্দান্ত সামাল দিতে থাকেন অ্যাটলেটিকোর রক্ষণভাগের ফুটবলাররা। সালাহকেও শেষদিকে তুলে নেন লিভারপুল বস। কিন্তু দিনটা কোনওভাবেই তাদের ছিল না।শেষ ১০ মিনিট হতাশা বাড়িয়ে চোট নিয়ে মাঠ ছাড়েন অধিনায়ক হেন্ডারসন। নির্ধারিত সময়ে একটি শটও অন টার্গেট রাখতে ব্যর্থ ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ০-১ গোলে হেরেই মাঠ ছাড়ে। মানেকে তুলে নেওয়া প্রসঙ্গে ক্লপ জানান, ''ওরা মানেকে টার্গেট করেছিল। ওরা চাইছিল মানে যাতে মাথা গরম করে হলুদ কার্ড দেখে।'' আর ম্যাচ হার প্রসঙ্গে লিভারপুল বসের কথায়, ''ফাইনাল থার্ডে আমরা খেই হারিয়ে ফেলেছি। বক্সে ওরা দারুণ ডিফেন্স করেছে।'' ১১ মার্চ ফিরতি লেগে অ্যানফিল্ডে মুখোমুখি হবে দুই দল।

ফুটবল ছাড়ছেন বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক, এক যুগের অবসান

বিশ্বকাপ জিতেছিলেন। স্প্যানিশ ফুটবলের রূপকথার নায়ক তিনি। সেই ইকের ক্যাসিয়াসই সমস্ত ধরনের ফুটবল থেকে অবসর নিলেন। ২৪ ঘণ্টা আগেই ক্যাসিয়াস জানিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট পদের জন্য নির্বাচনে লড়বেন। সেই ঘোষণার পরেই পোর্তো এফসির প্রেসিডেন্ট জর্জে নুনো পিন্টো দা কোস্তা জানিয়ে দিলেন, অবসর নিচ্ছেন মহাতারকা।মঙ্গলবার পর্তুগিজ মিডিয়াকে দেওয়া সাক্ষাতকারে পোর্তো সভাপতি জানিয়ে দেন, ''স্প্যানিশ ফুটবল সংস্থায় নির্বাচনে লড়ার আগে ক্যাসিয়াস আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। সেখানেই আমাকে জানায়, ও অবসর নিতে চলেছে।''রিয়াল মাদ্রিদ থেকে ২০১৫-এ পোতর্োয় যোগ দিয়েছিলেন তারকা গোলকিপার। গত বছর এপ্রিলে হৃতরোগে আক্রান্ত হন তিনি। তারপর থেকে কোনও প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে অংশ নেননি তিনি।

বর্তমান প্রজন্মের অন্যতম সেরা গোলকিপার হিসেবে মানা হয় তাঁকে। তাঁর অধিনায়কত্বেই একদশক আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় বিশ্বকাপ জিতেছিল স্পেন।জাতীয় দলের জার্সিতে ১৬৭ টি ম্যাচে অংশ নিয়েছেন। বিশ্বকাপ জেতার পাশাপাশি দুটো ইউরোও জিতেছেন তিনি (২০০৮ ও ২০১২)। আন্তর্জাতিক ফুটবলের পাশাপাশি ক্লাব ফুটবলেও সমানভাবে উজ্জ্বল তিনি। রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে ৭০০টিরও বেশি ম্যাচ খেলেছেন। রিয়ালের জার্সিতে পাঁচটা লা লিগা জেতার সঙ্গে তিনবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শিরোপাও অর্জন করেছেন।

কোহলির গলায় অবসরের সুর! জানিয়ে দিলেন আর ক-বছর খেলবেনযাইহোক, ক্যাসিয়াস খেলা থেকে অবসর নেওয়ার পরে আপাতত প্রশাসনে আসতে ইচ্ছুক। বর্তমান সভাপতি লুইস রুবালেসের পরিবর্ত হিসেবে উঠে এসেছে ক্যাসিয়াসের নাম।

বিশ্ব ক্রিকেটে সবচেয়ে শক্তিশালী দুই দল কারা? বেছে নিলেন ব্রেট লি

মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হচ্ছে শুক্রবার থেকে। সেই প্রতিযোগিতায় ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার দিকে বিশেষ নজর রাখতে চাইছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন পেসার ব্রেট লি।উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া। আইসিসির সরকারি ওয়েবসাইটে এই প্রতিযোগিতা নিয়ে ব্রেট লি লিখেছেন, ''টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে মহিলাদের ক্রিকেট পরবর্তী পর্যায়ে উঠতে চলেছে। আমি গর্বিত যে, এই ঐতিহাসিক প্রতিযোগিতার আয়োজক হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া। সিডনিতে প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া ও ভারত খেলবে। সেই ম্যাচ থেকেই বোঝা যাবে প্রতিযোগিতা কোনদিকে গড়াচ্ছে। কারণ, বিশ্ব ক্রিকেটে এই দুই দলই সবচেয়ে শক্তিশালী।''হরমনপ্রীতের ভারতীয় দল নিয়ে ব্রেট লি-র মূল্যায়ন, ''হরমনপ্রীত কউর, স্মৃতি মন্ধানা, জেমাইমা রডরিগেজ ও শেফালি ভার্মারা ব্যাটিং বিভাগে থাকায় ভাল করে লক্ষ্য রাখতে হবে ভারতের জন্য। ওরা এই প্রতিযোগিতাকে অন্য মাত্রা দিতে পারে। যদি টুর্নামেন্ট ঠিকঠাক এগোতে পারে, তবে আকাশই হতে চলেছে এর একমাত্র সীমা।''সিডনি, পারথ ক্যানবেরা ও মেলবোর্নে খেলা হবে বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো। ব্রেট লিখেছেন, ''এই মাঠগুলো বিশ্বের সেরা মাঠের মধ্যে পড়ে। তবে মেলবোর্ন সবার চেয়ে স্পেশ্যাল। এখানেই টেস্ট অভিষেকে আমি পাঁচ উইকেট নিয়েছিলাম।''মহিলাদের ক্রিকেট নিয়ে ব্রেট লি-র উপলব্ধি, ''মহিলাদের ক্রিকেট আমাকে অবাক করে চলেছে। প্রমাণ করছে যে, চ্যালেঞ্জগুলো নেওয়া যায়। এই প্রতিযোগিতা হতে চলেছে ইতিহাসের অংশ হয়ে ওঠার সুযোগ, স্মৃতি তৈরি করার হাতছানিও। যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম থেকে যাবে।''

আরও তিনবছর চুটিয়ে খেলব, তারপর ভাবব: বিরাট

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলতে নামার ৪৮ ঘণ্টা আগে অবসরের সুর শোনা গেল ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলির গলায়। তবে এক্ষুণি নয়। কোহলি জানিয়েছেন, আরও তিনবছর সব ফরম্যাটের ক্রিকেটে চুটিয়ে খেলবেন তিনি। তারপর চিন্তা করবেন পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে। সাংবাদিক বৈঠকে কিং কোহলি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, বয়স এবং ওয়ার্ক লোড নিয়ে তিনি লুকোচুরি পছন্দ করেন না। তাঁর কথায়, ''সব ধরনের ক্রিকেট খেলা মানে একটা ধকল আছে। সারা বছর খেলতে হয়। সেইসঙ্গে রয়েছে ট্যুর। একটা বয়সের পর শরীর আর সেটা নেবে না।

আইসিসি চায় নতুন কাপ বেজায় ক্ষোভ বোর্ডের

ফের সংঘাতের দিকে এগোচ্ছে আইসিসি এবং ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা আইসিসি নতুন কিছু টুর্নামেন্ট চালু করার কথা ভেবেছে। মনে করা হচ্ছে, আরও বেশি অর্থ আনার জন্যই নতুন এই সব টুর্নামেন্ট করার ভাবনা। কিন্তু ভারতীয় বোর্ড মনে করছে, এর পিছনে দুরভিসন্ধি আছে আইসিসি-র। ভারতীয় ক্রিকেটের সোনার রাজহাঁস আইপিএলের প্রভাব কমানোর নানা অপচেষ্টা আইসিসি চালিয়ে যাচ্ছে বলে ভারতীয় কর্তাদের অভিযোগ।২০২৩ পর্যন্ত আইসিসি ইভেন্ট সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে যেমন ২০২০ এবং ২০২১-এ পর-পর দু'টো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ রয়েছে। ২০২৩ সালে বিশ্বকাপ হওয়ার কথা ভারতে। কিন্তু সেই বিশ্বকাপের পর থেকে ২০২৩ থেকে ২০৩১ পর্যন্ত নতুন টুর্নামেন্ট চালু করার কথা ভাবছে আইসিসি। 'চ্যাম্পিয়ন্স কাপ' নাম দিয়ে টি-টোয়েন্টি এবং ওয়ান ডে দুই ফর্ম্যাটেই সেরাদের নিয়ে নতুন টুর্নামেন্ট করার প্রস্তাব দিয়েছে তারা। এই প্রস্তাব অনুযায়ী, ২০২৪ এবং ২০২৮ সালে দু'বার টি-টোয়েন্টির চ্যাম্পিয়ন্স কাপ হবে। পঞ্চাশ ওভারের ওয়ান ডে ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন্স কাপ হবে ২০২৫ এবং ২০২৯ সালে। এর পাশাপাশি টি-টোয়েন্টি এবং ওয়ান ডে বিশ্বকাপ যেমন চলছিল, চলবে। ২০২৬ এবং ২০৩০-এ হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।

দলে ফিরেই কোহলির উইকেট নিতে চাইলেন বোল্ট

ভারতের বিরুদ্ধে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ফিরছেন বাঁ হাতি কিউয়ি পেসার। আর প্রত্যাবর্তনেই ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলির উইকেট নিতে চাইছেন বোল্ট।২১ ফেব্রুয়ারির প্রথম টেস্ট ম্যাচের বল গড়ানোর আগে বাঁহাতি কিউয়ি পেসার বলছেন, ''''কোহলির মত ক্রিকেটারের উইকেট নেওয়ার জন্যই আমি ক্রিকেট খেলতে নামি। ওর বিরুদ্ধে নামার জন্য আমি মুখিয়ে রয়েছি। কোহালি কেমন খেলে তা সবাই জানে। ও সবার থেকে আলাদা।''''ওয়ানডে সিরিজে ব্যাট হাতে হতশ্রী পারফরম্যান্স করেছেন কোহলি। তিন ম্যাচে মাত্র ৭৫ রান করেন তিনি। ওয়ানডে-র বদনাম টেস্টে ঘোচাতে মরিয়া থাকবেন কোহালি। বেসিন রিজার্ভের বাইশ গজে কোহালির পরীক্ষা নেবেন বোল্ট। যিনি বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে ভারতের টপ অর্ডার ভেঙে ছিটকে দিয়েছিলেন কোহালিদের। টেস্টে বোল্টকে কেমন সামলান ভারতীয়রা, তা দেখার অপেক্ষায় ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা।

ত্রিপুরা সরকারের পরিচালিত TET-I & II পরীক্ষায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর কর্তৃক জানানো যাচ্ছে যে, ২০১৯-২০ইং শিক্ষাবর্ষে ত্রিপুরা সরকারের পরিচালিত .. এবং.. পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য উক্ত কোর্সে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ নিতে ইচ্ছুক উপযুক্ত তপশীলি জাতি প্রার্থীদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। উক্ত কোর্সে প্রশিক্ষণের জন্য রাজ্যের তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর এক বিশেষ কোচিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ/কোচিং নিতে ইচ্ছুক তপশিলী জাতি ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট থেকে সাদা কাগজে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। ইচ্ছুক প্রার্থীকে অবশ্যই দরখাস্তের মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী লিপিবদ্ধ করে কাগজপত্রাদি সহকারে আগরতলাস্থিত পন্ডিত নেহেরু কমপ্লেক্স, গোর্খাবস্তি, তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তার অফিসে আগামী ২৯-০২-২০২০ইং (শনিবার) তারিখের মধ্যে দরখাস্ত জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উক্ত তারিখের পর কোন দরখাস্ত গ্রহণ করা হবে না।

শর্তাবলী —

	কোর্সের নাম	আবেদনকারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা
১।	TET-I	যে কোন বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ এবং কমপক্ষে ৪৫শতাংশ বা ততোধিক নম্বর প্রাপকও D.EL.Ed উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা এই কোর্সে আবেদন করিতে পারবে।
	TET-II	Graduate/Post Graduate-এ যে কোন বিভাগে উত্তীর্ণ এবং কমপক্ষে ৪৫ শতাংশ বা ততোধিক নম্বর প্রাপক ও B.Ed উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা এই কোর্সে আবেদন করিতে পারবে।

২। প্রার্থীর পরিবারের বার্ষিক আয় ২.৫ লক্ষ টাকার মধ্যে হতে হবে।
৩। দপ্তর কর্তৃক নির্বাচিত Institute/College -এ ছাত্রছাত্রীদের কোচিং করা হবে।
৪। পরিবারভিত্তিক একজনকে এই সুযোগ দেওয়া হবে।
৫। প্রশিক্ষণার্থীকে দপ্তর কর্তৃক Stipend দেওয়া হইবে।
৬। কোন তথ্য গোপন করা হলে প্রার্থীকে তার দায়ভার বহন নিতে হবে, উক্ত প্রার্থীর দরখাস্ত বাতিল বলে গণ্য হবে এবং কর্তৃপক্ষ এরজন্য দায়ী থাকিবে না।

দরখাস্তের নমুনা :
১। প্রার্থীর নাম : ২। পিতার নাম : ৩। স্থায়ী ঠিকানা : (স্থায়ী বসবাসের প্রমাণপত্রের নকল Self attested) জমা দিতে হবে। ৪। বর্তমান ঠিকানা : ৫। শিক্ষাগত যোগ্যতা : (মার্কসীটের প্রত্যয়িত নকল Self attested) ৬। তপশিলী জাতিভুক্ত সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল ৭। তপশিলী সম্প্রদায়ের নাম : ৮। পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের বিবরণ : ৯। প্রাপ্ত নম্বরের শতকরা হিসাব : ১০। পিতামাতার বাৎসরিক আয় মহকুমা শাসক অথবা ডেপুটি কালেক্টর কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রত্যয়িত নকল Self attested জমা দিতে হবে। ১১। বয়সের প্রমাণপত্র (এডমিট কার্ড) প্রত্যয়িত নকল Self attested ১২। পি.আর.টি. সি সার্টিফিকেট কপি ১৩। সাম্প্রতিক তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজ ফটো দরখাস্তের সঙ্গে জমা দিতে হবে। ১৪। প্রার্থীর মোবাইল নম্বর :
বিস্তারিত জানার জন্য এই নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন :- ০৩৮১-২৩২-৩৬৮৬
উক্ত বিষয়টি দপ্তরের ওয়েব সাইটে, (www.scw.tripura.gov.in দেখা যেতে পারে।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট
(সন্তোষ দাস)
অধিকর্তা, তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর,
ত্রিপুরা সরকার।

ICA/D-1724/2019-20

SHORT NOTICE INVITING TENDER

Sealed quotations are hereby invited from the interested, reputed and experienced coaching institutions located at Agartala for imparting coaching to SC students interested to appear in Teacher Elementary Test(TET-I & II) examination during the year 2019-2020.
Eligibility criteria of institutions along with other terms and conditions are available in the website www.scw.tripura.gov.in.
Last date for submission of Notice Inviting Tender (NIT) is 29th February, 2020 up to 4.00 P.M (on all working days) in the tender box put for the purpose in the office of the Director for Welfare of Scheduled Castes, Pandit Nehru Complex, Gurkhabasti, Agartala and Tender will be opened on the same day, that is on 29th February, 2020 at 4.00 P.M, if possible. No Tender will be entertained after the stipulated date and time.
The interested institutions may submit their tender along with information as described & sought in the advertisement either in person or by post addressed to the Director, Directorate of Welfare for Schedule Castes, Pandit Nehru Complex, Gurkhabasti, Agartala, West Tripura 799006.
The decision of the Scheduled Caste Welfare Department, Govt. of Tripura shall be final and binding in this regard. For details communication may be made through E-mail ID: dir.scw tr@gov.in / directorscw@gmail.com and Tel.Ph.No. (0381)-232-4134.

ICA/C-2563/2019-20

S/d - illegible
(Santosh Das)
Director for Welfare of SCS
Government of Tripura

NO.1202 F.3(17)/DTE/SFSL/2005 Date: 14/02/2020

CORRIGENDUM

Due to administrative ground, the tender bid submission end date has been extended upto 26-02-2020 instead of 24-02-2020 and bid will be opened on 27-02-2020 instead of 24-02-2020 in the NIT No.1015 F.3(17)/DTE/SFSL/2005 Dt. 06-02-2020 and tender ID No. 2020_DA_8276_1
All other terms and conditions remain Unchanged.

ICA/C-2553/2019-20

(Dr. H.K. Pratihari)
Director
State FSL, Tripura

২০27 এবং ২০৩১-এ হবে ওয়ান ডে বিশ্বকাপ

কমিটি অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর্স বিদায় হয়ে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়দের নতুন ভারতীয় বোর্ড তৈরি হওয়ার পর থেকেই আইসিসি-র সঙ্গে ভবিষ্যতের ক্রিকেট সূচি নিয়ে তীব্র বাদানুবাদ শুরু হয়েছে। আইসিসি প্রধান হিসেবে শশাঙ্ক মনোহর যে ভারতীয় হয়েও আদৌ ভারতীয় বোর্ডের বন্ধু নন, তা অনেকেই বুঝে গিয়েছেন। সৌরভরা প্রথমেই বলে দিয়েছেন, দ্বিপাক্ষিক সূচি আগে চূড়ান্ত হবে। তার পরে আইসিসি তাদের ইভেন্টের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। ভারতীয় বোর্ডে অনেকেই মনে করছেন, আইপিএলের একচ্ছত্র আধিপত্য কমাতে মনোহরের নেতৃত্বে উঠে পড়ে লেগেছেন আইসিসি কর্তারা। সেই কারণে তাঁরা বিশ্ব স্তরে বেশি করে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং সাদা বলের ক্রিকেট ঢোকাতে চাইছেন। ভারতে যেমন আইপিএল হয়, তেমনই অস্ট্রেলিয়ায় হয় বিগ ব্যাশ। ইংল্যান্ডেও চালু হচ্ছে 'হান্ড্রেড বল ক্রিকেট'। প্রত্যেক দলের ইনিংস হবে ১০০ বলের। তিন দেশের কর্তারা একমত, প্রত্যেকের ঘরোয়া ক্রিকেট ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে আইসিসি-র ক্যালেন্ডার মেনে নিলে। ভারতীয় বোর্ডের কর্তারা চটেছেন যে, সূচি নিয়ে আপত্তি তোলার পরেও কী করে আইসিসি নতুন সব টুর্নামেন্ট করার কথা ভাবছে? ভারতীয় বোর্ড কর্তারা অন্য দুই বড় ক্রিকেট শক্তি ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে একজোট হয়ে আইসিসি-র বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছেন। বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভ এবং সচিব জয় শাহ ইংল্যান্ডে গিয়ে ত্রিশক্তির বৈঠকও করে এসেছেন। তাঁরা আইসিসি-কে পাল্টা প্যাঁচে ফেলার জন্য চতুর্দেশীয় টুর্নামেন্ট চালু করার কথা বাজারে ছেড়ে দিয়েছেন। তাতে আইসিসি চাপে পড়ে গিয়েছে। নতুন টুর্নামেন্ট নিয়েও যে ভারতীয় বোর্ড তীব্র আপত্তি তুলবে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আইসিসি আবার দাবি করছে, গত অক্টোবরেই বোর্ড মিটিংয়ে এই সব প্রস্তাব পাশ হয়ে গিয়েছে। সেই সভায় নাকি উপস্থিত ছিলেন সেই সময়কার কার্যনির্বাহী সচিব অমিতাভ চৌধরি।

প্রস্তুতি ম্যাচে শেষ ওভারে জয় পুনমের ঘূর্ণিতে

মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচে মঙ্গলবার ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ২ রানে হারাল ভারত। ২০ রানে তিন উইকেট নিয়ে জয়ের নায়ক স্পিনার পুনম যাদব।ব্রিসবেনে আয়োজিত এই ম্যাচে টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ভারত অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর। নির্ধারিত ২০ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ভারত করে ১০৭ রান। জবাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংস শেষ হয় ১০৫-৭।ভারতের ১০৭ রান তাড়া করতে নেমে শুরুটা ভালই করেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ১৩ ওভারে এক উইকেট হারিয়ে ৫৭ রান তুলে ফেলেছিল ক্যারিবিয়ান মেয়েরা। ১৪তম ওভারের প্রথম বলেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওপেনার লি-অ্যান কার্বিকে (৪২) ফেরান দীপ্তি শর্মা। এর পরেই ধস নামে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ইনিংসে। ভারতীয় বোলারদের দাপটে দ্রুত প্যাভিলিয়নে ফেরেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক স্টেফানি টেলর (১৬), শেডিন নেশন (০), ডিন্ড্রা ডটিন (১)। ফলে ১৭ ওভারের মধ্যে ৬৭ রানে পাঁচ উইকেট চলে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের। কিন্তু এর পরেও জেতার জন্য মরিয়া চেষ্টা করেছিলেন হেলি ম্যাথিউস (২৫) ও শিনেল হেনরি (১৭)। তিনটি চার ও একটি ছক্কা মেরে দলের রান জয়ের কাছে নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা। শেষ ওভারে জিততে গেলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দরকার ছিল ১১ রান। বোলার ছিলেন পুনম। হেনরি প্রথম বলে পুনমকে চার মারলেও চতুর্থ বলে ভারতীয় বোলারটি আউট করেন হেলি ম্যাথিউসকে। শেষ বলে জিততে গেলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দরকার ছিল তিন রান। কিন্তু পুনমের বলে বেদা কৃষ্ণমূর্তির হাতে ক্যাচ দিয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরেন হেনরি।এর আগেবিপর্যয়ের মুখে পড়ে ভারত। প্রথম তিন ব্যাটসম্যানই রান পাননি। ভারতকে টানেন দীপ্তি শর্মা (৩২ বলে ২১ রান), পূজা বস্ত্রকার (১৫ বলে ১৩) ও শিখা পাণ্ডে (১৬ বলে ২৪)।

এবার গ্লস্টারশায়ারের হয়ে কাউন্টি খেলবেন পূজারা

নয়াদিল্লি: এবার গ্লস্টারশায়ারের হয়ে কাউন্টি ক্রিকেট খেলবেন ভারতের টেস্ট দলের তারকা ব্যাটসম্যান চেতেশ্বর পূজারা। আজ গ্লস্টারশায়ারের পক্ষ থেকে এই ঘোষণা করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, ১২ এপ্রিল থেকে ২২ মে-র মধ্যে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম ৬টি ম্যাচ খেলবেন পূজারা।এর আগে ডার্বিশায়ার, ইয়র্কশায়ার ও নটিংহ্যামশায়ারের হয়ে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে খেলেন পূজারা। এবার তিনি নতুন দলে যোগ দেবেন। ১৯৯৫ সালে গ্লস্টারশায়ারের হয়ে খেলেছিলেন প্রাক্তন ভারতীয় পেসার জাভাগল শ্রীনাথ। ২৫ বছর পর দ্বিতীয় ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে এই কাউন্টি দলের হয়ে খেলবেন পূজারা।বর্তমানে ভারতীয় দলের হয়ে নিউজিল্যান্ড সফরে পূজারা। তিনি গ্লস্টারশায়ারে যোগ দেওয়া প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, ''এই মরসুমে গ্লস্টারশায়ারের হয়ে খেলার সুযোগ পাওয়ায় আমি খুশি। এই ক্লাবের সুদীর্ঘ

ক্রিকেট ইতিহাস আছে। আমাকে সুযোগ দেওয়ায় ক্লাবের কাছে কৃতজ্ঞ। ব্রিস্টলে সতীর্থদের সঙ্গে মিলিত হওয়া এবং রান করার অপেক্ষায় আছি। গত কয়েক মরসুমে কাউন্টি ক্রিকেট খেলা উপভোগ করেছি। আশা করি আমার খেলার উন্নতি হবে।''

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: EE-IED/AMB/20/2019-20 DATED- 14.02.2020

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, Ambassa, Dhalai Tripura invites on behalf of the overnor of Tripura' percentage rate e-tender(s) from Central & State Public Sector undertaking / Enterprise and eligible Bidders / Firms /Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway up to 17.00 Hrs on 10.03.2020 for the following work:

Sl No	Name of work	Estimated cost	Earnest Money	Time for completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of opening of bid	Document down-loading and bidding at application	Class of Bidder
1	Supplying & Installation of 5 KVA UPS including necessary accessories for 03 (three) nos Operation Theatre at Dhalai District Hospital, Kulai, Dhalai Tripura. DNIET No: EE-IED/AMB/ 22 /2019-20	Rs. 2,15,642.00	Rs. 2,156.00	30(Thirty) days	Upto 17.00 Hrs on 10.03.2020	At 12:00 Hrs on 11.03.2020	https:tripuratenders.gov.in.	Appropriate Class
2	Providing Internal Electrification in the new "Proposed construction of 09 (nine) nos. Staff quarters[Type-I quarter-04 units (one block- twin double storey), Type-II quarter-04 units (one block - twin double storey) and Type-III quarter - 01 unit (Single storey) for Marachara Primary Health Centre (PHC) under Kamalpur Sub-Division, Dhalai District, Tripura/SH: Building portion including internal water supply, sanitary installation, Sewage and Drainage works." DNIET No: EE-IED/AMB/ 35 /2019-20	Rs. 5,28,129.00	Rs. 5,281.00	60(Sixty) days				
3	Supplying & Installation of 5 KVA UPS including necessary accessories for 03 (three) nos Operation Theatre at Dhalai District Hospital, Kulai, Dhalai Tripura. DNIET No: EE-IED/AMB/ 22 /2019-20	Rs. 2,22,324.00	Rs. 2,223.00	30(Thirty) days				

Detailed Tender Notice/Forms/Terms & Conditions is available at https://tripuratenders.gov.in/

ICA/C-2558/2019-20

(Er. Ajit Ghosh)
Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
Ambassa, Dhalai Tripura

‘মহিলা শিশু সুরক্ষা দিবস’ হিসাবে পালিত হবে জয়ললিতার জন্মদিন : ই কে পালানিস্বামী

চেন্নাই, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মহিলা এবং শিশুদের জন্য প্রচুর কাজ করেছেন তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত জয়রাম জয়ললিতা। মহিলা ও শিশুদের জন্য বহু প্রকল্প চালু করেছিলেন জয়ললিতা। জয়ললিতার মৃত্যুর পর থেকেই তাঁর ভক্ত ও সমর্থকরা নানাভাবে তাঁর প্রতি সম্মান জানিয়ে আসছেন। এবার জয়ললিতাকে সম্মান জানাল ই কে পালানিস্বামী সরকার। এবার থেকে প্রতি বছর জয়ললিতার জন্মদিন ‘রাজ্য মহিলা শিশু সুরক্ষা দিবস’ হিসাবে পালিত হবে।

১৯৪৮ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ‘আম্মা’ জে জয়ললিতাঊ এবার থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি দিনটি ‘রাজ্য মহিলা শিশু সুরক্ষা দিবস’ হিসাবে পালিত হবে। বুধবার তামিলনাড়ু বিধানসভায় তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী ই কে পালানিস্বামী বলেছেন, “প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতার জন্মদিন ২৪ ফেব্রুয়ারি দিনটি ‘রাজ্য মহিলা শিশু সুরক্ষা দিবস’ হিসাবে উদযাপন করা হবে। যেহেতু তিনি মহিলা এবং শিশুদের জন্য প্রচুর কাজ করেছিলেন। মহিলা ও শিশুদের জন্য বহু প্রকল্প চালু করেছিলেন জয়ললিতা।

ক্ষতবিক্ষত হয়ে চলে গেল তাপস পাল, কেন্দ্রকে আক্রমণ করে মন্তব্য মমতার

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): অকালেই বিদায় নিয়েছেন জনপ্রিয় বাংলা অভিনেতা তথা প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ তাপস পালঊ দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর মঙ্গলবার ভোররাতে মুম্বইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন অভিনেতা তাপস পালঊ তাপস পালের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ঊ তাপস পালকে শেষশ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে বুধবার সিবিআই-কেই কাঠগড়ায় তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ঊ একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারকেও তীব্র আক্রমণ করেছেন মমতাঊ মমতার মতে, কেন্দ্রের চাপের জন্যই অনেকের মৃত্যু হয়েছে।

বুধবার অভিনেতার গল্ফ ক্লাব রোডের বাড়ি থেকে তাপস পালের দেহ নিয়ে যাওয়া হয় রবীন্দ্র সদনেঊ সেখানে তাঁকে শেষশ্রদ্ধা জানান বিশিষ্ট ব্যক্তবর্গ, ভক্ত ও অনুরাগীরাঊ তাঁদের মধ্যেই ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ওঊ রবীন্দ্র সদন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ‘তাপস পাল এজেন্সির হাতে অত্যাচারিত হয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেনঊ কী দোষ করলেন জানতেও পারলেন নাঊ ক্ষতবিক্ষত হয়ে অকালে চলে গেলেনঊ’ এসব কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিহিংসা বলেও তোপ দেগেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে মমতা বলেছেন, ‘ প্রতিহিংসা পরায়ণ রাজনীতি করছে কেন্দ্রঊ কেন্দ্রীয় সরকারের চাপে অনেকেরই মৃত্যু হয়েছেঊ এজেন্সির চাপের কারণেই ৩ জনের মৃত্যু হয়েছেঊ সুলতান আহমেদ (প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ) এবং তৃণমূল সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী মারা গিয়েছেন, এবার তাপস পালেরও মৃত্যু হলঊ এজেন্সির দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছে তাপসঊ তাপস পালের অকাল মৃত্যু, সুলতানেরও অকাল মৃত্যুঊ’ আরও আক্রমণাত্মক হয়ে মমতা বলেছেন, ‘মানুষজনকে জেলে বন্দি করা হচ্ছে, অথচ কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলি তাঁদের দোষ প্রমাণ করতেই পারছে নাঊ কেউ যদি অপরাধ করে, তাহলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবেঊ কিন্তু, তাপস পাল এবং অন্যরা কী অপরাধ করেছেন, তা আমরা এখনও জানতে পারিনি।

পার্কিনসন রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার করলেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

নৈনিতাল, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড় দীওয়ান সিং রাওয়াত পার্কিনসনের ওষুধ আবিষ্কার করেছেন। শীঘ্রই তাঁর আবিষ্কৃত ওষুধকে বাজারে আনতে চলেছে আমেরিকার এক কোম্পানি। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এটি সব থেকে বড় আবিষ্কার।

উল্লেখ করা যেতে পারে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং প্রয়াত মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ডা রেগন বৃদ্ধ বয়সে এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। মনে করা হচ্ছে যে ড় রাওয়াতের আবিষ্কৃত এই ওষুধের ফলে মানবসভ্য এই কষ্টকর রোগ থেকে মুক্তি পাবে। এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, এমন ধরণের ওষুধের আবিষ্কারের প্রক্রিয়া পূরণ হতে ১৬ থেকে ১৮ বছর সময় লেগে যায়। এমন ধরণের ওষুধ তৈরি করতে ৪৫০ মিলিয়ন ডলার খরচ হয়। প্রসঙ্গত উত্তরাখন্ড বাগেশ্বর বাসিন্দা এই বৈজ্ঞানিক ছোট বয়স থেকে অনেক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন। কিন্তু সকল বাধা কে পেরিয়ে তিনি এখন নতুন উচ্চতায় পৌঁছিয়ে গিয়েছে।

মরদেহ শায়িত, সেখানে গিয়েও রাজনীতি করছেন মুখ্যমন্ত্রী তাপস প্রসঙ্গে বিস্ফোরক বাবুল

কলকাতা,১৯ ফ্রেবুয়ারি (হি.স.):অভিনেতা তাপস পালের মৃত্যু নিয়ে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে ঊ এ বলে আমায় দেখ তো ও বলে আমায় দেখ ঊবুধবার রবীন্দ্র সদনে অভিনেতাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় তাপস পালের মৃত্যুর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিহিংসামূলক রাজনীতিকে দায় করেন ঊ এরপরই মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তৃণমূল সরকারের উদ্দেশে ঝাঁজালো মন্তব্য করলেন আসানসোলের বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়।”মরে যাওয়ার পর কেন রাজনীতি করছেন মমতা’ প্রশ্ন তুলে তোপ বাবুল সুপ্রিয়র।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন , ‘কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার হাতে অকারণে লাঞ্ছনা এবং গঞ্জনার শিকার হতে হয়েছে প্রাক্তন সাংসদকে। মৃত্যুর আগে তাপস পাল ভিতর থেকে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিহিংসামূলক রাজনীতির শিকার হয়েই অসময়ে চলে যেতে হল তাপস পালকে’। এই মন্তব্যের পরই বাবুল সুপ্রিয় বলেন , ‘কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষ দিয়ে কোনও লাভ নেই । তাপস পাল আসলে তৃণমূলের অন্দরেই অবহেলিত ছিলেন। গত ২-৩ বছরে যাঁরা তাপস পালের পাশে ছিলেন, তাঁদের সবার খবর আমার কাছে রয়েছে। ওর পরিবারকেই জিজ্ঞেস করুন, সব জানতে পারবেন।

ছয়ের পাতায় দেখুন

অমর একুশে। সেজে উঠছে বাংলাদেশ। বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে তোলা নিজস্ব ছবি।

চায়ের জন্য দৌড় আগরতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারী।। চায়ের জন্য দৌড়। রান ফর ইন্ডিয়া টি। ভারতের চায়ের জন্য দৌড় - সেই সঙ্গে ত্রিপুরার চায়ের স্বাদ পরখ করা। এই ভাবনা নিয়ে বুধবার সকালে আগরতলায় এক অভিনব দৌড় অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগরতলার বীরচন্দ্র স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরি সংলগ্ন ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের টি কর্নারের সামনে থেকে এই দৌড় শুরু হয়। এখান থেকে আইজিএম চৌমুহনি হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এই দৌড় বীরচন্দ্র স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরি সংলগ্ন ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের টি কর্নারে এসে সমাপ্ত হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ আজ সকালে টি কর্নারের সম্মুখে এক অনুষ্ঠানে প্রদীপ জ্বালিয়ে এই দৌড়ের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় চা পর্ষদের ডেপুটি চেয়ারম্যান অরুণ কুমার রায়, ত্রিপুরা সড়ক উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান দীপক মজুমদার, শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের অধিকর্তা পি কে গোয়েল, প্রখ্যাত জিমন্যাস্ট কোচ দ্রোণাচার্য বিশ্বেশ্বর নন্দী, অলিম্পিয়ান জিমন্যাস্ট পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার প্রমুখ। ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের উদ্যোগে এবং ভারতীয় চা পর্ষদের সহযোগিতায় এই দৌড় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রান ফর ইন্ডিয়া টি-র উদ্বোধন করে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, ত্রিপুরার চায়ের সর্বভারতীয় পরিচিতির জন্য এই দৌড় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমাদের রাজ্যে চায়ের প্রচার ও প্রসারের জন্য এটা এক অভিনব উদ্যোগ। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের স্বপ্ন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা। এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে ত্রিপুরার চা দেশ বিদেশের বাজারে ছড়িয়ে দিতে এই দৌড় এক সদর্থক পদক্ষেপ। তিনি আশা করেন, ত্রিপুরার চা একদিন সারা দেশেই মানুষের কাছে জনপ্রিয় হবে। এমন-কি বিদেশের বাজারেও তার চাহিদা তৈরি হবে। তিনি বলেন, রাজ্যে বর্তমান সরকার আসার পর চায়ের উৎপাদন অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেছেন ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা, ত্রিপুরা সড়ক উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান দীপক মজুমদার এবং ভারতীয় চা পর্ষদের ডেপুটি চেয়ারম্যান অরুণ কুমার রায়। এই দৌড়ে আগরতলার বিভিন্ন প্লে সেন্টারের ক্রীড়াবিদ ও চা বাগানের শ্রমিক-সহ সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ অংশ নেন।

কৃষকদের অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে কাজ করছে ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারী।। আজ থেকে বিলোনীয়া টাউনহল প্রাঙ্গণে তিনদিনব্যাপী দক্ষিণ জেলাভিত্তিক কিষাণ মেলা এবং সব্জি ও পুস্প প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। বিকালে মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে ক’ষি ও ক’ষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বলেন, ক’ষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ১৫টি গুচ্ছ প্রকল্প হাতে নিয়ে কাজ করছে। ক’ষকদের অবস্থার উন্নতি না হলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হবে না। এজন্য তাদের অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে কাজ করছে। বৈ’ানিক পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে ক’ষিজাত পণ্যের উৎপাদন বাড়ানোর উপর গুরুত্বারোপ করে ক’ষিমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে ক’ষি জমির মাটির পরীক্ষা করার জন্য রাজ্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। ক’ষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার দৃঢ় প্রতি’। এজন্য ক’ষকদের কাছ থেকে ধান কেনা সহ নানা ধরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন ক’ষি ও ক’ষক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ড. দেবপ্রসাদ সরকার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি বিভীষণ চন্দ্র দাস। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক শংকর রায়, বিলোনীয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শুক্লা দেব সরকার, দক্ষিণ জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন প্রমুখ। মেলা প্রতিদিন দুপুর ২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চলবে। প্রতি সন্ধ্যায় হবে সাংস্ক’তিক অনুষ্ঠান এবং বি’ান ভিত্তিক চাষের উপর আলোচনাচক্র। মেলায় ১২টি প্রদর্শনী মণ্ডপ খোলা হয়েছে।

২৭ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করতে পারে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে। পুরভোটের আগে এক দফা বৈঠকও হয়ে গেল রাজ্য নির্বাচন কমিশনের। বৈঠক শেষে নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করতে পারে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন। অন্যদিকে মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই বিজ্ঞপ্তি জারি করার সম্ভাবনা রয়েছে নির্বাচন কমিশনের।

বুধবার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪পরগনা এবং হাওড়া জেলাশাসকদের নিয়ে এক বৈঠকের ডাক দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন।

ছয়ের পাতায় দেখুন

কন্যাদায়গ্রস্থ পিতাকে সহায়তা মন্ডল সভাপতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৯ ফেব্রুয়ারী।। বিশালগড় বিজেপি মন্ডল সভাপতি রাজনীতির পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতার নজির সৃষ্টি করল। বিশালগড় বিজেপি মন্ডল সভাপতি সুশান্ত দেব ও সাধারণ সম্পাদক বাবুল দেবনাথ নবীনগরের এক দিনমজুর পিতাকে কন্যাদায়গ্রস্থ থেকে উদ্ধার করল। রতন দেবনাথ নামে এক বিয়ে দেওয়ার মতো কোন ব্যবস্থাই ছিল না তার। দিনমজুর রতন দেবনাথ অসহায় অবস্থায় সাধারণ ভাবে দিন যাপন করে কোন রকমে সংসার চালায়। এই দিকে মেয়েদর বিয়ে। তখন এই অসহায় দরিদ্র পরিবারের বিয়ের খরচের কিনচিৎ হলেও সাহায্যের হাত বাড়ায় মন্ডল সভাপতি সুশান্ত দেব। মেয়ের বিয়ের জন্য নগদ ১০ হাজার টাকা নারায়ণ দেবনাথের হাতে তুলে দেয়। এতে খুশিতে আপ্লুত পরিবার এবং এলাকার প্রশংসার জোয়ার।

ভারতের সঙ্গে অনেক বড় চুক্তি হবে আমেরিকার ডোনাল্ড ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। ভারত সফর নিয়ে অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফের নিজের উৎসাহ ব্যক্ত করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। ট্রাম্পের কথায়, “প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আমি ভীষণ পছন্দ করি। তিনি আমাকে বলেছেন, বিমানবন্দর থেকে ইভেন্টস্থল পর্যন্ত ৭ মিলিয়ন মানুষ আমাদের অভ্যর্থনা জানাবেন। এটি বিশ্বের বৃহত্তম স্টেডিয়াম হতে চলেছে। খুবই আনন্দের হতে চলেছে।” দিনকয়েকের মধ্যেই ভারত সফরে আসছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই প্রথম ভারত সফরে যাচ্ছেন সস্ত্রীক ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পকে নিয়ে আগামী ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি আহমেদাবাদ ও নয়াদিল্লি যাওয়ার কথা তাঁর।

গুজরাটে নানা কর্মসূচি রয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্টের। আহমেদাবাদের মোতেরা স্টেডিয়ামের সংস্কার করে নতুন চেহারা দেওয়া হয়েছে। মোদীর সঙ্গে সেখানে গিয়ে স্টেডিয়ামটি উদ্বোধন করবেন ট্রাম্প। এর পর সেখানে দু’জনের ভাষণ দেওয়ার কথা রয়েছে। আহমেদাবাদের সবরমতী আশ্রমেও যাবেন ট্রাম্প। এই সফরের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। ট্রাম্পের এই সফরে ভারত-মার্কিন বাণিজ্য এবং প্রতিরক্ষা-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও আলোচনা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেই জানিয়েছেন, ”ভারতের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য চুক্তি হতে পারে, তবে আমি সত্যিই পরবর্তী সময়ের জন্য বড় চুক্তি জমিয়ে রাখছি, নির্বাচনের আগেই হতে পারে। তবে ভারতের সঙ্গে আমাদের অনেক বড় চুক্তি হবে।”

দিল্লি থেকে শার্জিল ইমামকে নিয়ে গুয়াহাটি রওনা দিল পুলিশ

গুয়াহাটি, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে হিংসা এবং শাহিনবাগে ধর্মঘটের সূচনা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ভারত থেকে পৃথক করার বিষয়ে দেশবিরোধী বক্তব্য প্রদানকারী শার্জিল ইমামকে নিয়ে দিল্লি থেকে গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে রওনা দিল পুলিশ।

বুধবার গুয়াহাটি পুলিশ কমিশনার মুন্না প্রসাদ গুপ্ত জানিয়েছেন, গুয়হাটি পুলিশ দিল্লি থেকে শার্জিল ইমামকে নিয়ে মঙ্গলবার ব্রহ্মপুত্র এক্সপ্রেসে রওনা হয়েছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে গুয়াহাটি পৌঁছাবে তারা। শার্জিল ইমামকে কামরূপ (মেট্রো) জেলার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হবে।

প্রসঙ্গত, গুয়াহাটি পুলিশের অপরাধ দমন শাখা শার্জিল ইমামের বিরুদ্ধে এফআইআর নথিভুক্ত করে তদন্ত শুরু করছে। এছাড়াও অসমসহ দেশের আরও কয়েকটি রাজ্যে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

শার্জিল ইমামের ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর থেকে সে পলাতক ছিল। পরে দিল্লি পুলিশ বিহার পুলিশের সহযোগিতায় ১৮ জানুয়ারি বিহার থেকে তাকে গ্রেফতার করে। এই বিষয়টি জানার পরেই গুয়াহাটি পুলিশের একটি দল শার্জিল ইমামকে ট্রানজিট রিমান্ডে নেওয়ার জন্য ১৬ দিন ধরে দিল্লিতে ঘাঁটি গেড়ে ছিল। গুয়াহাটি আসার পরেই শার্জিল ইমামকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে অপরাধ দমন শাখার আধিকারিকেরা।

রাজকুমার হিরানির হাত ধরে বড়পর্দায় ফিরছেন খান

মুম্বাই, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : প্রতিক্ষার অবসান ঘটিয়ে বড়পর্দায় ফিরছেন শাহরুখ খান। বিখ্যাত পরিচালক রাজকুমার হিরানির হাত ধরে ‘কামব্যাক’ করতে চলেছেন ‘বাদশাহ’।

জানা গেছে, অভিবাসন ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করে বোনা হয়েছে এই ছবির গল্প। আরও জানা গেছে আপাতদৃষ্টিতে এটি একটি হাল্কা ধরনের ছবি হলেও ভীষণ গভীর একটি বার্তা থাকবে। ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন অভিজাত জোশি। এবং এই ছবির সঙ্গে দীর্ঘদিনের বন্ধু পরিচালক-প্রযোজক বিধু বিনোদ চোপড়ার প্রযোজনা সংস্থা থেকে বেরিয়ে এলেন রাজকুমার হিরানি। তাঁর পরিচালিত এই ছবিটি যুগ্মভাবে প্রযোজনা করবেন তিনি ও শাহরুখের প্রযোজনা সংস্থা রেড চিলিজ।

গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত মহিলা

ধূপগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ি কলেজ রোডের ক্ষুদিরামপল্লী মোড়ে মালবাহী গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক মহিলার। বুধবার দুপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃতার নাম লক্ষ্মী রায়। ঘটনায় আহত হয়েছে তাঁর স্বামী তাপস রায়। তাঁকে ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। মৃত ওই মহিলার স্বামী জানান, স্ত্রীর এক আত্মীয় ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁকে দেখতে বাইকে করে তাঁরা আসছিলেন। পথে একটি মালবাহী গাড়ি পিছন থেকে ধাক্কা মারায় বাইক থেকে পড়ে যান তাঁরা। সেই সময় ওই গাড়িটি তাঁর স্ত্রীর মাথার ওপর দিয়ে চলে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।